Acc. No. 128 Shelf No. A15L2

Title Dattakaustubham

SubTitle

Role ✓Author | Editor | Comment. | ✓Transl. | Compiler |

Bhaktivinoda Thakura

Bhaktipradip Tirtha

Edition 1st

Publisher Sundarananda Vidyavinoda

Place Kalikata Year 1942 Ind.Yr. 1349

Lang. Sanskrit Script Bengali

Subject

P.T.O. →

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-
বিরচিতম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরজন-চিদ্বিলাস-

শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃত-

দত্তকৌস্তুভম্

স্বকৃতটীকাসহিতং

তদীয়প্রিয়শিষ্যবর-

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থগোস্বামি-
মহারাজেন

প্রতিশব্দান্বয়-বঙ্গানুবাদ-টীকানুবাদাদিসহিতং

সম্পাদিতম্

গৌড়ীয়-সম্পাদকেন

শ্রীসুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদেন

প্রকাশিতম্।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথি

গৌরাব্দ ৪৫৬, ২৭ হৃষীকেশ

খৃষ্টাব্দ ১৯৪২, ২২ সেপ্টেম্বর

বঙ্গাব্দ ১৩৪৯, ৫ আশ্বিন

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া),

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

এবং গৌড়ীয়মিশনের অন্যান্য শাখামঠ-সমূহ।

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌, ঢাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌর-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-মহাশয় ১৭৯৫ শকাব্দে (১২৮০ বঙ্গাব্দে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) 'দত্তকৌস্তভ'-গ্রন্থ স্বকৃত একটি টীকার সহিত শ্রীপুরী-ধামে রচনা করেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে) তিনি 'বেদান্তাধিকরণ-মালা'-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তৎপরেই 'দত্তকৌস্তভ'-গ্রন্থ রচিত হয়। সুতরাং, এই গ্রন্থকে শ্রীল ঠাকুরের সংস্কৃতভাষায় একরূপ প্রাথমিক রচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন,—"পুরীতে রীতিমত গ্রন্থ পাঠ করিলাম। 'শ্রীমদ্ভাগবত' শেষ করিয়া (গজপতি শ্রীল প্রতাপরুদ্রের গ্রন্থাগার হইতে) 'ষট্-সন্দর্ভ' নকল করিয়া লইয়া পড়িলাম। শ্রীবলদেবকৃত 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য'-বেদান্ত লিখিয়া লইয়া পড়িলাম। 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' পড়িলাম। 'শ্রীহরিভক্তি-কল্পলতিকা' লিখিয়া লইলাম। নিজে নিজে কিছু সংস্কৃত-রচনা করিতে লাগিলাম। 'দত্তকৌস্তভ'-নামক সংস্কৃত-গ্রন্থ পুরীতেই রচনা করি। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র অনেক শ্লোকই সেই সময় রচনা করি।" *

'দত্তকৌস্তভ'-গ্রন্থটি শ্রীল ঠাকুরের কৃত টীকার সহিত পাঠ করিলে তাঁহার সহজ অতিমর্ত্ত্য শাস্ত্র-সারগ্রাহিতার সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* শ্রীল ঠাকুরের 'আত্মচরিত' ১৪০ পৃষ্ঠা

সাক্ষাৎ শ্রীগৌরশক্তির কৃপাবতার-ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিদ্-গুরুপদাশ্রয়ের লীলা করিবার পূর্ব্বেই অখিলশাস্ত্রের সারগ্রাহিতায় এইরূপ অতিমর্ত্ত্য অধিকার কখনই কেবল পাণ্ডিত্য ও মনীষার দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। একটী বিশেষ-লীলার দ্বারাও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এই সময়ই ইহা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তদানীন্তন ও ভাবি বৈষ্ণব-জগতের প্রতি অসামান্য করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সময় শ্রীভক্তিবিনোদ 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ' উদ্যানে 'শ্রীভাগবত-সংসৎ'-নামে একটি বৈষ্ণবসভা স্থাপন করেন। মহান্ত শ্রীনারায়ণ-দাস, শ্রীমোহন-দাস, উত্তর-পার্শ্বমঠের মহান্তজী, শ্রীহরিহর-দাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেকেই সেই সভায় যোগদান করিতেন। তখন 'হাতী আখাড়া'র বাবাজী 'কান্থাধারী' শ্রীরঘুনাথ-দাস মহাশয় শ্রীল ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত উক্ত সভায় অনেককেই যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। * কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীজগন্নাথদেব উক্ত বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ-বৈষ্ণবত্বের মহিমা স্ফূর্ত্তি করাইলেন। তখন, বাবাজী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা করিয়া বলেন যে,—বাহে দীক্ষিতের বেষ দেখিতে না পাইয়া তিনি ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ; এজন্য তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক সেই অপরাধের ক্ষমা না করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না। তিনি এখন ঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন।

'কান্থাধারী' শ্রীরঘুনাথ-দাস মহাশয়ের দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই লীলার মধ্যে একদিকে যেরূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-শক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ; অপরদিকে তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিলেও সুধীগণের এই সত্যেরই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

---

* শ্রীল ঠাকুরের 'আত্মচরিত', ১৪১ পৃষ্ঠা

নাস্তিক ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণও কিরূপে প্রাকৃত অনর্থ-মল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের সন্ধান পাইতে পারে, তাহার একটি ক্রম-বিশ্লেষণ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার-মূলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'দত্তকৌস্তুভ'-গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবৎকৃপা-ব্যতীত নাস্তিকতা ও আধ্যক্ষিকতা দূর হইতে পারে না। ইহা, আত্মদৈন্য-ভরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থের উপক্রম-উপসংহারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলির মল-দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ-রচনায় শ্রীচৈতন্য-দেবই গ্রন্থকারের হৃদয়ে প্রেরণা দান করিয়াছেন। মানবের একান্ত প্রয়োজনীয় যে,—'পরমতত্ত্ব', তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরমেশ্বর, জীব, মায়া, জগৎ-প্রভৃতি বিষয়ে বহু মনীষী বহু নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন ও করিতে পারেন; কিন্তু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মৌলিক ও সুবৈজ্ঞানিক বিচারের অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য 'দত্তকৌস্তুভ'-গ্রন্থের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিকযুগ বা জড়-বৈজ্ঞানিক জগৎকেও সারগ্রাহিগণ কিভাবে অপ্রাকৃত-সেবার সহায়ক করিতে পারেন, তাহাও অতিসুন্দর ভাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৩৯—৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থের নামের তাৎপর্য্য উপসংহারে উক্ত হইয়াছে। 'কৌস্তুভেশ' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্পিতাত্মা শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ প্রভুকে যে সৎ-সিদ্ধান্ত-কৌস্তুভ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তিনি সারগ্রাহী বৈষ্ণব-গণকে এই গ্রন্থাকারে দান করিয়াছেন। এই-স্থানে 'দত্ত'-শব্দের তাৎপর্য্য—সমার্পিতাত্মা, যিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা যিনি পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যরূপে সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন। দত্তস্য (সমর্পিতাত্মনঃ) [প্রাপ্তঃ] কৌস্তুভঃ—দত্তকৌস্তুভঃ। শাস্ত্রশব্দেন অভেদোপচারাৎ ক্লীবত্বং, অতঃ

'দত্তকৌস্তুভম্'। সমর্পিতাত্মা পুরুষ-কর্ত্তৃক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যে কৌস্তুভ, তাহাই 'দত্তকৌস্তুভ'। শাস্ত্রশব্দের সহিত অভিন্ন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু পূর্ব্বে দেবনাগর অক্ষরে এই 'দত্তকৌস্তুভ'-গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। বহুদিন হইতে সেই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, এমন কি, লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছে। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক অশেষ-পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় জগতের অভাবনীয় দুর্দ্দিনে, বিশ্বব্যাপী কলিকোলাহল ও ভোগত্যাগপর সজ্ঘর্ষের যুগে, নাস্তিকতা ও আধ্যক্ষিকতার প্রবল-বন্যা ও বাত্যার মধ্যেও শ্রীল ঠাকুরের রচিত এই অপূর্ব্ব গ্রন্থটী তাঁহার চতুরধিকশততম-বর্ষপূর্ত্তি-(১০৪ তম) আবির্ভাব-তিথিতে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গাক্ষরে মূলশ্লোক ও সংস্কৃত টীকার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তথা শ্লোকসূচী ও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয়-সূচী প্রভৃতির সহিত ঠাকুরের শিষ্যবর্য্য পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের সম্পাদকত্বে, প্রকাশিত হইল। 'দত্তকৌস্তুভ'-সিদ্ধান্তসন্মণি সজ্জন-সুধীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই। ভক্তিপথের সাধকগণ এই অপ্রাকৃত মণি-শিরোমণির প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া শরণাগতির শোভায় আকৃষ্ট ও প্রীতির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-তিথি
১৬ দামোদর, ৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপালবপ্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

'দত্তকৌস্তুভে'র বিষয়-সূচী

	বিষয়	শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১।	মঙ্গলাচরণ	১-২	১-২
২।	গ্রন্থ-প্রয়োজন	৩-৭	২-৮
৩।	গ্রন্থ-প্রণালী	৮	৯
৪।	প্রমাণ-নিরূপণ	৯-১২	১০-১৪
৫।	অধিকারি-নির্ণয়	১৩-১৫	১৫-১৬
৬।	অধিকার-ভেদ	১৬-২০	১৭-২০
৭।	সম্বন্ধতত্ত্ব-পরিচয়	২১-২৫	২১-২৭
৮।	অবতার-ক্রম	২৬	২৮
৯।	জীব-স্বরূপ	২৭-৩০	২৮-৩৪
১০।	মায়া-স্বরূপ	৩১-৩৩	৩৫-৩৮
১১।	ধ্যানাদির যোগ্যতা	৩৪	৩৯
১২।	ত্রি-তত্ত্বের সম্বন্ধ	৩৫-৩৬	৪০-৪১
১৩।	শুষ্কবৈরাগ্যের পরিহার	৩৭	৪১
১৪।	পর-শান্তিলাভের উপায়	৩৮-৪৫	৪২-৪৭
১৫।	অভিধেয়তত্ত্ব-বিচার	৪৬	৪৮-৪৯
১৬।	কর্ম্ম-বিচার	৪৭-৫০	৫০-৫৫

	বিষয়	শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১৭ ।	জ্ঞান-বিচার	৫১-৫৩	৫৬-৫৭
১৮ ।	ভক্তির সংজ্ঞা	৫৪	৫৭-৬১
১৯ ।	ভক্ত্যঙ্গ-কর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব	৫৫	৬২
২০ ।	ভক্তির স্বরূপ	৫৬-৫৯	৬২-৬৫
২১ ।	কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়	৬০-৬২	৬৬-৬৯
২২ ।	প্রয়োজন-বিচার	৬৩-৬৫	৭০-৭১
২৩ ।	ভুক্তি ও মুক্তির সাধকানুগামিতা	৬৬	৭২-৭৩
২৪ ।	প্রীতি-লক্ষণ	৬৭-৭০	৭৪-৭৮
২৫ ।	আশ্রয়-তত্ত্ব	৭১-৭৪	৭৯-৮৩
২৬ ।	সমাধি-তত্ত্ব	৭৫-৭৮	৮৪-৮৯
২৭ ।	জগতে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়	৭৯-৮৩	৯০-৯২
২৮ ।	জীবের প্রাপ্য-সাধন	৮৪-৯৬	৯৩-১০৩
২৯ ।	গ্রন্থাবির্ভাব-বিবরণ	৯৭-১০১	১০৪-১০৭
৩০ ।	গ্রন্থ সমর্পণ	ক-খ	১০৮-১০৯
৩১ ।	গ্রন্থ রচনা-কাল		১১০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

(প্রথম ও তৃতীয় চরণ)

[শ্লোকের পার্শ্ববর্ত্তী সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি শ্লোকসংখ্যা এবং দ্বিতীয়টি পত্রাঙ্ক]

অখণ্ডং তদ্বৃহত্তত্ত্বম্	৭।৮
অণোর্মহতি চৈতন্যে	৬৭।৭৪
অধিকার এবৈতেষাং	১৫।১৫
অধিকারা হ্রসংখ্যেয়া	১৬।১৭
অনাসক্তিবিধানেন	৬০।৬৬
অনুমানং দ্বিধা	১০।১১
অন্যে চ বহবঃ	২৪।২৬
অরূপধ্যানসক্তস্য	৯৮।১০৪
অর্চ্চনে যন্মলং	৮৫।৯৪
অবাধ্য-ভ্রমহানায়	৯৩।১০১
অবান্তরফলং	৪৯।৫৩
অশুদ্ধবুদ্ধয়ো	৬৪।৭০
অষ্টাদশশতে	×।১১০
অসচ্ছিক্ষাবিমূঢ়া	৬৪।৭০
অসাধ্য-সাধ্যভেদেন	১১।১২
অহং তু শুদ্ধ-	১০০।১০৬
আকর্ষসন্নিধৌ	৬৭।৭৪
আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধস্য	৮৩।৯২
আত্মং তচ্ছ্রবণাদৌ	৫০।৫৪
আত্মঃ কৃষ্ণস্বরূপো	৭২।৮০
আরুরুক্ষুস্তথারূঢ়ঃ	৬১।৬৬
আশ্রয়ে ভগবত্তত্ত্বে	৭১।৭৯
ইন্দ্রিয়ার্থে পরিজ্ঞাতে	৫১।৫৬
ঈষৎ-সাম্মুখ্যাদারভ্য	১৬।১৭
ঊর্দ্ধোর্দ্ধগমনে	১৫।১৫

উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধগামিনঃ	৬১।৬৬
একান্তশরণাপন্নং	৯৫।১০২
এতৎ সর্ব্বং	৪৩।৪৪
এতদাত্মপ্রতীতং	১০১।১০৭
এভির্লিঙ্গৈর্হরিঃ	৮১।৯০
ঐক্ষণং বায়বং	৪৩।৪৪
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণ-	৭৩।৮১
কদাচিৎ কুর্ব্বতঃ	৯৭।১০৪
কর্ত্তৃকর্ম-বিভেদেন	৭০।৭৮
কর্ম জ্ঞানং তথা	৪৬।৪৮
কর্মজ্ঞানাঙ্গ-সারাণি	৫৪।৫৭
কর্মজ্ঞানাত্মিকা	৬৮।৭৬
কর্ম্মজ্ঞানাদিশাস্ত্রেষু	১৩।১৫
কর্ম্মনিষ্ঠবিচারেণ	৮।৯
কর্মাকর্মবিকর্মাণি	৪৭।৫০
কলের্মলমপাকর্ত্তুং	২।২
কস্য বা জন্মতঃ	৯১।৯৯
কস্য বাহনর্থরোধেন	৯০।৯৯
কারণং সারসম্পত্তৌ	৮৮।৯৮
কিন্ত্বেকো নিশ্চয়ো-	৯৫।১০২
কিমর্থং ক্লিশ্যতে	৮২।৯২
কুবুদ্ধীনাং কুতর্কোক্ত্যা	১।১
কুর্ব্বন্ কর্ম নিরালম্বঃ	৪৯।৫৩
কুর্ব্বন্তি যোগিন-	৬২।৬৭
কৃচ্ছ্রসাধ্যো	৭৫।৮৪
কৃপয়া মলতঃ	৮৬।৯৬
কৃষ্ণ ইত্যভিধানস্ত	৮০।৯০
কৃষ্ণাভিমুখ-জীবাস্ত	৩৫।৪০
কৃষ্ণেচ্ছাহেতু-	৯৪।১০১
কেষাঞ্চিৎ প্রবলা	১৮।১৯
কোটিজন্মান্তরেঽপি	২০।২০
কৌস্তুভেশপ্রদত্তো	খ।১০৮
কচিৎ কর্ম	৬২।৬৭
কচিৎ সাক্ষাৎ	৫০।৫৪
কচিন্ন লভতে	৩৯।৪২
গুণাস্ত বিবিধাস্তস্মিন্	৮১।৯০
গুণেভ্যশ্চ গুণী	২২।২২
গ্রন্থস্যাস্য বিধানে	২।২
চতুর্বিংশতিকং	৫২।৫৭
চরামি যামুনে	১০০।১০৬
চিচ্ছক্তেঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ	৩৬।৪০
চিত্তত্ত্বেজড়লিঙ্গানাং	৭৯।৯০
চিদাত্মা প্রীতিধর্ম্মায়ং	২৭।২৮
চিদ্বস্ত চিৎস্বভাবস্য	৮২।৯২
জগতাং মঙ্গলার্থায়	৯৭।১০৪
জড়ানুযন্ত্রিতো	৩৯।৪২

জড়েষু জ্ঞানমালোচ্য ৩৭।৪১
জন্মান্তরমপেক্ষন্তে ১৯।২০
জাত্যাদিগুণ-দোষেষু ১৪।১৫
জাত্যাদের্মলসংযুক্তা ৬৫।৭০
জীবস্য লয়সাযুজ্যং ৫৩।৫৭
জীবানন্দবিধানেন ৮০।৯০
জীবানাং বদ্ধভূতানাং ৪৬।৪৮
জ্ঞানাদ্ধ্যানং ৩০।৩৩

তথাপি কর্ম্মচাতুর্য্যে ১৯।২০
তথাপি পরদেশীয়ে ৫।৬
তথাপি পরমেশস্য ২৫।২৭
তদভাবাত্রিধা ক্লেশা ২৯।৩২
তদাদি স্থূললিঙ্গ- ৯৯।১০৫
তদেশোদ্দেশ্যতাভাবাৎ ৪৪।৪৫
তরঙ্গরঙ্গিণী ৭১।৭৯
তস্মাচ্ছাস্ত্রং ১২।১৩
তস্মাজ্জড়াত্মকে ৪০।৪৩
তস্মাৎ সমাধিতো ৭৮।৮৭
তস্য হি ভগবদ্দাস্যং ৫৩।৫৭
তা গৌণ-ফলরূপেণ ৬৬।৭২
তে সর্ব্বে কিল ২৩।২৬
দত্তঃ সারজুষে ক।১০৮
দুষ্পারেহপ্যনু- ক।১০৮

দেহগেহকলত্রাণাং ৬০।৬৬
দৌবারিকৌ ৫৮।৬৪
ধূম্রযানং তড়িদ্‌যন্ত্রম্‌ ৪১।৪৩
ধ্যানাদৌ ভক্তিমৎকার্য্যে ৩৪।৩৯
ন কার্য্যং ক্ষুদ্রজীবেন ৯।১০
ন জ্ঞানং ন চ ৮৮।৯৮
ন তত্র বর্ত্ততে ৮৬।৯৬
ন তথা প্রাকৃতাতীতে ২২।২২
ন ভুক্তিঃ সম্পদাং ৬৩।৭০
ন সজ্জতে মনো ১৪।১৫
নাম রূপং গুণঃ ৭৭।৮৬
নারোপিতানি ৭৯।৯০
নিযুক্তং ভগবদ্দাস্যে ৫৫।৬২
নির্ম্মিতং 'কৌস্তুভং ×।১১০
নোপলব্ধির্ভবেত্তেষাং ২৪।২৬
পঞ্চবিংশতিকং জীবঃ ৫২।৫৭
পশ্যন্তি পরমং ৮৪।৯৩
পার্থিবং সালিলং ৪২।৪৪
পুরুষার্থবিহীনশ্চেৎ ৪৮।৫১
প্রকৃতের্ভগবচ্ছক্তেঃ ৩১।৩৫
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ ১২।১৩
প্রপঞ্চবর্ত্তিনো ৮৪।৯৩
প্রপঞ্চবিজয়স্তস্য ২৫।২৭

প্রপঞ্চে দ্বিগুণো	২৭।২৮
প্রমাদরহিতং যত্তৎ	১১।১২
প্রয়োজনঞ্চ জীবানাং	৬৩।৭০
প্রয়োজনায় যুক্তানি	৫৪।৫৭
প্রবৃত্তির্জায়তে	৯১।৯৯
প্রবৃত্তির্বর্ত্ততে শশ্বৎ	১৭।১৮
প্রাগাসীজ্ জড়-	১০১।১০৭
প্রাদুরাসীন্মহান্	৯৮।১০৪
প্রায়শঃ সাধুসঙ্গেন	৯০।৯৯
প্রীত্যাত্মিকা যদা	৫৯।৬৪
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকাররসঃ	৭৩।৮১
বদ্ধে প্রাপঞ্চিকং	৫৫।৬১
ভক্তিব্যঙ্গ্যোঽপ্যমেয়াত্মা	২১।২১
ভক্তিস্তু ভগবৎপ্রীতৈ-	৫৬।৬২
ভিন্নভাবেঽপি	৫৯।৬৪
ভুক্তয়ো মুক্তয়ঃ	৬৬।৭২
ভূগোলং জ্যোতিষং	৪২।৪৪
ভোক্তৃত্বভ্রমজালাৎ	২৮।৩১
ভৌমেজ্যা-বিগ্রহদ্বেষৌ	৪৫।৪৬
ভ্রাতৃবোধাত্মিকা	৫৬।৬২
মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভেদেন	৭২।৮০
মায়াসৃতং জগৎ	৩২।৩৫
যজ্ জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানম্	৬।৭
যতস্তৈর্লভ্যতে	৩৮।৪২
যতেত জড়বিজ্ঞানাৎ	৪০।৪৩
যতেত পরমার্থায়	৩৭।৪১
যৎ ক্রিয়তে তদেব	৪৭।৫০
যত্তস্যাবশ্যকং নিত্যং	৯।১০
যদ্‌যৎপ্রকাশিতং	১৩।১৫
যদ্ যদ্ ভাতি	৩৩।৩৫
যন্নাকর্ম-বিকর্ম	৪৮।৫১
যশোঽর্থমিন্দ্রিয়ার্থঞ্চ	৪৪।৪৫
যাবন্ন ঘটতে তেষাং	২০।২০
যে তদ্বিমুখতাং	৩৫।৪০
রত্যাদিভাবপর্য্যন্তং	৭০।৭৮
রসাব্ধৌ মজ্জতে	৮৭।৯৭
লক্ষণালক্ষিতং	৮৩।৯২
লব্ধং সমাধিনা	৭৪।৮৩
লভ্যতে চেতসা	৬।৭
লিঙ্গচতুষ্টয়াভাবাদ্ব্রহ্ম	৭৮।৮৭
বদন্তু কারণং	৯৩।১০১
বয়ন্তু দাস্য-	৯৪।১০১
বর্ণনে যন্মলং	৮৫।৯৪
বর্ত্ততে ভগবদ্ধাম্নি	৩৩।৩৫
বর্দ্ধতে ভগবদ্ধাম্নে	৪১।৪৩
বশীকৃতং পুরা	১।১

বস্তুনির্দ্ধারণে ৭৭।৮৬
বিগ্রহেষু ভজেদীশং ৪৫।৪৬
বিচারে কর্ত্তৃনিষ্ঠা ৮।৯
বিধীনাং হেতুভূতানাং ৯২।১০০
বিন্দুবিন্দুতয়া ২৩।২৬
বিমুখাবরিকা ৩১।৩৫
বিরক্তির্বৈমুখ্যোচ্ছেদে ৫৮।৬৪
বিশিষ্টঃ শক্তিসম্পন্নঃ ২১।২১
বৈকুণ্ঠস্য বিশেষস্য ৩২।৩৫
বৈমুখ্যাৎ প্রতিবিম্বে ৬৯।৭৬
বৈষ্ণবানাং শিরোধার্য্যঃ থা।১০৮
শ্রীকৃষ্ণচরিতং ৭৪।৮৩
সংশয়োহত্র মহান্ ৮৯।৯৯
সংসারে দ্রব্যজাতানাং ৩৮।৪২
সঙ্কোচে বিকচে ২৮।৩১
সৎসঙ্গাজ্জায়তে ৩০।৩৩
সমাধাবাত্মসত্তায়াং ৭৬।৮৪
সমাধির্দ্বিবিধঃ ৭৫।৮৪
সম্প্রদায়মলাসক্তা ৬৫।৭০
সম্প্রদায়ে তথান্যত্র ৩।২
সম্বন্ধতত্ত্ববোধেন ৮৭।৯৭
সম্বন্ধাৎ প্রতিবিম্বস্য ৬৮।৭৬
সম্বন্ধাবগতির্যত্র ৫১।৫৬
সম্বন্ধাবিষ্কৃতং ৭।৮
সর্ব্বজীবে দয়ারূপা ৫৭।৬২
সর্ব্বশাস্ত্রাৎ ৪।৬
সর্ব্বেষাং কারণানাঞ্চ ৯২।১০০
সর্ব্বেষাং নিত্যধর্ম্মেষু ৫৭।৬২
সর্ব্বোন্নতং পদং ১৮।১৯
সর্ব্বোর্দ্ধভাব- ২৬।২৮
সা চৈব বিষয়প্রীতি- ৬৯।৭৬
সা প্রবৃত্তিঃ কুতঃ ৮৯।৯৯
সাম্বন্ধিকং স্বরূপঞ্চ ৪।৬
সাম্বন্ধিকেন লিঙ্গেন ৩৬।৪০
সারাংশা নীতবৈকুণ্ঠাঃ ৩৪।৩৯
সুদণ্ড্যমাত্মচৌরং ৯৬।১০২
স্বং পরং দ্বিবিধং ১০।১১০
স্বধর্ম্মঃ কৃষ্ণদাস্যং ২৯।৩২
স্বধর্ম্মসাধনে ৯৯।১০৫
স্বপ্রকাশস্বভাবাত্ত্ ৭৬।৮৪
স্ব-স্বাধিকার-নিষ্ঠায়াম্ ১৭।১৮
স্বদেশনিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ ৫।৬
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো ৯৬।১০২
হেয়ভাববিনির্ম্মুক্তং ৩।২
হ্যবতারা হরের্ভাবা ২৬।২৮

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ

দত্তকৌস্তুভম্

কুবুদ্ধীনাং কুতর্কোক্ত্যা ভ্রাম্যমাণস্য মে মনঃ।
বশীকৃতং পুরা যেন বন্দে তং প্রভুসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—১। কুবুদ্ধীনাং (নাস্তিকগণের) কুতর্কোক্ত্যা (কুবিচার-দ্বারা) ভ্রাম্যমাণস্য (বিচলিত) মে (আমার) মনঃ (মন) যেন (যাঁহাদ্বারা) পুরা (পরে) বশীকৃতং (অধিকৃত হইয়াছে), প্রভুসংজ্ঞকং (মহাপ্রভু-নামক) তং (তাঁহাকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

টীকা—১। নানাবিধবাদযুক্তগ্রন্থানাং সমালোচনেন ভ্রাম্যমাণস্য মম চিত্তং যেন প্রভুণা পুরা বশীকৃতং পরমার্থতত্ত্বে স্থিরীকৃতং তং প্রভুসংজ্ঞকং পরমেশ্বরং বন্দে, অহমিতি শেষঃ।

মূল-অনুবাদ—১। নাস্তিকগণের কুতর্কদ্বারা আমার বিচলিত মনকে যিনি পরে বশীভূত করিয়াছেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

টীকা-অনুবাদ—১। নানাপ্রকার মতবাদপূর্ণ অনেক গ্রন্থের সমালোচনার দ্বারা আমার অস্থির চিত্তকে যে প্রভু পরে বশীভূত অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বে স্থির করিয়াছিলেন, সেই প্রভু-নামক পরমেশ্বরকে (মহাপ্রভুকে) আমি বন্দনা করি।

কলের্মলমপাকর্ত্তুং চৈতন্যো জীবসদ্‌গুরুঃ।
গ্রন্থস্যাস্য বিধানে তু মচ্চিত্তে স * প্রবর্ত্তকঃ॥ ২॥

সম্প্রদায়ে তথান্যত্র বর্ত্ততে হি সনাতনম্।
হেয়ভাববিনির্ম্মুক্তং সারগ্রাহিমতং শুভম্॥ ৩॥

অন্বয়—২। জীবসদ্‌গুরুঃ (জীবের সদ্‌গুরু) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) কলেঃ (কলির) মলং (দোষ) অপাকর্ত্তুং (দূর করিবার উদ্দেশ্যে) অস্য (এই) গ্রন্থস্য (গ্রন্থের) বিধানে (রচনায়) মচ্চিত্তে (আমার হৃদয়ে) প্রবর্ত্তক (প্রেরণাদাতা)।

অন্বয়—৩। হেয়ভাববিনির্ম্মুক্তং (হেয়তাদোষ হইতে মুক্ত) শুভং (মঙ্গলকর) সনাতনং (চিরন্তন) সারগ্রাহিমতং (সারগ্রাহিগণের অভিমত) সম্প্রদায়ে তথা (এবং) অন্যত্র (অন্যস্থলে বা ব্যক্তিগণমধ্যে) হি (অবশ্যই) বর্ত্ততে (আছে)।

টীকা—২। গ্রন্থপ্রয়োজনমাহ, কলেরিতি। কলিসংজ্ঞককালস্য ন কলিমলত্বং "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্" ইতি (১১।৫।৩৮) ভাগবতবচনাৎ। কিন্তু প্রচারিতসদুপদেশানাং কালক্রমেণ যন্মলিনত্বং, তদেব কলিমলমিতি পাদ্মে ভাগবত-মাহাত্ম্যে "এবং প্রলয়তাং প্রাপ্তো বস্তুসারঃ স্থলে স্থলে" ইতি পরীক্ষিদ্‌বচনাৎ। চৈতন্যঃ সারগ্রাহিমত-প্রচারকঃ শ্রীশচীনন্দনঃ, বুদ্ধিবৃত্তির্বা। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!" (শ্রীগীঃ ৪।৭) ইতি ভগবদ্বাক্যাজ্জীবচৈতন্যে ভগবচ্চৈতন্যস্য আবির্ভাবঃ স্বীকৃতোঽস্তি সর্ব্বস্মিন্ কালে।

---

* 'মচ্চিত্তেশঃ'—ইতি পাঠান্তরম্

টীকা—৩। কর্ম্মি-জ্ঞানি-ভক্তাঃ সর্ব্বদা বর্ত্তন্তে সর্ব্বস্মিন্ দেশে। তেষাং তত্তৎসম্প্রদায়েষু; উপাসকানাং শাক্ত-সৌর-গাণপত্য-শৈব-বৈষ্ণবানাং সম্প্রদায়েষু বা; কাপিলপ্রভৃতি-দার্শনিক-সম্প্রদায়েষু বা; বৈষ্ণবানাং সম্প্রদায়চতুষ্টয়ে বা। অন্যত্র সম্প্রদায়াদন্যত্র। স্বদেশ-বিদেশস্থিত-সমস্তভগবৎপরসম্প্রদায়েষু বা। অন্যত্র সম্প্রদায়হীনেষু ভবিষ্যোক্তভক্তশবরী-ভাগবতোক্তভক্তভরতাদিষু। সারগ্রাহিমতং বর্ত্ততে। "অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ।" ইতি (১১।৮।১০) ভাগবতবচনাৎ সর্ব্বদেশকালস্থ-তত্ত্বগ্রন্থতঃ সারগ্রহণমেব সারগ্রাহিত্বম্। তদেব সনাতনং মতম্। ভক্তজনসমর্পিতবস্তুনঃ প্রীতিরূপসারগ্রহণমেব সারভূতস্যাপি ভগবতঃ সারগ্রাহিত্বম্; আদিজীবস্য ব্রহ্মণঃ সমাধৌ ভগবদ্দর্শনমেব সারগ্রাহিত্বম্; শিবস্য সর্ব্বানর্থস্বীকরণেঽপি ভগবদ্ভক্তত্বমেব সারগ্রাহিত্বম্; নারদ-ব্যাস-পরাশর-পরীক্ষিদাদি-সাম্প্রদায়িকানামপি সারমাত্রস্বীকরণং স্মর্য্যতে পুরাণাদৌ; শ্রীমদ্বেদান্ত-সূত্রাণাং বেদসারত্বম্; শ্রীমদ্ভাগবতস্য "সারং সারং সমুদ্ধৃতম্" ইতি তদ্বচনাৎ সারসংগ্রহত্বম্। কিং বহুনা? পারম্পর্য্যাগতসারগ্রহণপ্রণালীদৃষ্ট্যা সারগ্রাহিমতস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধত্বং স্থাপিতং ভবতি। সমস্তসাম্প্রদায়িকানান্তু সারগ্রাহিমতজন্যত্বমপি শাস্ত্রসিদ্ধং যুক্তিসিদ্ধঞ্চ। সাম্প্রদায়িকানাং স্বস্ব-সম্প্রদায়নিষ্ঠচিহ্নাদিবাহ্য-সংস্কারেষু নিতান্তমমতাবশাৎ সারপরিহাররূপমনর্থ এব তেষাং হেয়াংশঃ। অসাম্প্র-দায়িকানান্তু সাম্প্রদায়িকগুরূপদিষ্টান্তর্নিষ্ঠসংস্কারেষ্বপি বাহ্যভ্রমাদ্ যদ্বিদ্বেষণং তদেব তেষাং হেয়াংশঃ। পুনশ্চ, সাম্প্রদায়িকানাং বিধিবন্ধনাধীনতয়োৎ-কৃষ্টাধিকারপ্রাপ্তাবনুৎসাহিত্বম্; তদ্ভিন্নানাঞ্চ নিতান্তবিধিরাহিত্যেনো-ত্তরোত্তরাধিকারানুৎপত্তির্হেয়ভাবঃ। ততো বিনির্ম্মুক্তং সারগ্রাহিমতমিতি।

মূল-অনুবাদ—২। জীবের সদ্‌গুরু সেই শ্রীচৈতন্যদেব কলির মল দূরীকরণোদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ-রচনায় আমার হৃদয়ে প্রবর্ত্তক হইয়াছেন।

টীকা-অনুবাদ—২। গ্রন্থের প্রয়োজন কথিত হইতেছে। "সত্য প্রভৃতি যুগের লোকসকল কলিকালে জন্মগ্রহণ বাঞ্ছা করে"—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনানুসারে কলি-নামক কালের কলি-দোষ নাই। কিন্তু, প্রচারিত সদুপদেশসকলের কালক্রমে যে মলিনতা, তাহাই কলি-দোষ—ইহা পদ্মপুরাণে ভাগবতমাহাত্ম্যে পরীক্ষিদ্‌-বাক্যে কথিত হইয়াছে, যথা—"এইরূপে বস্তুর সার স্থানে স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।" চৈতন্য-শব্দে—সারগ্রাহিমত-প্রচারক শ্রীশচীনন্দন। অথবা, চৈতন্য-শব্দে—বুদ্ধিবৃত্তি; 'হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়'—শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের এই বাক্যানুসারে জীবচৈতন্যে শ্রীভগবচ্চৈতন্যের আবির্ভাব সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইয়াছে।

মূল-অনুবাদ—৩। হেয়ভাব হইতে মুক্ত, মঙ্গলকর, সনাতন সারগ্রাহিগণের অভিমত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও অন্যত্র অবশ্যই আছে।

টীকা-অনুবাদ—৩। সকল দেশে সকল কালে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত আছেন, তাঁহাদের নানাসম্প্রদায়ে; অথবা শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়ে; অথবা কপিল প্রভৃতি দার্শনিক-গণের সম্প্রদায়ে; অথবা বৈষ্ণবগণের চারি সম্প্রদায়ে। অন্যত্র অর্থাৎ ঐপ্রকার সম্প্রদায়ভিন্ন অন্যস্থলে। অথবা স্বদেশে ও বিদেশে স্থিত সকল

ভগবৎপরায়ণ সম্প্রদায়ে ; অন্যত্র—ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত সম্প্রদায়বিহীন ভক্তশবরী, ভাগবতে কথিত ভক্তভরত প্রভৃতিতে ; সারগ্রাহি-মত আছে। "সকল পুষ্প হইতে ভ্রমরের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্ববিধ শাস্ত্র হইতে কুশল ব্যক্তি সার সংগ্রহ করিবেন"—এই ভাগবতীয় বচনানুসারে সর্ব্বদেশ-কালে স্থিত তত্ত্বগ্রন্থসমূহ হইতে সারগ্রহণই সারগ্রাহিতা। তাহাই সনাতন মত। ভক্তজনের অর্পিত বস্তু হইতে প্রীতিরূপ সারগ্রহণই সারাৎসার শ্রীভগবানের পক্ষেও সারগ্রাহিতা। সমাধিতে ভগবদ্দর্শনই আদিজীব শ্রীব্রহ্মার সারগ্রাহিতা। সকল অনর্থ স্বীকারেও ভগবদ্ভক্তত্বই শ্রীশিবের সারগ্রাহিতা। নারদ, ব্যাস, পরাশর, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণেরও সারমাত্র স্বীকার পুরাণাদিতে কথিত আছে। শ্রীমদ্‌বেদান্তসূত্রের বেদ-সারতা। "সার সার বস্তু উদ্ধৃত হইয়াছে"—এই বাক্যানুসারে শ্রীমদ্-ভাগবতের সারসংগ্রহত্ব। অধিক উদাহরণে আর কি প্রয়োজন? পরম্পরাক্রমে সারগ্রহণের প্রণালী-দর্শনে সারগ্রাহিমতের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি সংস্থাপিত হয়। সকল সাম্প্রদায়িকগণের সারগ্রাহিমত হইতে উৎপত্তিও শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসম্মত। সাম্প্রদায়িকগণের নিজ নিজ সম্প্রদায়স্থিত চিহ্ন প্রভৃতি বাহ্যসংস্কারসকলের প্রতি অত্যধিক মমতাবশতঃ সার-পরিত্যাগরূপ 'অনর্থই' তাহাদের হেয়াংশ। অসাম্প্রদায়িকগণের সাম্প্রদায়িক গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট আভ্যন্তরীণ সংস্কারসকলের প্রতি বাহ্যভ্রমে যে বিদ্বেষ, তাহাই তাহাদের হেয়াংশ। আবার, সাম্প্রদায়িকগণের বিধিবন্ধনের অধীনতায় শ্রেষ্ঠ অধিকার-লাভে উৎসাহহীনতা এবং তদ্ব্যতিরিক্তগণের একান্ত বিধিহীনতাহেতু ক্রমোন্নত অধিকারের অনুদয়—ইহাও হেয়াংশ। সারগ্রাহিমত এইসকল হইতে মুক্ত।

(টীকা-অনুবাদ—৩)

সর্ব্বশাস্ত্রাৎ স্বয়ং বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াৎ সারমুত্তমম্।
সাম্বন্ধিকং স্বরূপঞ্চ পাত্রভেদবিচারতঃ ॥ ৪ ॥
স্বদেশনিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
তথাপি পরদেশীয়ে নাশ্রদ্ধা সারভাগিনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—৪। বিদ্বান্ (বিজ্ঞ ব্যক্তি) স্বয়ং (নিজে) সর্ব্বশাস্ত্রাৎ (সকল শাস্ত্র হইতে) পাত্রভেদবিচারতঃ (অধিকারিভেদ বিচারপূর্ব্বক) স্বরূপং (স্বরূপগত) সাম্বন্ধিকং চ (ও বিভিন্ন অধিকারগত) উত্তমং (উত্তম) সারং (সার) গৃহ্ণীয়াৎ (গ্রহণ করিবেন)।

অন্বয়—৫। স্বদেশনিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ (স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি) স্বভাবাৎ হি (স্বভাবতঃই) প্রবর্ত্ততে (হইয়া থাকে)। তথাপি (তাহা হইলেও) সারভাগিনঃ (সারগ্রাহী জনের) পরদেশীয়ে (বিদেশীয় বিষয়ে) অশ্রদ্ধা ন (অশ্রদ্ধা হয় না)।

টীকা—৪। সাম্বন্ধিকঃ স্বরূপশ্চেতি সারোঽপি দ্বিবিধঃ। যঃ সারঃ সর্ব্বদেশকালানতিক্রম্য শুদ্ধজীবনিষ্ঠঃ স এব স্বরূপসারঃ, বিরলো হি সঃ। অত্যন্তনিকৃষ্টাবস্থাতো জীবানামনন্তোন্নতিবিধিমবলম্ব্য ভিন্নভিন্নাধিকারনিষ্ঠো যঃ সারো ভবতি, স এব সাম্বন্ধিকঃ। অধিকারবিচার এব তৎ স্ফুটম্ভাবি।

টীকা—৫। বাল্যসংস্কারাজ্জীবানাং স্বদেশনিষ্ঠা প্রবলা। স্বদেশাচারবিদ্যা-পরিচ্ছদব্যবহারাদীনি সর্ব্বৈঃ স্বভাবতো বহুমানিতানি। কিন্তু সারগ্রাহিণস্তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে ন সজ্জন্তে, পরগুণবিদ্বেষভয়াৎ, স্বদেশদোষাসক্তিভয়াচ্চ।

মূল-অনুবাদ—৪। বিজ্ঞ ব্যক্তির স্বয়ং সকল শাস্ত্র হইতে অধিকার-ভেদ বিচারপূর্ব্বক স্বরূপগত ও বিভিন্ন অধিকারগত উত্তম সার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

যজ্জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং মনুষ্যাণাং প্রয়োজনম্।
লভ্যতে চেতসা সাক্ষাৎ তত্তত্ত্বং বিষয়ো মম ॥ ৬ ॥

অন্বয়—৬। যজ্জ্ঞানে (যাহার জ্ঞান হইলে) মনুষ্যাণাং (মানুষের) চেতসা (হৃদয়ের দ্বারা) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) সর্ব্ববিজ্ঞানং (সকল জ্ঞানের আশ্রয়) প্রয়োজনং (সাধ্যবস্তু) লভ্যতে (পাওয়া যায়), তৎ (সেই) তত্ত্বং (তত্ত্ব) মম (আমার) বিষয়ঃ (আলোচ্য বিষয়)।

টীকা—৬। মানবানাং নিতান্তপ্রয়োজনভূতং যত্তত্ত্বং, তদেবাস্য গ্রন্থস্য বিষয়ঃ।

টীকা-অনুবাদ—৪। সারও দুইপ্রকার,—সাম্বন্ধিক ও স্বরূপ। যে সার সকল দেশ ও কাল অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ জীব-গত, তাহাই স্বরূপসার, তাহা অবশ্যই বিরল। অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে অনন্ত উন্নতির বিধান অবলম্বনে জীবগণের বিভিন্ন অধিকারগত যে সার, তাহাই সাম্বন্ধিক। অধিকারবিচারেই তাহা পরিষ্কৃত হইবে।

মূল-অনুবাদ—৫। নিজ নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে। তথাপি সারগ্রাহী ব্যক্তির বিদেশীয় বিষয়ে অশ্রদ্ধা হয় না।

টীকা-অনুবাদ—৫। বাল্যসংস্কার হইতে জীবগণের স্বদেশ-নিষ্ঠা প্রবল। সকলে স্বদেশের আচার, বিদ্যা, পরিচ্ছদ, ব্যবহার প্রভৃতি স্বভাবতঃই বহুমানন করিয়া থাকে। কিন্তু সারগ্রাহিগণ পরগুণের প্রতি বিদ্বেষের আশঙ্কায় এবং স্বদেশের দোষে আসক্তির ভয়ে সেইসকল বিষয়ে আসক্ত হন না।

অখণ্ডং তদ্‌বৃহত্তত্ত্বমদ্বয়জ্ঞানমুচ্যতে।
সম্বন্ধাবিষ্কৃতং শশ্বচ্চাভিধেয়েন সাধিতম্‌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—৭। তৎ (সেই) তত্ত্বং (তত্ত্বকে) অখণ্ডং (অংশরহিত—পরিপূর্ণ) বৃহৎ অদ্বয়জ্ঞানং (অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক চেতন বস্তু) উচ্যতে (বলা হয়); [তাহা] শশ্বৎ (নিত্যকাল) সম্বন্ধাবিষ্কৃতং (সম্বন্ধজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত) চ অভিধেয়েন (ও ভক্তিদ্বারা) সাধিতম্‌ (লভ্য হয়)।

টীকা—৭। অধুনা তত্ত্বং বিবৃণোতি—অখণ্ডমিতি। "জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা," "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্‌" ইতি (১।২।১০-১১) ভাগবত-বচনদ্বয়েন তত্ত্বস্যাদ্বয়ত্বং প্রতিপাদিতম্‌। শ্রীতৌ সর্ব্বোপাধীনাং পর্য্যবসানাৎ, পরে ব্রহ্মণি চ বিশিষ্টতা-সদ্ভাবাৎ সর্ব্ববস্তুজাতানাং পর্য্যবসানাচ্চ, মায়িকহেয়ত্বনিরসনদ্বারা সর্ব্বেষাং চিদেকাকারত্বপ্রাপ্তেশ্চ। সম্বন্ধজ্ঞানেন তত্তত্ত্বমাবিষ্কৃতং ভবতি। ভক্তিলক্ষণেনাভিধেয়েন সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রয়াৎ তত্তত্ত্বং সাধিতব্যমিতি বোধ্যম্‌।

মূল-অনুবাদ—৬। যে বিষয়ের জ্ঞান হইলে মানবের হৃদয়ে সকল জ্ঞানের আশ্রয়-স্বরূপ সাধ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিতে পারা যায়, সেই তত্ত্ববস্তু আমার আলোচ্য বিষয়।

টীকা-অনুবাদ—৬। মানবের একান্ত প্রয়োজনীয় যে তত্ত্ব, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়।

মূল-অনুবাদ—৭। সেই তত্ত্বকে অখণ্ড অর্থাৎ পরিপূর্ণ, বৃহৎ, অদ্বিতীয় চেতনবস্তু বলা হয়। তাহা নিত্যকাল সম্বন্ধ-জ্ঞানের দ্বারা বোধগম্য এবং অভিধেয় অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা লভ্য।

বিচারে কর্ত্তৃনিষ্ঠা যা সম্যগালোচনে ক্ষমা।
কর্ম্মনিষ্ঠবিচারেণ সর্ব্বমালোচিতং ন হি ॥ ৮ ॥

অন্বয়—৮। বিচারে (বিচারব্যাপারে) যা কর্ত্তৃনিষ্ঠা (কর্ত্তা বা জ্ঞাতার যে সম্বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞাতার দিক্ হইতে যে আলোচনা), [তাহা] সম্যগালোচনে (সম্যগ্ বিচারে) ক্ষমা (সমর্থ)। হি (কারণ), কর্ম্ম-নিষ্ঠবিচারেণ (বিষয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ বিষয়ের দিক্ হইতে আলোচনার দ্বারা) সর্ব্বং (সকল বিষয় বা বস্তু) আলোচিতং ন (আলোচিত হয় না)।

টীকা—৮। ইদানীং গ্রন্থপ্রণালীং বিবৃণোতি—বিচার ইতি। সর্ব্বস্মিন্ বিচারকার্য্যে জীব এব বিচারকর্ত্তা। যদি সমস্তজ্ঞানং সাকল্যেন বিবেচনীয়ং, তর্হি বিচারস্য কর্ত্তৃনিষ্ঠাবশ্যকা। বিষয়নিষ্ঠায়াং বিষয়াণাম-সংখ্যত্বাৎ সর্ব্ববিচারো ন সম্ভবতি। তিথিমলমাসাদিকান্ বিষয়ান্ কৃত্বা যে বুধাঃ স্বস্বগ্রন্থান্ নির্ম্মিতবন্তস্তে সর্ব্বে খণ্ডবিচারকাঃ পরিদৃশ্যন্তে। অতএব বিচারকস্য বিষয়েণ যঃ সম্বন্ধস্তস্মিন্ যৎ প্রয়োজনং যেনোপায়েন তৎপ্রয়োজনং সাধ্যং ভবতীতি প্রণালীমবলম্ব্যাস্মাভিরেতদ্গ্রন্থো বিরচ্যতে।

টীকা-অনুবাদ—৭। সম্প্রতি অখণ্ড ইত্যাদি বাক্যে সেই তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন। "জীবের তত্ত্বজিজ্ঞাসা", "তত্ত্ববিদ্গণ সেই বস্তুকে তত্ত্ব বলেন" এই দুইটী ভাগবত-বচনের দ্বারা, প্রীতিতে সকল উপাধির পর্য্যবসানহেতু, পরব্রহ্মে সাকারতার অস্তিত্ব ও সকল বস্তুসমূহের পর্য্যবসানহেতু এবং মায়িক হেয়তা-পরিত্যাগে সকলেরই চেতনস্বরূপে একাকারতা-প্রাপ্তিহেতু তত্ত্বের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বের প্রকাশ হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিরূপ অভিধেয়ের দ্বারা সেই তত্ত্বের সাধন কর্ত্তব্য—ইহা বুঝিতে হইবে।

ন কার্য্যং ক্ষুদ্রজীবেন বিভূতিগণনং প্রভোঃ।
যত্তস্যাবশ্যকং নিত্যং তদেব স্যাৎ প্রয়োজনম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—৯। ক্ষুদ্রজীবেন (ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে) প্রভোঃ (ঈশ্বরের) বিভূতিগণনং (ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করা) ন কার্য্যং (কর্ত্তব্য নহে)। যৎ (যাহা) তস্য (জীবের) নিত্যং আবশ্যকং (নিত্য প্রয়োজনীয়) তৎ এব (তাহাই) প্রয়োজনং স্যাৎ (সাধ্য বা লক্ষ্য হওয়া উচিত)।

টীকা—৯। অনুস্বরূপেণ জীবেন বিভোরনন্তস্য বিভূতিগণনং ন কার্য্যম্। ভগবৎসম্বন্ধে তস্য যন্নিত্যাবশ্যকং, তদেব তস্য প্রয়োজনম্। এতেনাণুপরিমিতয়া জীববুদ্ধ্যা পরমেশ্বরস্যাপরিমেয়তত্ত্বপরিমাণপ্রবৃত্তি-নিরর্থকা ভবতি।

মূল-অনুবাদ—৮। বিচার-কার্য্যে যে কর্ত্তৃনিষ্ঠা (জ্ঞাতার সম্বন্ধ), তাহাই সুষ্ঠু বিচারে সমর্থ। কেননা, কর্ম্মনিষ্ঠবিচার-দ্বারা সকল বিষয় আলোচিত হইতে পারে না।

টীকা-অনুবাদ—৮। এক্ষণে "বিচারে" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থপ্রণালী বিবৃত হইতেছে। সকল বিচারকার্য্যে জীবই বিচারকর্ত্তা। যদি সমগ্রভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে বিচারের কর্ত্তৃনিষ্ঠা আবশ্যক। বিষয়নিষ্ঠা হইলে বিষয়ের অসংখ্যতাহেতু সকলের বিচার সম্ভব নহে। তিথি, মলমাস প্রভৃতি বিষয়-অবলম্বনে যে পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে খণ্ডবিচারকরূপে পরিদৃষ্ট। অতএব, বিচারকের বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাতে যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন যে উপায়ে সিদ্ধ হয়, সেই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা এই গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

স্বং পরং দ্বিবিধং প্রোক্তং প্রত্যক্ষঞ্চেন্দ্রিয়াত্মনোঃ।
অনুমানং দ্বিধা তদ্বৎ প্রমাণং দ্বিবিধং মতম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—১০। ইন্দ্রিয়াত্মনোঃ (ইন্দ্রিয় ও আত্মার) প্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষ) স্বং (নিজ) পরং চ (ও পর) [এই] দ্বিবিধং (দুই প্রকার) প্রোক্তং (কথিত হয়)। তদ্বৎ (তদ্রূপ) অনুমানং (অনুমান) দ্বিধা (দুই প্রকার)। প্রমাণং (প্রমাণ) [প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই] দ্বিবিধং (দুই প্রকার) মতম্ (স্বীকৃত)।

টীকা—১০। অস্মিন্ দ্বিতীয়াধিকরণে তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে প্রমাণং নিরূপয়তি শ্লোকত্রয়েণ। প্রমাণং দ্বিবিধম্—প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ। আত্মেন্দ্রিয়-ভেদেন প্রত্যক্ষমপি দ্ব্যাত্মকম্। আত্মেন্দ্রিয়াত্মকং প্রত্যক্ষং পুনঃ স্ব-পর-ভেদেন দ্বিবিধম্। অনুমানমপি স্ব-পরভেদেন দ্বিবিধম্। বৈশেষিকাণাং মতে আত্মপ্রত্যক্ষং নাস্তি,—তদীয়প্রমাণানাং জড়বিষয় এব পর্য্যবসানাৎ, তেষাং সমাধিদর্শনাভাবাচ্চ। সমাধৌ যা উপলব্ধিঃ স্যা নেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষম্। তদুপলব্ধেঃ সাক্ষাদ্দর্শনত্বাৎ প্রত্যক্ষলক্ষণং তত্রানিবার্য্যম্। উপমানস্যা-নুমিত্যন্তর্গতত্বান্ন পৃথক্ত্বম্। দর্শকভেদে প্রমাণদ্বয়েঁ স্ব-পরভেদোঽপি দৃষ্টঃ।

মূল-অনুবাদ—৯। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করা ক্ষুদ্র জীবের কর্ত্তব্য নহে। যাহা জীবের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহাই প্রয়োজন (সাধ্য বা লক্ষ্য) হওয়া উচিত।

টীকা-অনুবাদ—৯। অনন্ত, বিভু ভগবানের বিভূতি গণনা করা স্বরূপতঃ অণু জীবের কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের সম্বন্ধে তাহার (জীবের) যাহা নিত্য আবশ্যক, তাহাই তাহার প্রয়োজন। ইহাতে অণুপরিমাণ জীববুদ্ধিহেতু পরমেশ্বরের অসীম তত্ত্বপরিমাণে প্রবৃত্তি নিরর্থক হয়।

অসাধ্য-সাধ্যভেদেন প্রমাদো দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
প্রমাদরহিতং যত্তৎ প্রমেয়ং সত্যসংজ্ঞকম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—১১। প্রমাদঃ (প্রমাদ—ভ্রান্তি) অসাধ্য-সাধ্যভেদেন (অসাধ্য ও সাধ্যভেদে) দ্বিবিধঃ (দুই প্রকার) স্মৃতঃ (স্বীকৃত)। যৎ (যাহা) প্রমাদরহিতং (প্রমাদশূন্য) তৎ (তাহা) সত্যসংজ্ঞকং (সত্য-নামক) প্রমেয়ম্ (প্রমেয়—প্রমাণের বিষয়)।

টীকা—১১। সত্যনির্ণয় এব প্রমাণস্য প্রয়োজনং, ন তু বিতর্কঃ। অর্থোপার্জ্জনায় তার্কিকাণাং সভা-জয়-প্রবৃত্তির্নিন্দনীয়া, মোহজন্যত্বাৎ তজ্জনকত্বাচ্চ। প্রমাতুং যোগ্যং প্রমেয়ম্। প্রমাদরহিতং প্রমেয়ং সত্যম্।

মূল-অনুবাদ—১০। ইন্দ্রিয় ও আত্মার প্রত্যক্ষ স্বকীয়-পরকীয়-ভেদে দুই প্রকার কথিত হয়। তদ্রূপ অনুমানও দুই প্রকার। [এই] দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত।

টীকা-অনুবাদ—১০। এই দ্বিতীয় অধিকরণে তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে তিনটী শ্লোকদ্বারা প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। প্রমাণ দুইপ্রকার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। আত্মা ও ইন্দ্রিয়-ভেদে প্রত্যক্ষও দ্বিবিধ। আবার, আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ নিজ ও পর-ভেদে দুইপ্রকার। অনুমানও নিজ-পরভেদে দ্বিবিধ। বৈশেষিকগণের মতে—আত্মপ্রত্যক্ষ নাই, কেননা—তাহাদের প্রমাণসকলের জড়বিষয়েই পর্য্যবসান হয় এবং (তাহাতে) সমাধিদর্শনের অভাব। সমাধিতে যে উপলব্ধি, তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে। সেই উপলব্ধিতে সাক্ষাৎ দর্শন হয় বলিয়া তাহাতে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ অনিবার্য্য। উপমান অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া উহার ভিন্নতা নাই অর্থাৎ উহা পৃথক্ প্রমাণ নহে। দর্শকভেদে প্রমাণ-দুইটীতে নিজ-পর-ভেদও দৃষ্ট হয়।

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রং পরকৃতং যদি।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং স্যান্মিত্রবৎ কার্য্যসাধনে ॥ ১২ ॥

অন্বয়—১২। প্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষ) অনুমানং চ (ও অনুমান) যদি পরকৃতং (পর অর্থাৎ শিষ্ট বা ঋষিগণকৃত হয়), [তাহা হইলে] শাস্ত্রং (শাস্ত্র) [বলিয়া গণ্য]। তস্মাৎ (সেইহেতু), শাস্ত্রং (শাস্ত্র) কার্য্যসাধনে (কর্ত্তব্যসাধন-বিষয়ে) মিত্রবৎ (হিতকারী বন্ধুর ন্যায়) প্রমাণং স্যাৎ (বিচারক বা প্রামাণিক বটে)।

প্রমাদো দ্বিবিধঃ—সাধ্যোঽসাধ্যশ্চ। কুসংস্কারাদুৎপন্নো ভ্রমঃ সাধ্যঃ। জীবানাং পরিমেয়ত্বাদপরিমেয়তত্ত্ববিষয়ে যঃ স্বাভাবিকঃ প্রমাদঃ স এবাসাধ্যস্তং স্ববিজ্ঞানশক্ত্যা পরিহর্ত্তুং ন যতেত, তাদৃশপ্রমাদস্য ভগবদৈশ্বর্য্যজন্যত্বাদ্ ভগবৎকৃপাব্যতিরেকেণ অনিবর্ত্তত্বাচ্চ। সজ্জ্ঞানসাধনেন সাধ্যভ্রম এব বর্জ্জনীয়ঃ। (টীকা—১১)

মূল-অনুবাদ—১১। প্রমাদ (ভ্রান্তি) অসাধ্য ও সাধ্যভেদে দুই প্রকার। যাহা প্রমাদরহিত সেই প্রমেয়ের নাম—সত্য।

টীকা-অনুবাদ—১১। সত্যনির্ণয়ই প্রমাণে প্রয়োজন, বিতর্ক নহে। মোহজনিত ও মোহজনক বলিয়া অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে তার্কিকগণের সভা জয় করিবার প্রবৃত্তি নিন্দনীয়। প্রমেয়—প্রমাণের যোগ্য। প্রমাদশূন্য প্রমেয়ই—সত্য। সাধ্য ও অসাধ্যভেদে প্রমাদ দ্বিবিধ। কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন ভ্রম—সাধ্য। জীবের পরিমিতস্বরূপ-বশতঃ অপরিমেয় তত্ত্ববিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রমাদ, তাহাই অসাধ্য। তাহা নিজ বিজ্ঞানশক্তিদ্বারা পরিহার করিতে যত্ন করা অনুচিত। কারণ, তাদৃশ প্রমাদ ভগবদৈশ্বর্য্য হইতে উৎপন্ন, এবং ভগবৎকৃপা ব্যতীত উহা অনিবর্ত্তনীয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনদ্বারা সাধ্য ভ্রমই বর্জ্জন করা যাইতে পারে।

টীকা—১২। নমু শব্দপ্রমাণং কিং পরিত্যাজ্যং সারগ্রাহিণা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষমিতি। পরানুমান-প্রত্যক্ষজন্যত্বাচ্ছাস্ত্রস্য প্রমাণত্বং সিদ্ধম্। ব্রহ্মাণমারভ্য ব্যাসাদিপর্য্যন্তাঃ শাস্ত্রকর্ত্তারঃ পরশব্দেন বোধ্যাস্তেষামনুমান-প্রত্যক্ষাভ্যাং প্রমাণীকৃতং শাস্ত্রম্। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ" ইতি (১৬।২৪) গীতাবাক্যাৎ সারগ্রাহিণাং সম্বন্ধে শাস্ত্রস্য মিত্রবদুপদেশোঽপি শ্রূয়তে। ভারবাহিনাং সম্বন্ধে তু শাস্ত্রস্য প্রভুবচ্ছাসনমেব স্বাভাবিকং তেষাং হিতাহিতবিচারা-ভাবাৎ, পরবুদ্ধিপ্রচাল্যত্বাচ্চ।

মূল-অনুবাদ—১২। যদি পরকৃত (অর্থাৎ শিষ্ট বা ঋষিগণ-কর্তৃক কৃত) হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। সেইহেতু কর্ত্তব্যসাধন-বিষয়ে শাস্ত্র হিতকারী বন্ধুর ন্যায় প্রামাণিক বা বিচারক।

টীকা-অনুবাদ—১২। সারগ্রাহীর কি শব্দপ্রমাণ পরিত্যাজ্য?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "প্রত্যক্ষ" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। পরের অনুমানও প্রত্যক্ষ-জনিত বলিয়া শাস্ত্রের প্রমাণত্ব (প্রামাণিকতা) সিদ্ধ হয়। "পর"-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাসপ্রভৃতি পর্য্যন্ত শাস্ত্রকারগণকে বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের অনুমান ও প্রত্যক্ষের দ্বারা শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গণ্য করা হইয়াছে। "অতএব তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ"—এই গীতোক্ত বাক্য হইতে সারগ্রাহিগণসম্বন্ধে শাস্ত্রের মিত্রবৎ উপদেশ জানিতে পারা যায়। আর, ভারবাহিগণের হিতাহিত-বিচারের অভাবহেতু ও পরবুদ্ধিদ্বারা চালিত হয় বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রভুবৎ শাসনই স্বাভাবিক।

কর্ম্মজ্ঞানাদিশাস্ত্রেষু জীবানাং শিবহেতবে।
যদ্‌যৎপ্রকাশিতং বিজ্ঞৈস্তত্তাৎপর্য্যবিদাং সতাম্ ॥ ১৩ ॥
জাত্যাদিগুণদোষেষু নিষেধবিধিষু ক্বচিৎ।
ন সজ্জতে মনো যেষাং প্রয়োজনবিদাং সদা ॥ ১৪ ॥
উর্দ্ধোর্দ্ধগমনে কিন্তু প্রবৃত্তির্বর্ত্ততে যদি।
অধিকার এবৈতেষাং ভক্তানাং সমদর্শিনাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—১৩-১৫। কর্ম্মজ্ঞানাদিশাস্ত্রেষু (কর্ম্মজ্ঞানাদি-বিষয়ক বিবিধ শাস্ত্রে) জীবানাং (জীবগণের) শিবহেতবে (মঙ্গলোদ্দেশ্যে) বিজ্ঞৈঃ (অভিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক) যৎ যৎ (যাহা যাহা) প্রকাশিতং (প্রকাশিত হইয়াছে) তত্তাৎপর্য্যবিদাং (তাদৃশ তাৎপর্য্যজ্ঞানী) সতাং (পণ্ডিত), যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) জাত্যাদিগুণদোষেষু (জন্ম প্রভৃতি গুণ বা দোষে) নিষেধ-বিধিষু (বিধি ও নিষেধে) ক্বচিৎ (কখনও) ন সজ্জতে (আসক্ত হয় না), [এইরূপ] সমদর্শিনাং (সমদর্শিগণের), সদা (সর্ব্বদা) প্রয়োজনবিদাং (জীবনের বাস্তব প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের জ্ঞানবিশিষ্ট) ভক্তানাং (ভক্তিপথাবলম্বী)—কিন্তু যদি (কিন্তু যদি) উর্দ্ধোর্দ্ধগমনে (ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর অধিকার-লাভে) প্রবৃত্তিঃ (ইচ্ছা) বর্ত্ততে (থাকে)—এতৈষাং এব (ইহাদেরই) অধিকারঃ [ইহাতে] (অধিকার)।

টীকা—১৩-১৫। নন্থ কোঽত্রাধিকারীতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যে-তচ্ছ্লোকত্রয়েণ স্থাপয়তি সারগ্রাহিণামধিকারম্। কর্ম্ম-জ্ঞানাদিশাস্ত্রাণি বহুবিধানি সন্তি। তত্তদ্‌গ্রন্থে জীবানামামুত্রিকৈহিকমঙ্গলসাধনার্থং যে যে বিধিনিষেধা নির্দ্দিষ্টাস্তেষু তেষু যৎ তাৎপর্য্যং, সারগ্রাহিণস্তদ্‌গ্রহণচতুরাঃ। জাতি-বিদ্যা-গুণ-সৌন্দর্য্য-বীর্য্যপ্রভৃতিষু সৎস্বপ্যসৎস্বপি তত্তদ্‌বিষয়ে রাগদ্বেষ-

রহিতাঃ সমদর্শিনঃ। তে সর্ব্বে যদি ভগবদ্ভক্তিমার্গানুগাঃ সন্তঃ ক্রমশো নিম্নাধিকারাৎ উচ্চাধিকারং প্রতি গন্তমুন্মুখতাঃ, সততং পুনরপ্রাকৃতপ্রীতি-তাৎপর্য্যকাঃ সন্তি, তেঽত্র তদা সারগ্রাহিমতাধিকারিণো ভবন্তি; ন তু কেবলং পৃথক্ পৃথক্ বাহ্যচিহ্নাদিধারণাৎ পরস্পরসম্প্রদায়বিরোধিনো ভক্তিহীনা ধর্ম্মধ্বজিনঃ শঠা বিপ্রলব্ধাশ্চ; ন তু কেবলং সাধুবাক্য-বহনতৎপরাঃ কিন্তু তত্তাৎপর্য্যবোধরহিতা মিথ্যাভিমানিনো জীবনিচয়াঃ। এতে ভারবাহিনোঽপি যদি স্বদোষং পরিত্যজ্য সারগ্রাহিপ্রবৃত্তিং ভজন্তে, তর্হি খট্বাঙ্গ-বাল্মীকিপ্রভৃতি-বহুভাগ্যবদ্ভির্জনৈঃ সদৃশাঃ সন্তঃ সারগ্রাহিপদং লভন্তে। (টীকা—১৩-১৫)

মূল-অনুবাদ—১৩-১৫। কর্ম্মজ্ঞানাদিবিষয়ক বিবিধ শাস্ত্রে জীবের মঙ্গলার্থ বিজ্ঞগণ যাহা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাদৃশ তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিত, যাঁহাদের মন জন্ম প্রভৃতি গুণ-দোষে, বিধি-নিষেধে কখনও আবদ্ধ হয় না—এইরূপ সমদর্শী, সর্ব্বদা জীবনের বাস্তব প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের জ্ঞানবিশিষ্ট, ভক্তিপথাবলম্বী, কিন্তু যদি ক্রমশঃ উন্নততর অধিকার-লাভে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়, [তবে] ইঁহাদেরই [এই গ্রন্থে] অধিকার।

টীকা-অনুবাদ—১৩-১৫। ইহাতে অধিকারী কে ?—এই পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া এই তিন শ্লোকে সারগ্রাহিগণের অধিকার স্থাপন করিতেছেন। বহুবিধ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-শাস্ত্র আছে। সেইসকল গ্রন্থে জীবের ইহকালের ও পরকালের মঙ্গলসাধনার্থ যে যে বিধি-নিষেধ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, উহাদের যে তাৎপর্য্য, সারগ্রাহিগণ উহা গ্রহণে দক্ষ। জাতি, বিদ্যা, গুণ, সৌন্দর্য্য, শক্তি প্রভৃতি থাকুক আর নাই থাকুক,

ঈষৎ-সাম্মুখ্যাদারভ্য প্রীতিসম্পন্নতাবধি।
অধিকারা হ্যসংখ্যেয়া গুণাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—১৬। হি (কারণ), ঈষৎসাম্মুখ্যাৎ (শ্রীভগবানের প্রতি ঈষৎ উন্মুখতা হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) প্রীতিসম্পন্নতাবধি প্রেমপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত) অসংখ্যেয়াঃ (অসংখ্য) অধিকারাঃ (অধিকার); গুণাঃ (সত্ত্বাদি গুণ অর্থাৎ গুণবিভাগ) পঞ্চবিধাঃ (পঞ্চপ্রকার) মতাঃ (বিবেচিত হয়)।

টীকা—১৬। তমঃ, রজস্তমঃ, রজঃ, রজঃসত্ত্বং, সত্ত্বমিতি গুণাঃ পঞ্চবিধাঃ। জড়ে ঈশ্বরান্বেষণরূপং তমসঃ শাক্তত্বম্; রজস্তমোবতো জড়সামান্যে উত্তাপস্থ চালকত্বেন বিশিষ্টতাবুদ্ধ্যা সৌরত্বম্; রজসো নরপশুপূজারূপং গাণপত্যম্; রজঃসত্ত্ববশাৎ শুদ্ধ-জীবপূজারূপং শৈবত্বম্;

সেই সকল বিষয়ে প্রীতি বা বিদ্বেষরহিত জনগণই সমদর্শী। তাঁহারা সকলে যদি ভক্তিমার্গানুসারী হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন অধিকার হইতে উচ্চ অধিকারের দিকে গমন করিতে চেষ্টাপরায়ণ এবং সর্ব্বদা অপ্রাকৃতপ্রেমতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হন, তখন তাঁহারা এই গ্রন্থের (বক্তব্য) সারগ্রাহিমতাধিকারী। পৃথক্ পৃথক্ কেবল বাহ্যচিহ্নাদি ধারণ করিয়া পরস্পর সম্প্রদায়বিরোধী, (অথচ বস্তুতঃ) ভক্তিহীন, ধর্ম্মধ্বজী, শঠ, বঞ্চিত, কেবল সাধুর বাক্য-বহন তৎপর কিন্তু তাৎপর্য্যজ্ঞানরহিত, মিথ্যাভিমানী জীবগণ (অধিকারী) নহে। ভারবাহী হইলেও ইহারা যদি নিজ দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারগ্রাহীদের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে, তাহা হইলে খট্বাঙ্গ, বাল্মীকি প্রভৃতি বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় সারগ্রাহীর অধিকার লাভ করিতে পারে।

(টীকা-অনুবাদ—১৩-১৫)

স্ব-স্বাধিকারনিষ্ঠায়ামুত্তরোত্তরগামিনী।
প্রবৃত্তির্বর্ত্ততে শশ্বৎ সারভাজাং ক্রমান্বয়াৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—১৭। সারভাজাং (সারগ্রাহিগণের) প্রবৃত্তিঃ (রুচি) ক্রমান্বয়াৎ (ক্রমানুসারে) উত্তরোত্তরগামিনী (পর পর অধিকারে গতিশীলা হইয়া) স্বস্বাধিকারনিষ্ঠায়াং (নিজ নিজ অধিকারনিষ্ঠাতে) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) বর্ত্ততে (অবস্থান করে)।

সত্ত্বতঃ প্রকৃতিভিন্নেশ্বরপূজারূপং বৈষ্ণবত্বমিতি পঞ্চবিধা * গৌণোপাসনা ভবন্তি। অন্যৎ স্পষ্টম্। (টীকা—১৬)

মূল-অনুবাদ—১৬। কারণ, শ্রীভগবানের প্রতি ঈষৎ উন্মুখতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমসিদ্ধি পর্য্যন্ত অসংখ্য অধিকার আছে। আর, গুণসকলকে (অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের বিন্যাস-সমবায়) পঞ্চ প্রকার বিচার করা হয়।

---

* "কেবল অর্থচেষ্টা হইতে পরমার্থচেষ্টার উদয়কালকে ঈষৎ সাম্মুখ্য বলা যায়। ঈষৎ সাম্মুখ্য হইতে উত্তমাধিকার পর্য্যন্ত অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নাম—শাক্তধর্ম্ম। প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বিচার ঐ ধর্ম্মে লক্ষিত হয়। শাক্ত-ধর্ম্মে যে সকল আচার-ব্যবহার উপদিষ্ট আছে, সে সকল ঈষৎসাম্মুখ্য-উদয়ের উপযোগী। আর্থিক লোকেরা যে সময়ে পরমার্থ জিজ্ঞাসা করেন নাই, তখন তাঁহাদিগকে পরমার্থতত্ত্বে আনিবার জন্য শাক্তধর্ম্মোপদিষ্ট আচারসকল প্রলোভনীয় হইতে পারে। শাক্তধর্ম্মই জীবের প্রথম পারমার্থিক চেষ্টা এবং তদধিকারস্থ মানবগণের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ। সাম্মুখ্য অর্থাৎ ঈশ্বর-সাম্মুখ্য প্রবল হইলে দ্বিতীয়াধিকারে জড়ের মধ্যে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মক্ষমতা বিচারিত হইয়া উত্তাপের মূলাধার সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া ফেলে। তৎকালে সৌরধর্ম্মের উদয় হয়। পরে উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হইলে পশুচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা-বিচারে গাণপত্যধর্ম্ম তৃতীয়স্থলাধিকারে উৎপন্ন হয়। চতুর্থস্থলাধিকারে শুদ্ধ নরচৈতন্য শিবরূপে উপাস্য হইয়া শৈবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পঞ্চমাধিকারে জীবচৈতন্যেতর পরম-চৈতন্যের উপাসনারূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশ হয়।" (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—উপক্রমণিকা)

কেষাঞ্চিৎ প্রবলা ভূত্বা সর্ব্বক্ষুদ্রাধিকারতঃ।
সর্ব্বোন্নতং পদং ধত্তে ন চিরাদিহ জন্মনি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—১৮। [ঐরূপ প্রবৃত্তি] কেষাঞ্চিৎ (কাহারও) প্রবলা (প্রবল) ভূত্বা (হইয়া) ইহ (এই) জন্মনি (জন্মে) সর্ব্বক্ষুদ্রাধিকারতঃ (সর্ব্বনিম্ন অধিকার হইতে) সর্ব্বোন্নতং (সর্ব্বোচ্চ) পদং (অধিকার) ন চিরাৎ (অচিরে) ধত্তে (প্রাপ্ত হয়)।

টীকা—১৭। স্পষ্টম্।

টীকা—১৮। খট্বাঙ্গাদেরুদাহরণাৎ স্পষ্টম্।

টীকা-অনুবাদ—১৬। তমঃ, রজঃ ও তমঃ, রজঃ, রজঃ ও সত্ব, সত্ব—এইরূপে গুণ পাঁচ প্রকার। তমোগুণে জড় বস্তুতে ঈশ্বরের অন্বেষণরূপ শাক্তত্ব (শক্তি-উপাসনা); জড়সাধারণে উত্তাপের পরিচালকতাহেতু (সেই উত্তাপে) বিশিষ্টতাবুদ্ধিবশতঃ রজস্তমোগুণীর সৌরত্ব (সূর্য্য-উপাসনা) ; রজোগুণ হইতে নরপশুপূজারূপ গাণপত্য (গণেশ-উপাসনা) ; রজঃসত্বগুণবশে শুদ্ধজীব-পূজারূপ শৈবত্ব (শিব-উপাসনা) ; সত্বগুণে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের পূজারূপ বৈষ্ণবতা (বিষ্ণু-উপাসনা) —এই পাঁচ প্রকার গৌণ উপাসনা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সুস্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—১৭। সারগ্রাহিগণের রুচি ক্রমানুসারে উত্তরোত্তর গতিশীলা হইয়া নিজ নিজ অধিকার-নিষ্ঠাতে সর্ব্বদা অবস্থান করে।

টীকা-অনুবাদ—১৭। অর্থ স্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—১৮। কাহারও তাদৃশ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া এই জন্মেই সর্ব্বনিম্ন অধিকার হইতে সর্ব্বোচ্চ অধিকার অচিরে লাভ করিয়া থাকে।

জন্মান্তরমপেক্ষন্তে কর্ম্মণাং ভারবাহিনঃ।
তথাপি কর্ম্মচাতুর্য্যে স্পৃহা তেষাং ন জায়তে ॥ ১৯ ॥
কোটিজন্মান্তরেঽপি স্যান্ন সারগ্রহণে মতিঃ।
যাবন্ন ঘটতে তেষাং সাধুসঙ্গঃ মদাত্মকঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—১৯। কর্ম্মণাং (কর্ম্মের) ভারবাহিনঃ (ভারবাহিগণ) জন্মান্তরং (জন্মজন্মান্তরের) অপেক্ষন্তে (অপেক্ষা করে)। তথাপি (তথাপি) তেষাং (তাহাদের) কর্ম্মচাতুর্য্যে (কর্ম্মের নিপুণতায়) স্পৃহা (ইচ্ছা) ন জায়তে (উদিত হয় না)।

অন্বয়—২০। কোটিজন্মান্তরে অপি (কোটিজন্ম পরেও) তেষাং (তাহাদের) সারগ্রহণে (সারগ্রহণ-বিষয়ে) মতিঃ (বুদ্ধি) ন স্যাং (হইবে না) যাবৎ (যতকাল পর্য্যন্ত) ন (না) মদাত্মকঃ (কৃষ্ণপ্রদ-যত্ন-বিশিষ্ট) সাধুসঙ্গঃ (সৎসঙ্গ) ঘটতে (সংঘটিত হয়)।

টীকা—১৯। কর্ম্মভারবাহিস্মার্ত্তাদীনামিহ জন্মনি কদাপি অধিকারান্তরপ্রবেশোপদেশাদর্শনাদেতদপি স্পষ্টং ভবতি।

টীকা—২০। আজন্ম মদাত্মকঃ সাধুসঙ্গো হি তেষামৌষধম্। কেষাঞ্চিৎ স্মার্ত্তভারবাহিনামপি সাধুসঙ্গবলেন সারপ্রাপ্তিশ্চ শ্রূয়তে প্রাচীনবর্হি-চরিতাদৌ।

টীকা-অনুবাদ—১৮। খট্বাঙ্গাদির উদাহরণ হইতে অর্থ স্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—১৯। কর্ম্মের ভারবাহিগণ জন্ম-জন্মান্তরের অপেক্ষা করে। তথাপি তাহাদের কর্ম্মনৈপুণ্যে স্পৃহা উদিত হয় না।

বিশিষ্টঃ শক্তিসম্পন্নঃ ক্রীড়াবান্ ভক্তবৎসলঃ।
ভক্তিব্যঙ্গ্যোঽপ্যমেয়াত্মা প্রীতিমান্ সুন্দরো বিভুঃ ॥ ২১॥

অন্বয়—২১। [সেই তত্ত্ববস্তু] বিশিষ্টঃ (দেহী) শক্তিসম্পন্নঃ (শক্তিমান্) ক্রীড়াবান্ (লীলাময়) ভক্তবৎসলঃ (ভক্তগণের প্রতি স্নেহ-পূর্ণ) প্রীতিমান্ (প্রেমময়) সুন্দরঃ (কমনীয়) বিভুঃ (সর্ব্বব্যাপী) অমেয়াত্মা অপি (অপরিমেয়স্বরূপ হইলেও) ভক্তিব্যঙ্গ্যঃ (ভক্তিদ্বারা প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়)।

টীকা—২১। ইদানীং ভগবত্তত্ত্বমারভতে,—বিশিষ্ট ইত্যাদিনা। ন হি জ্ঞানেন গম্যো ভগবানপরিমেয়ত্বাৎ। স পুরুষঃ কৃপয়া ভক্তিব্যঙ্গ্যঃ সন্ ভক্তানাং সম্বন্ধে বাৎসল্যাৎ বিভুরপি স্বসৌন্দর্য্যং প্রকটয়তি। জীবৈঃ সহ তেষামপ্রাকৃতবিভাগে পরমপ্রীত্যা ক্রীড়তি—দাসৈঃ প্রভুবৎ, সখিভিঃ সখিবৎ, বালৈঃ পিতৃবৎ, পিতৃভিঃ পুত্রবৎ, যুবতিভিঃ প্রিয়বৎ। এতে সম্বন্ধা নিগূঢ়া অপ্রাকৃতভাবসম্পন্নাঃ, ন তু মায়িকভাববিশিষ্টাঃ। কথং সম্ভবতি পরব্রহ্মণঃ ক্রীড়া লোকসামান্যবদিত্যাশঙ্ক্যাহ,—স পুরুষঃ সর্ব্বশক্তিসম্পন্নঃ কেনচিদপূর্ব্ববিশেষধর্ম্মেণান্বিতঃ,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি-বহুতরবেদ-(শ্বেঃ ৬।৮) পুরাণ-বাক্যপ্রামাণ্যাৎ।

টীকা-অনুবাদ—১৯। কর্ম্মভারবাহী স্মার্ত্ত প্রভৃতির ইহজন্মে কখনও অন্য অধিকারে প্রবেশের উপদেশ দেখা যায় না। ইহাও (ইহার অর্থও) স্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—২০। কোটি-জন্ম পরেও তাহাদের সার-গ্রহণে বুদ্ধি সম্ভব নহে—যতকাল পর্য্যন্ত না কৃষ্ণপ্রদানে যত্ন-পরায়ণ সাধুসঙ্গের সংঘটন হয়।

গুণেভ্যশ্চ গুণী ভিন্নঃ প্রাকৃতে পরিলক্ষ্যতে।
ন তথা প্রাকৃতাতীতে নির্গুণে নিত্যদেহিনি ॥ ২২ ॥

অন্বয়—২২। প্রাকৃতে (মায়িক জগতে) গুণেভ্যঃ (গুণ হইতে) গুণী (গুণবান্ ব্যক্তি বা বস্তু) ভিন্নঃ (পৃথক্) পরিলক্ষ্যতে (পরিদৃষ্ট হয়) ; প্রাকৃতাতীতে (অপ্রাকৃত জগতে) নির্গুণে (ত্রিগুণাতীত) নিত্যদেহিনি (নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানে) ন তথা (সেইরূপ ভেদ নাই)।

টীকা-অনুবাদ—২০। আজন্ম কৃষ্ণপ্রদ-যত্নবিশিষ্ট সাধুসঙ্গই তাহাদের ঔষধ। রাজা প্রাচীনবর্হির চরিতাদিতে কোন কোন স্মার্ত্ত-ভারবাহিগণেরও সাধুসঙ্গবলে সারপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

মূল-অনুবাদ—২১। সেই তত্ত্ববস্তু—দেহী, শক্তিমান্, লীলাময়, ভক্তবৎসল, প্রেমময়, সুন্দর, সর্ব্বব্যাপী, অপরিমেয়-স্বরূপ হইলেও ভক্তিদ্বারা প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়।

টীকা-অনুবাদ—২১। এক্ষণে "বিশিষ্ট"-ইত্যাদি শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব আরম্ভ করিতেছেন। ভগবান্ অপরিমেয় বলিয়া জ্ঞানদ্বারা লভ্য বা বোধ্য নহেন। সেই পুরুষ (ভগবান্) কৃপাপূর্ব্বক ভক্তিদ্বারা প্রকাশ্য হইয়া ভক্তগণের সম্বন্ধে বাৎসল্যবশতঃ বিভু হইয়াও, নিজ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেন। জীবগণসহ তাহাদের অপ্রাকৃতবিভাগে পরমপ্রীতিতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন—দাসগণসঙ্গে প্রভুর ন্যায়, সখাগণসঙ্গে সখার ন্যায়, বালকগণসঙ্গে পিতার ন্যায়, মাতা ও পিতার সঙ্গে পুত্রের ন্যায়, যুবতিগণ-সঙ্গে প্রিয়তমের ন্যায়। এই সকল সম্বন্ধ রহস্যময়, অপ্রাকৃতভাব-বিশিষ্ট,—মায়িকভাবযুক্ত নহে। সাধারণ লোকের ন্যায় পরব্রহ্মের লীলা কেমন করিয়া সম্ভব হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

টীকা—২২। প্রাকৃতে জগতি যদ্‌গুণেভ্যশ্চ গুণিনঃ, অবয়বা-দবয়বিনঃ, দেহাদ্‌দেহিনঃ পার্থক্যং, তদ্ধি চিজ্জড়য়োর্ভিন্নসম্বন্ধাৎ ঘটতে। প্রতিবিম্বস্য মায়িকপদার্থস্য হেয়ত্বদোষদ্বারা বৈকুণ্ঠস্বরূপাচ্চিত্তত্ত্বাৎ বিভিন্নত্বং সম্ভবতি,—তস্মিন্ চিত্তত্ত্বে এতাদৃশ-দ্বৈতভাবাভাবাৎ। জড়ত্বে বিগতে সতি শুদ্ধচিত্তত্ত্বস্য জীবস্য স্বভাবাদদ্বৈতসিদ্ধির্ভবতি,—দেহদেহিনো-র্ভেদাভাবাৎ। তস্মান্নির্গুণে প্রাকৃতগুণরহিতে নিত্যচিৎস্বরূপ-দেহবতি শ্রীভগবতি গুণগুণিভেদাভাবঃ কৈমুতিকন্যায়েন সিধ্যতি। অস্মাকং তু স্থূলদেহে গুণ-গুণিভেদরূপ-দ্বৈতদোষাৎ কৃতিসাধ্যং কার্য্যম্; পরমেশ্বরে তদভাবাদনায়াসসিদ্ধানি কার্য্যাণি, প্রাকৃতভাবরহিত-চিন্ময়ানি চ করণানি। প্রাকৃতদেহে যথা করণানি স্ব-স্বস্থানস্থিতানি কামপি শোভামাতন্বন্তি দেহস্য, তথা প্রাকৃতাতীতে চিদ্দেহেঽপি সর্ব্বাণি করণানি স্বস্বস্থানস্থিতানি কামপি সর্ব্বচমৎকার-কারিণীং শোভাং বিস্তারয়ন্তি, যাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে জীবা ভগবত্যাকৃষ্টা ভবন্তি। চিদ্দেহস্যাস্বীকরণে ভগবতঃ সৌন্দর্য্যাভাবাপত্তে-রাকর্ষকত্বাসিদ্ধেশ্চ।

অত্রেদং তত্ত্বম্,—ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরেকা; তস্যাঃ প্রতিফলনদ্বারা মায়াশক্তিঃ কল্পিতা ভবতি, যয়া মায়য়া সর্ব্বং প্রপঞ্চজাতং বিরচিতং ভগবদীক্ষণেন, জীবস্য স্থূললিঙ্গরূপদেহদ্বয়মপি গঠিতম্। কিন্তু সর্ব্বমেব চিৎপ্রতিফলনমাত্রং ন তু নূতনং তত্ত্বম্। জীবস্য চিদ্দেহপ্রতিফলিতমেতৎ স্থূললিঙ্গম্। চিত্তত্ত্বে যানি যানি চিন্ময়ানি করণাঙ্গবয়বাশ্চ সন্তি তানি

'ইহার বহু প্রকারবিশিষ্ট পরা শক্তির কথা অবগত হওয়া যায়' ইত্যাদি বহুতর বেদ-পুরাণের বচনের প্রমাণানুসারে সেই পুরুষ (ভগবান্) সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, এক অপূর্ব্ব বিশেষধর্ম্মযুক্ত। (টীকা-অনুবাদ—২১)

সর্ব্বাণি স্থূলদেহে প্রতিফলিতানি। বস্তুতো যদি গুণগুণিভেদাত্মকা ভাবাঃ পরিত্যিয়ন্তে, তর্হি সর্ব্বাণি দেহাদীনি স্ব-স্বরূপভূতানি ভবন্তি। হেয়-ভাববর্জ্জিতং সর্ব্বং জগদেব বৈকুণ্ঠাত্মকং ভবতি। তস্মাৎ পরমেশ্বরস্য স্বাভাবিকং নিত্যরূপমপি স্থাপিতং,—যেন স্বরূপেণ স ঔপনিষদঃ পুরুষঃ সর্ব্বত্র পূর্ণত্বেন তিষ্ঠন্নপি সর্ব্বব্যাপিত্বং ভজতি নিজাচিন্ত্যশক্তিবলাৎ। এতদৌপনিষদং তত্ত্বমাত্মপ্রত্যক্ষরূপপ্রমাণাৎ সিধ্যতি। ভাগবতপ্রারম্ভে ব্যাস-সমাধৌ তল্লাভো হি প্রসিদ্ধঃ—"অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইত্যাদি-(ভাঃ ১।৭।৪) বচনেভ্যঃ। (টীকা—২২)

মূল-অনুবাদ—২২। মায়িক জগতে গুণ হইতে গুণীকে পৃথক্ দেখা যায়; অপ্রাকৃত জগতে ত্রিগুণাতীত নিত্যসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানে (শ্রীকৃষ্ণে) তাদৃশ গুণ-গুণিভেদ নাই।

টীকা-অনুবাদ—২২। মায়িক জগতে গুণ হইতে গুণীর, অবয়ব হইতে অবয়বীর, দেহ হইতে দেহীর যে পার্থক্য, তাহা চেতন ও জড়ের ভিন্নসম্বন্ধ হইতে সম্ভব হয়। প্রতিবিম্বরূপ মায়িকপদার্থের হেয়তাদোষদ্বারা বৈকুণ্ঠস্বরূপ চিত্তত্ত্ব হইতে ভেদ সম্ভব—কারণ, সেই চিত্তত্ত্বে এইরূপ দ্বৈতভাবের অভাব। জড়ভাব অপগত হইলে দেহ ও দেহীর ভেদাভাববশতঃ শুদ্ধচিত্তত্ত্ব জীবের স্বভাব বা স্বরূপ হইতেই অদ্বৈতসিদ্ধি হয়। অতএব, নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত, নিত্যচিন্ময়-স্বরূপদেহবিশিষ্ট শ্রীভগবানে গুণ ও গুণীর ভেদাভাব কৈমুতিক-ন্যায়ে সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের এই স্থূলদেহে গুণ ও গুণীর ভেদরূপ দ্বৈতদোষ থাকায় কার্য্য চেষ্টাসাধ্য হয়; পরমেশ্বরে তাহার (ঐরূপ

দ্বৈতভাবের) অভাবহেতু কার্য্যসকল অযত্নসিদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়সকলও প্রাকৃতভাবশূন্য চিন্ময়। যেরূপ প্রাকৃতদেহে স্বস্বস্থানস্থিত ইন্দ্রিয়সকল দেহের এক শোভা বিধান করে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহেও স্বস্বস্থানস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহ সকলের চমৎকারপ্রদ এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে—যাহা দর্শন করিয়া সকল জীব ভগবানে আকৃষ্ট হয়। চিন্ময়দেহের অস্বীকারে শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যের অভাবদোষ ও আকর্ষকতার অসিদ্ধি হয়।

এই স্থলে তত্ত্ব এই—শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি এক ; তাঁহার প্রতিফলনদ্বারা মায়াশক্তির উদ্ভব হয়,—ভগবানের ঈক্ষণপ্রভাবে যে মায়াকর্তৃক প্রপঞ্চসমূহ নির্মিত হয় এবং জীবের স্থূল ও লিঙ্গরূপ দেহদ্বয়ও গঠিত হয়। কিন্তু সমস্তই চিৎ বা চৈতন্যের প্রতিফলনমাত্র, কোন নূতন তত্ত্ব নহে। এই স্থূল ও লিঙ্গ—জীবের চিন্ময়দেহের প্রতিফলন। চিন্ময়তত্ত্বে যে যে চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও অবয়ব আছে, তৎসমস্তই স্থূলদেহে প্রতিফলিত। বাস্তবিকপক্ষে, যদি গুণ-গুণিভেদাত্মক ভাবসকল পরিহার করা যায়, তাহা হইলে দেহাদি সমস্ত নিজ নিজ স্বরূপগত হইয়া পড়ে। হেয়ভাববর্জ্জিত হইলে সমস্ত জগতই বৈকুণ্ঠস্বরূপ হয়। তাহা হইতে পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিত্যরূপও স্থাপিত হয়—যেই স্বরূপে সেই উপনিষৎ-কথিত পুরুষ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থান করিয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্ব্বব্যাপকতা প্রাপ্ত হন। এই উপনিষৎ-কথিত তত্ত্ব আত্মার প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে—"তিনি পূর্ণ পুরুষকে এবং সেই পুরুষের অপাশ্রিতা মায়াকেও দর্শন করিলেন"—ইত্যাদি বাক্য-প্রমাণে শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে উহার (ঐ তত্ত্বের) উপলব্ধির বিষয় প্রসিদ্ধ। (টীকা-অনুবাদ—২২)

বিন্দুবিন্দুতয়া জীবে যে যে শক্তিগুণাদয়ঃ।
তে সর্ব্বে কিল বর্ত্তন্তে নিত্যং পূর্ণতয়া হরৌ ॥ ২৩ ॥
অন্যে চ বহবঃ সন্তি গুণাঃ কৃষ্ণে স্বভাবতঃ।
নোপলব্ধির্ভবেত্তেষাং নৃণাং শক্তেরভাবতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—২৩-২৪। জীবে (জীবমধ্যে) যে যে (যেই যেই) শক্তিগুণাদয়ঃ (শক্তি, গুণ প্রভৃতি) বিন্দুবিন্দুতয়া (বিন্দুবিন্দুভাবে) [দৃষ্ট হয়], তে সর্ব্বে (সেই সমস্ত) কিল (মহাজন ও শাস্ত্রবাক্যানুসারে) হরৌ (শ্রীহরিতে) নিত্যং (নিত্যকাল) পূর্ণতয়া (পূর্ণভাবে) বর্ত্তন্তে (বিদ্যমান)। কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণে) অন্যে চ (আরও) বহবঃ (বহু) গুণাঃ (গুণরাশি) স্বভাবতঃ (স্বাভাবিকরূপে) সন্তি (আছে)। নৃণাং (মানবের) শক্তেঃ (শক্তির) অভাবতঃ (অভাবহেতু) তেষাং (সেইসকল গুণের) উপলব্ধিঃ (জ্ঞান) ন ভবেৎ (হইতে পারে না)।

টীকা—২৩-২৪। বিচার-দয়া-প্রভৃতি-শক্তিগুণাদয়ো বিন্দুবিন্দুতয়া জীবে বর্ত্তন্তে। তে সর্ব্বে পূর্ণতয়া হরৌ ভগবতি নিত্যং তিষ্ঠন্তি। অপি চ স্বভাবতো ভগবতি অন্যে চ বহবো গুণাঃ সন্তি; জীবানাং তদুপলব্ধির্ন সম্ভবতি তাদৃশ-শক্ত্যভাবাৎ।

মূল-অনুবাদ—২৩-২৪। জীবে যে যে শক্তি-গুণ-প্রভৃতি বিন্দুবিন্দুভাবে বিদ্যমান, সেই সমস্ত শ্রীহরিতে নিত্য পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত,—ইহা সাধু ও শাস্ত্র-বাক্যে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণে আরও বহু গুণরাশি স্বাভাবিকভাবেই আছে। মানুষের শক্তির অভাবহেতু ঐ সকলের উপলব্ধি সম্ভব নহে।

টীকা-অনুবাদ—২৩-২৪। বিচার, দয়া প্রভৃতি, শক্তি ও গুণ প্রভৃতি বিন্দুবিন্দু পরিমাণে জীবে আছে। সেই সকল ভগবান্

প্রপঞ্চবিজয়স্তস্য লীলয়া নিজশক্তিতঃ।
তথাপি পরমেশস্য নির্গুণত্বং ন হীয়তে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—২৫। লীলয়া (লীলাবশতঃ) নিজশক্তিতঃ (নিজশক্তি-বলেই) তস্য (তাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) প্রপঞ্চবিজয়ঃ (মায়িক জগতে আগমন)। তত্র অপি (সেখানেও—মায়িক জগতেও) পরমেশস্য (পরমেশ্বরের) নির্গুণত্বং (ত্রিগুণাতীতত্ব) ন হীয়তে (হীন হয় না)।

টীকা—২৫। প্রাপঞ্চিকে জগতি ভগবদাবির্ভাবোঽপি সম্ভবতি স্বরূপ-শক্তিবলাৎ। কিন্তু তস্মিন্ তস্মিন্নাবির্ভাবে তস্য নির্গুণত্বং জীবস্যেব ন হীয়তে। মায়া তদ্দাসীত্বাৎ তদাগমনে কুণ্ঠিতা ভবতি, ন তু তদ্দর্শনে প্রভোর্বৈকুণ্ঠস্য কুণ্ঠত্বং, যথা মায়াবাদিনো বদন্তি শঙ্করাদ্যাঃ।

শ্রীহরিতে নিত্য পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। অধিকন্তু শ্রীভগবানে অপর বহুগুণও স্বভাবতঃ আছে। সেইরূপ অর্থাৎ তদুপযোগী শক্তির অভাবহেতু সেই সকলের উপলব্ধি জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। (টীকা-অনুঃ—২৩-২৪)

মূল-অনুবাদ—২৫। লীলাহেতু নিজশক্তিবলেই সেই শ্রীকৃষ্ণের মায়িক জগতে আগমন হয়। সেখানেও পরমেশ্বরের ত্রিগুণাতীত স্বরূপের কোন হানি ঘটে না।

টীকা-অনুবাদ—২৫। মায়িকজগতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবও সম্ভব হয়—(তাঁহার) স্বরূপ-শক্তির বলে। কিন্তু সেই সকল আবির্ভাবে জীবের ন্যায় তাঁহার নির্গুণত্বের হানি হয় না। মায়া তাঁহার দাসী বলিয়া তাঁহার আগমনে কুণ্ঠিতা হয়, কিন্তু তাহার (মায়ার) দর্শনে (মায়ার) অধীশ্বর বৈকুণ্ঠের (ভগবানের) কুণ্ঠভাব হয় না—যাহা শঙ্করাদি মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন।

হ্যবতারা হরের্ভাবা মনস্যূর্দ্ধোর্দ্ধগামিনি।
সর্ব্বোর্দ্ধভাবসম্পন্নং ব্রজতত্ত্বং মহীয়তে ॥ ২৬ ॥
চিদাত্মা প্রীতিধর্ম্মায়ং ভগবচ্ছক্তিভাবিতঃ।
প্রপঞ্চে দ্বিগুণো জীবঃ স্বরূপী নিত্যধামনি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—২৬। অবতারাঃ হি (অবতারগণ) [জীবের] উর্দ্ধোর্দ্ধগামিনি (ক্রমশঃ উন্নততর অধিকারপ্রাপ্ত) মনসি (হৃদয়ে) হরেঃ (শ্রীহরির) ভাবাঃ (লীলাময় প্রকাশ বা সত্তা); সর্ব্বোর্দ্ধভাবসম্পন্নং (সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতভাববিশিষ্ট) ব্রজতত্ত্বং (ব্রজতত্ত্ব) মহীয়তে (বিশেষ সমাদৃত)।

অন্বয়—২৭। অয়ং (এই) জীবঃ (জীব) চিদাত্মা (চেতনস্বরূপ), প্রীতিধর্ম্মা (প্রেমধর্ম্মবিশিষ্ট), ভগবচ্ছক্তিভাবিতঃ (শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা প্রকটিত ও সম্বর্দ্ধিত), প্রপঞ্চে (মায়িক জগতে) দ্বিগুণঃ (স্থূল-সূক্ষ্ম দুইটী গুণ বা রজ্জুদ্বারা বদ্ধ), নিত্যধামনি (নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে) স্বরূপী (স্বরূপে অবস্থিত)।

টীকা—২৬। "আবির্ভাবতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি; তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী মানুষী; বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি গোপালোত্তরতাপনীবচনাৎ জীবানাং জ্ঞানবৃদ্ধ্যুপক্রমেণ ভগবদবতারাণাং হৃৎকোষবর্ত্তিভাবত্বং সিধ্যতি,—(১) প্রথমাবস্থায়াং জীবদেহস্য নির্দণ্ডত্বে তদ্ভাবস্য মৎস্যত্বম্; (২) দ্বিতীয়ে বক্রদণ্ডত্বে কচ্ছপত্বম্; (৩) তৃতীয়ে মেরুদণ্ডত্বে শূকরত্বম্; (৪) চতুর্থে নর-পশুভাবত্বে নৃসিংহত্বম্; (৫) পঞ্চমে ক্ষুদ্রনরত্বে বামনত্বম্; (৬) ষষ্ঠে অসভ্যনরত্বে পরশুরামত্বম্; (৭) সপ্তমে সভ্যভাবসম্পন্নত্বে শ্রীরামচন্দ্রত্বম্; (৮) অষ্টমে পরমরসাধারত্বে কৃষ্ণত্বম্; (৯) নবমে

জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর-পরিমাণ-চিন্তাপ্রাবল্যে বুদ্ধত্বম্; (১০) তদ্দ্বারা নাস্তিক্যপ্রাবল্যে দশমে কল্কিত্বমিতি দশাবতারভাবাঃ। ভাবানাং যদ্ধেয়ত্বং লক্ষিতং, তদ্‌দ্রষ্টৃনিষ্ঠং, ন তু দৃশ্যনিষ্ঠম্। এবং মতভেদেষু ভিন্ন-বৈজ্ঞানিক-বিচারসিদ্ধা ভাবাঃ পরিদৃশ্যন্তে। এতে ভাবা ভগবতি নিত্যাঃ, বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্যান্তর্গতত্বাৎ। সর্ব্ব এব তে হেয়ত্ববর্জিতা বেদিতব্যাঃ সারগ্রাহিভিঃ।
(টীকা—২৬)

টীকা—২৭। ইদানীং চিদাত্মজীবধর্ম্মং বদন্ তমেব বিবৃণোতি শ্লোক-চতুষ্টয়েন। নিত্যধাম্নি বৈকুণ্ঠে স্বরূপী জীবঃ; চিদাত্মেতি তস্য স্বরূপলক্ষণম্। ক্রিয়াপরিচেয়ত্বং প্রীতিধর্ম্মত্বম্। কিন্তু ভগবচ্ছক্ত্যা ভাবিতশ্চালিতঃ সৃষ্টঃ পালিতো বা সঃ। যদা প্রপঞ্চে বদ্ধস্তিষ্ঠতি তদা চিদাত্মস্বরূপোঽপি স্থূললিঙ্গরূপদ্বয়বিশিষ্টো ভবতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং স্থূলত্বম্। জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং লিঙ্গত্বমিতি বোধ্যম্।

মূল-অনুবাদ—২৬। অবতারগণ—জীবের ক্রমোন্নত অধিকার-প্রাপ্ত হৃদয়ে শ্রীহরির ভাব (লীলাময় প্রকাশ বা সত্তা); সর্ব্বোচ্চভাববিশিষ্ট ব্রজতত্ত্ব সর্ব্বোপরি পূজিত।

টীকা-অনুবাদ—২৬। গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতির "আবির্ভাবতিরোভাবা" ইত্যাদি বাক্য হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে, শ্রীভগবানের অবতারসকল জীবের জ্ঞানবুদ্ধির ক্রমবিকাশ ও ধারণাযোগ্যতা-অনুসারে হৃদয়কোষে প্রকটিত ভাবস্বরূপ (ভাবমূর্ত্তি)। (১) প্রথমাবস্থায় জীবদেহের মেরুদণ্ডহীন স্বরূপে সেই ভাবের মৎস্যরূপ; (২) দ্বিতীয়, জীবদেহের বজ্রদণ্ডাবস্থায় ঐ ভাবের কচ্ছপরূপ; (৩) তৃতীয়, মেরুদণ্ড-অবস্থায়—শূকররূপ; (৪) চতুর্থ, জীবের নরপশুস্বরূপে—নৃসিংহরূপ; (৫) পঞ্চম, ক্ষুদ্রনরাবস্থায়—বামনরূপ; (৬) ষষ্ঠ, অসভ্য নরাবস্থায়—

পরশুরামরূপ ; (৭) সপ্তম, সভ্যতাসম্পন্নাবস্থায়—শ্রীরামচন্দ্ররূপ ; (৮) অষ্টম, পরমরসাধার-অবস্থায়—কৃষ্ণরূপ ; (৯) নবম, (ইন্দ্রিয়-) জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে পরিমাণ করিবার চিন্তার প্রাবল্যে—বুদ্ধরূপ ; (১০) দশম, তাদৃশ চিন্তাদ্বারা নাস্তিকতার প্রাবল্যে—কল্কিরূপ, এইরূপ দশাবতারের ভাবসমূহ। এই সকল ভাবের যে হেয়তা লক্ষিত হয়, তাহা দর্শকগত, কিন্তু দৃশ্যগত নহে। মতভেদ থাকিলেও এইরূপ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-বিচারসিদ্ধ ভাবসকল দেখা যায়। বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্যের অন্তর্গত বলিয়া এই সকল ভাব শ্রীভগবানে নিত্য। সারগ্রাহিগণ এই সমস্তই হেয়তাহীন বলিয়া জানিবেন (হেয়তা-রহিতরূপে জ্ঞাত হইবেন)। (টীকা-অনুঃ—২৬)

মূল-অনুবাদ—২৭। **এই জীব—চেতনস্বরূপ, প্রেমধর্ম্ম-বিশিষ্ট, শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা প্রকটিত ও সম্বর্দ্ধিত, মায়িক জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম দুইটী গুণ বা রজ্জু-দ্বারা আবদ্ধ, নিত্যধামে (বৈকুণ্ঠে) স্বরূপে অবস্থিত।**

টীকা-অনুবাদ—২৭। এক্ষণে চিন্ময়স্বভাব জীবের ধর্ম্ম বলিবার জন্য তাহা চারিটী শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে জীব স্বরূপে অবস্থিত ; 'সে চেতন আত্মা'—ইহা তাঁহার স্বরূপের পরিচয়। প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্টতা—তাহার কার্য্যদ্বারা জ্ঞেয় ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা পরিচয়। সে ভগবানের শক্তিদ্বারা ভাবিত অর্থাৎ চালিত, সৃষ্ট বা পালিত। যখন প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, তখন সে চিন্ময়-আত্মস্বরূপ হইয়াও স্থূলসূক্ষ্ম দুইটী দেহবিশিষ্ট হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই স্থূলভাব, জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই সূক্ষ্মভাব—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সঙ্কোচে বিকচে শশ্বৎ ষড়্‌বিকাররবিবর্জ্জিতঃ।
ভোক্তৃত্বভ্রমজালাৎ স স্বধর্ম্মাদ্ধি বহির্ম্মুখঃ॥ ২৮॥

অন্বয়—২৮। সঃ (সেই জীব) বিকচে (বৈকুণ্ঠ-জগতে) [এবং] সঙ্কোচে (মায়িক জগতেও) শশ্বৎ (নিত্যকাল) ষড়্‌বিকার-বিবর্জ্জিতঃ (জন্মপ্রভৃতি ছয়বিকারশূন্য)। [কিন্তু] সঙ্কোচে (জড়জগতে) [সেই জীব] ভোক্তৃত্বভ্রমজালাৎ (ভোক্তাভিমানের ভ্রান্তিরূপ জালে আবদ্ধ হইয়া) স্বধর্ম্মাৎ (কৃষ্ণসেবারূপ স্বধর্ম্ম হইতে) বহির্ম্মুখঃ (নিবৃত্ত)।

টীকা—২৮। জন্মাস্তিত্ববৃদ্ধিক্ষয়পরিণামমরণানীতি ষড়্‌বিকারাঃ। বিকচে বৈকুণ্ঠে স্ব-স্বরূপে তিষ্ঠন্ স ষড়্‌বিকার-রহিতঃ। সঙ্কোচে প্রপঞ্চা-য়তনেঽপি শুদ্ধজীবস্য তত্তদ্বিকারাভাবঃ, কেবলং স্থূললিঙ্গশরীরদ্বয়স্য তত্তদ্বিকারাঃ প্রবর্ত্তন্তে। দেহাত্মাভিমানাজ্জীবস্যাপি ক্লেশভাগিত্বং তত্রৈব। স্বরূপতো জীব এব ভোগ্যঃ, পরমেশ্বরো ভোক্তা। জীবস্য স্বাধীনপ্রীতি-কামুকেনেশ্বরেণ স্বাধীনত্বং তস্মৈ প্রদত্তম্। কিন্তু মৌঢ্যাত্তদ্দত্তং বিরুদ্ধতয়া ব্যবহৃতং জীবেন স্বভোগবাঞ্ছয়া। তস্মাৎ ভোক্তৃত্বভ্রমজালাজ্জীবস্য স্বধর্ম্ম-বৈমুখ্যং ভবতি। তস্মাৎ প্রপঞ্চে ভোগায়তনে প্রাপ্তে সতি দেহাত্মাভিমান-ভ্রমজালে বদ্ধো ভবন্ বিকার-সম্বন্ধিনঃ ক্লেশান্ ভুঙ্‌ক্তে।

মূল-অনুবাদ—২৮। সেই জীব—কি বৈকুণ্ঠ-জগতে, কি জড় জগতে—নিত্যকাল ছয় প্রকার বিকার-শূন্য। জড়-জগতে ভোক্তাভিমানের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া [কৃষ্ণসেবারূপ] স্বধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত।

টীকা-অনুবাদ—২৮। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিণাম ও মৃত্যু—এই ছয় বিকার। বিকচে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে স্বস্বরূপে অবস্থিত সে

স্বধর্ম্মঃ কৃষ্ণদাস্যং হি তস্মিংস্তিষ্ঠন্ সুখী সদা।
তদভাবাত্রিধা ক্লেশা মায়াসক্তস্য দুঃখদাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—২৯। কৃষ্ণদাস্যং হি (কৃষ্ণসেবাই) [জীবের] স্বধর্ম্মঃ (নিজধর্ম্ম); তস্মিন্ (সেই স্বধর্ম্মে) তিষ্ঠন্ (অবস্থিত থাকিয়া) [সে] সদা সুখী (সর্ব্বদা সুখী)। তদভাবাৎ (সেই স্বধর্ম্মের অভাবহেতু) মায়াসক্তস্য (মায়াতে আকৃষ্ট) [জীবের] ত্রিধা (ত্রিবিধ) দুঃখদাঃ (দুঃখকর) ক্লেশাঃ (ক্লেশ হয়)।

টীকা—২৯। "নৈসর্গিকং তু জীবানাং দাস্যং বিষ্ণোঃ সনাতনম্। তদ্ বিনা বর্ত্ততে মোহাদাত্মচৌরঃ স কথ্যতে॥"—ইতি বসিষ্ঠস্মৃতিবচনাজ্জীবানাং কৃষ্ণদাস্যং স্বধর্ম্ম ইতি স্বীকৃতং শাস্ত্রেষু। ভোক্তৃত্বভ্রমজালবদ্ধস্য জীবস্য স্বধর্ম্ম-(কৃষ্ণাসক্তি-)পালনচেষ্টায়াং যৎ সুখং তদেব নিত্যম্; প্রপঞ্চনিষ্ঠায়াং যৎ সুখং তদনিত্যং ফল্গু চ। স্বধর্ম্মাভাবহেতুক-মায়াসক্তি-

---

(জীব) ছয় বিকারশূন্য। সঙ্কোচে অর্থাৎ প্রপঞ্চধামেও শুদ্ধ জীবে সেই সকল বিকারের অভাব, কেবল স্থূল-লিঙ্গ দুইটী শরীরের সেই সকল বিকার সংঘটিত হয়। দেহাত্মাভিমানহেতু জীবেরও ক্লেশভোগ সেইখানেই (প্রাপঞ্চিক জগতেই অথবা স্থূললিঙ্গদেহেই)। স্বরূপে জীবই ভোগ্য (অর্থাৎ বশ্য), পরমেশ্বর ভোক্তা (অর্থাৎ প্রভু)। জীবের (নিকট হইতে) স্বেচ্ছাধীন প্রীতির অভিলাষী হইয়া ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিন্তু জীব মূঢ়তাবশতঃ নিজভোগবাসনায় তাঁহার দানকে বিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়াছে। সেই ভোক্তৃভাবের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া জীবের স্বধর্ম্মে বিমুখতা হয়। সেইহেতু ভোগধাম প্রাপঞ্চিক জগৎ প্রাপ্ত হইলে (জীব) দেহে আত্মাভিমানরূপ ভ্রমজালে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বিকারসম্বন্ধে বহু ক্লেশ ভোগ করে। (টীকা-অনুঃ—২৮)

সৎসঙ্গাজ্জায়তে শ্রদ্ধা তস্মাজ্জ্ঞানং সুনির্ম্মলম্।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং ততো ভক্তিঃ ক্লেশঘ্নী কৃষ্ণতোষণী ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—৩০। সৎসঙ্গাৎ (হরিভক্ত সাধুর সঙ্গ হইতে) [শ্রীভগবদ্বিষয়ে] শ্রদ্ধা জায়তে (শ্রদ্ধা উদিত হয়), তস্মাৎ (সেই সাধুসঙ্গ হইতে) সুনির্ম্মলং (বিশুদ্ধ) জ্ঞানং (সম্বন্ধজ্ঞান) জায়তে (উৎপন্ন হয়); জ্ঞানাৎ (ঐ জ্ঞান হইতে) ধ্যানং (শ্রীভগবানের চিন্তা বা স্মরণ হয়), ততঃ (সেই ধ্যান হইতে) কৃষ্ণতোষণী (শ্রীকৃষ্ণের তোষণকারিণী) ক্লেশঘ্নী (সর্ব্বক্লেশনাশিনী) ভক্তিঃ (সেবা ও প্রীতির) জায়তে (প্রকাশ হয়)।

স্তত্ত্রিবিধাঃ ক্লেশা আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাত্মকাঃ। শ্রীরূপ-গোস্বামি-গ্রন্থে (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।১।১২) অবিদ্যা-পাপবীজ-পাপাত্মকা-স্ত্রিবিধাঃ ক্লেশাঃ। (টীকা—২৯)

মূল-অনুবাদ—২৯। কৃষ্ণদাস্যই [জীবের] স্বধর্ম্ম ; তাহাতে অবস্থিত হইয়া সে সর্ব্বদা সুখী। তদভাবে মায়াবদ্ধ জীবের ত্রিবিধ দুঃখদায়ক ক্লেশ হয়।

টীকা-অনুবাদ—২৯। "বিষ্ণুর নিত্য দাস্য জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। যে মোহবশতঃ উহা ব্যতিরেকে অবস্থান করে, সে আত্মচোর বলিয়া কথিত।"—বসিষ্ঠ-স্মৃতির এই বাক্যপ্রমাণে ইহা শাস্ত্রসকলে স্বীকৃত যে, কৃষ্ণদাস্য সকল জীবের স্বধর্ম্ম। ভোক্তৃত্বের ভ্রমজালে আবদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম-(শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-) পালনচেষ্টায় যে আনন্দ, তাহাই নিত্য। জগতে আসক্তিতে যে সুখ, তাহা অনিত্য ও অসার। স্বধর্ম্মাভাবের কারণে মায়াসক্তি, তাহা হইতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিকরূপ ত্রিবিধ ক্লেশ। শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থে (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ১।১।১২) অবিদ্যা, পাপবীজ ও পাপ—এইরূপ ত্রিবিধ ক্লেশ কথিত হইয়াছে।

৩—

টীকা—৩০। সৎসঙ্গাৎ সাধুসঙ্গাৎ, ভগবদনুভবিনঃ সাধবঃ ; ন তু কেবলং বৈরাগ্যসন্ন্যাসাদ্যাশ্রমচিহ্নধারিণস্তদধারণাদপি তদনুভবসিদ্ধেঃ ; ন চ 'সাধবো বয়ম্' ইতি বাদিনো ভিক্ষুকাশ্চ। সম্প্রদায়নিষ্ঠাতঃ স্বসম্প্রদায়-লক্ষণান্বিতাঃ সংস্কারাদিবিশিষ্টাঃ সাধব ইতি মন্যতে। অসাম্প্রদায়িকানাং তু সম্প্রদায়চিহ্নধারিণঃ সর্ব্বে শঠা ইতি ভ্রমহেতুকো বিদ্বেষঃ। এবম্ভূত-রাগদ্বেষ-রহিতাঃ সারগ্রাহিণঃ। ভগবদনুভবিনাং শ্রেষ্ঠসারগ্রাহিণাং সঙ্গাৎ তদাচরণানুসরণবলাৎ ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবন্তঃ সুনির্ম্মলং সম্বন্ধজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি। তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং তদ্বস্তু ধ্যায়ন্তি। তদ্ধ্যানে যা ভক্তিঃ প্রকাশতে, সৈব ক্লেশঘ্নী শ্রীকৃষ্ণতোষিণী চ।

মূল-অনুবাদ—৩০। সৎসঙ্গ (কৃষ্ণভক্ত সাধুর সঙ্গ) হইতে [শ্রীভগবদ্বিষয়ে] শ্রদ্ধার উদয় হয় ; তাহা (সাধুসঙ্গ) হইতে বিশুদ্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; ঐ জ্ঞান হইতে ধ্যান (শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ) হয়, তাহা (ধ্যান) হইতে কৃষ্ণের সন্তোষ-কারিণী ক্লেশনাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

টীকা-অনুবাদ—৩০। সৎসঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ হইতে ; ভগবানের অনুভবকারিগণ সাধু ; কিন্তু কেবল বৈরাগী-সন্ন্যাস প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্নধারিগণ নহে, কেননা, তাদৃশচিহ্ন ধারণ ব্যতীতও তাঁহার (ভগবানের) অনুভূতি সিদ্ধ হয়। "আমরা সাধু" এইরূপ পরিচয়-প্রদানকারী ভিক্ষুকেরাও (সাধু) নহে। নিজ সম্প্রদায়লক্ষণযুক্ত সংস্কারাদি বিশিষ্টগণ সাধু—ইহা সম্প্রদায়নিষ্ঠা হইতে মনে করা হইয়া থাকে। সম্প্রদায়চিহ্নধারী সকলেই শঠ—অসাম্প্রদায়িকগণের এইরূপ ভ্রমজনিত বিদ্বেষ হয়। এইরূপ রাগ-দ্বেষশূন্যগণ সারগ্রাহী। ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সারগ্রাহিগণের সঙ্গ হইতে অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণের অনুসরণ-

প্রকৃতের্ভগবচ্ছক্তেঃ প্রতিবিম্বস্বরূপিণী।
বিমুখাবরিকা মায়া যৎসৃষ্টং হেয়তাযুতম্ ॥ ৩১ ॥
মায়াসূতং জগৎ সর্ব্বং স্থূল-লিঙ্গ-স্বরূপকম্।
বৈকুণ্ঠস্য বিশেষস্য প্রতিবিম্বং জুগুপ্সিতম্ ॥ ৩২ ॥
যদ্ যদ্ ভাতি হ্যসদ্বিম্বে তত্তৎ সর্ব্বং বিশেষতঃ।
বর্ত্ততে ভগবদ্ধাম্নি শিবরূপমনাময়ম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—৩১। মায়া (জড়শক্তি — মহামায়া) ভগবচ্ছক্তেঃ (শ্রীভগবানের শক্তি) প্রকৃতেঃ (স্বরূপশক্তির) প্রতিবিম্বস্বরূপিণী (ছায়া-স্বরূপা) বিমুখাবরিকা (কৃষ্ণবিমুখগণের আবরণকারিণী) — যৎসৃষ্টং (যাঁহার সৃষ্টি) হেয়তাযুতম্ (হেয়ভাবযুক্ত)।

অন্বয়—৩২। মায়াসূতং (জড়মায়ার প্রসূত) স্থূললিঙ্গস্বরূপকং (স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক) সর্ব্বং (সমস্ত) জগৎ (পৃথিবী) বৈকুণ্ঠস্য (বৈকুণ্ঠের) বিশেষস্য (বৈচিত্র্যের) জুগুপ্সিতং (তুচ্ছ) প্রতিবিম্বম্ (প্রতিচ্ছায়া)।

অন্বয়—৩৩। অসদ্বিম্বে (অনিত্য প্রতিচ্ছবিরূপ জড় জগতে) যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভাতি (বিদ্যমান), তৎ তৎ (সেই সেই) সর্ব্বং হি (সমস্তই) ভগবদ্ধাম্নি (ভগবদ্ধামে) বিশেষতঃ (বিশেষভাবে) অনাময়ং (নির্দ্দোষরূপে) শিবরূপং (সুখময়রূপে) বর্ত্ততে (অবস্থিত)।

প্রভাবে ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্তগণ অতি নির্ম্মল সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। উহা লাভের পর সেই বস্তু ধ্যান (চিন্তা) করে। সেই ধ্যানে যে ভক্তি (সেবারুচি) প্রকাশিত হয়, তাহাই ক্লেশনাশিনী ও শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিকারিণী। (টীকা-অনুবাদ—৩০)

টীকা—৩১-৩৩। ইদানীং মায়াশক্তিবিচারঃ ক্রিয়তে। চিচ্ছক্তি-স্বরূপশক্তি-প্রভৃতি-নানা-নামভিন্না ভগবৎপ্রকৃতিরেকা—যা ভগবদ্দাসানাং জীবানাং সম্বন্ধে পরমানন্দস্বরূপা। যা তু বহির্ম্মুখাণাং জীবানাং সম্বন্ধে মায়ারূপেণাবরিকা বিক্ষেপিকা চ, সা ত্রিপাদবিভূতিমতো বৈকুণ্ঠস্থবিশেষ-ধর্ম্মস্যাসৎপ্রতিবিম্বস্বরূপা, অচিদ্ধর্ম্মাশ্রিতলিঙ্গস্থূলরূপজগৎপ্রকাশিকা চ। স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কৃতবৈকুণ্ঠেন সহ মায়াবিষ্কৃতপ্রপঞ্চস্য সর্ব্বথা সাদৃশ্যং ভবতি। কেবলং হেয়ত্বশিবত্বরূপধর্ম্মভেদেন ভিন্নত্বম্। হেয়ত্বমত্র প্রাকৃতক্লেশ-রূপত্বম্; ভূজলাদি-রূপগন্ধাদি-ক্রিয়াকর্ম্মাদি-বিশেষেষু ন ভিন্নত্বম্। কিন্তু তত্তৎপরিণামে প্রাপঞ্চিকে জগতি যদ্ যৎ ক্লেশদং হেয়ত্বমস্তি তত্তদ্ বৈকুণ্ঠে নাস্তি,—বৈকুণ্ঠে তু সর্ব্বব্যাপারেষু শিবত্বমস্তি। অত্র হেয়দেশকালপাত্র-সংযোগাৎ স্বরূপবিকৃতস্য মনসস্তদ্বৈকুণ্ঠস্থশিবত্বং ধ্যানাতীতং ভবতি। বৈকুণ্ঠস্য নির্ব্বিশেষত্বং প্রাকৃতবিশেষবিরোধিত্বং নিরাকারত্বমিতি যন্মতং তদ্দুষ্টম্, সমাধিলব্ধজ্ঞানবিরুদ্ধঞ্চ, সমস্তপ্রয়োজনবাধকঞ্চ, ভ্রমাতিশয়বর্দ্ধকঞ্চ, বৈকুণ্ঠবিশেষান্তর্গতশুদ্ধজীবানাং চিৎস্বরূপনির্ণয়বিরুদ্ধঞ্চ। অস্মাকং সবিশেষ-মতন্তু কৈশ্চিচ্ছুষ্কজ্ঞানবাদিভিঃ কুতর্কেণ দূষিতম্;—তেষাং মতে প্রাকৃত-ভাবদ্বারা দৃষ্টিগোচরে অবতীর্ণঃ প্রতিফলিতো বৈকুণ্ঠভাবোঽপি প্রাকৃত-ভাব ইতি যন্নিশ্চীয়তে তদসৎ। অস্মাভিঃ সারগ্রাহিভির্বৈকুণ্ঠভাবপ্রতি-ফলিতঃ প্রপঞ্চ ইতি নিশ্চিতম্। এতন্মতত্যাগে ভগবদস্তিত্বচিন্তনাদি-ভাবানাং প্রপঞ্চভাবজন্যত্বমপ্যাশঙ্কনীয়ং ভবতি। তদবিশ্বাসাৎ সর্ব্বেঽপি নাস্তিকাঃ স্যুঃ।

কিং হেয়ত্বমিতি বিচারণীয়ম্,—দেশস্য হেয়ত্বং দূরত্বাদি, দূরত্বেঽপি যচ্ছিবত্বং তদ্বৈকুণ্ঠগতম্। কালস্য হেয়ত্বং ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানভাবাঃ, তত্তদ্-ভাবেষ্বপি শিবত্বমস্তি। পাত্রাণাং জলভূমিশরীরাদীনাং শ্রমসাধ্যত্ব-মূল্য-

সাধ্যত্ব-নানাভাবগতবিরুদ্ধত্বাদীনি হেয়ত্বম্। কিঞ্চাস্মাকমস্তামবস্থায়াং শুদ্ধশিবত্বভাবাভাবাৎ হেয়ত্ব-শিবত্ব-গত-চিন্তা সম্পূর্ণা ন ভবতি। কিন্তু কেবলং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবলাৎ তৎসত্ত্বোপলব্ধির্নিসর্গসত্যেতি স্থিরং ভবতি।
(টীকা—৩১-৩৩)

মূল-অনুবাদ—৩১। মায়া (জড়শক্তি—মহামায়া) শ্রীভগবানের শক্তি পরা প্রকৃতির ছায়ারূপিণী ও [কৃষ্ণ-] বিমুখগণের আবরণকারিণী—যাঁহার সৃষ্টি হেয়ভাববিশিষ্ট।

মূল-অনুবাদ—৩২। এই মায়ার প্রসূত স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমগ্র জগৎ বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্যের তুচ্ছ প্রতিবিম্ব (ছায়া)।

মূল-অনুবাদ—৩৩। অনিত্য ছায়া জগতে যাহা যাহা বিদ্যমান, সেই সেই সমস্তই ভগবদ্ধামে (বৈকুণ্ঠে) বিশেষভাবে নির্দ্দোষ ও সুখময়রূপে অবস্থিত।

টীকা-অনুবাদ—৩১-৩৩। এক্ষণে মায়াশক্তির বিচার করা হইতেছে। চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি প্রভৃতি নানা নামে-মাত্র ভিন্ন শ্রীভগবচ্ছক্তি এক—যাহা ভগবদ্দাস জীবগণের সম্বন্ধে পরমানন্দরূপিণী। আর, যাহা বহির্ম্মুখ জীবগণের সম্বন্ধে মায়ারূপে আবরণকারিণী ও বিক্ষেপ-কারিণী, তাহা বৈকুণ্ঠের ত্রিপাদবিভূতিবিশিষ্ট বিশেষ ধর্ম্মের অসৎ বা অনিত্য প্রতিবিম্বরূপিণী এবং জড়ধর্ম্মাশ্রিত সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপবিশিষ্ট জগতের প্রকাশকারিণী। স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সহিত মায়াশক্তিদ্বারা প্রকটিত জড়জগতের সর্ব্বপ্রকারে সাদৃশ্য আছে। কেবল হেয়ত্ব ও শিবত্বরূপ ধর্ম্মভেদে পার্থক্য। এস্থলে প্রাকৃত (মায়িক) ক্লেশময়তাই হেয়তা ; পৃথিবী-জল প্রভৃতি, রূপ-গন্ধ প্রভৃতি, ক্রিয়া-কর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ-ধর্ম্মে ভেদ নাই। কিন্তু সেই সকলের পরিণামস্বরূপ মায়িক জগতে যাহা যাহা ক্লেশপ্রদ হেয়তা আছে, তৎসমস্ত বৈকুণ্ঠে নাই—বৈকুণ্ঠে সকল

ব্যাপারেই মঙ্গলময়ভাব আছে। বৈকুণ্ঠের সেই শিবভাব এই জগতে হেয় দেশ-কাল-পাত্রের সংযোগহেতু বিকৃতস্বরূপ মনের ধ্যানের (চিন্তার) অতীত হয়। বৈকুণ্ঠবস্তুর নির্বিশেষভাব, মায়িকরূপের বিরুদ্ধভাব, নিরাকারতা—এই যে মত (মতবাদ) তাহা দোষযুক্ত, সমাধিতে লব্ধ জ্ঞানের বিরুদ্ধ, সকল প্রয়োজন বা সাধ্যের বাধক, অত্যন্ত ভ্রান্তিবর্দ্ধক এবং বৈকুণ্ঠবিশেষের অন্তর্গত শুদ্ধজীবের চেতন স্বরূপনির্ণয়ের বিরোধী। আমাদের সবিশেষ মতে (সিদ্ধান্তে) কোন কোন শুষ্ক (জ্ঞান-) বাদিগণকর্ত্তৃক দোষারোপ করা হইয়াছে; তাহাদের মতে—প্রাকৃত ভাবদ্বারা দৃষ্টিগোচরে অবতীর্ণ প্রতিফলিত বৈকুণ্ঠভাবও প্রাকৃত বা মায়িক ভাব—এই যে নিশ্চয় (বা সিদ্ধান্ত) করা হয়, তাহা অসৎ (অশুদ্ধ)। আমরা সারগ্রাহিগণ ইহা নিশ্চয় করিয়াছি যে, বৈকুণ্ঠভাব প্রতিফলিত হইয়া প্রপঞ্চ (মায়িক জগৎ) হইয়াছে। এই মত (সিদ্ধান্ত) ত্যাগ করিলে ভগবৎসত্তা,—ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি ভাবসকল মায়িক ভাবের পরিণাম বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তাহা বিশ্বাস করিলে সকলেই নাস্তিক হইয়া যাইবে।

হেয়তা কি—তাহা বিচার করা দরকার। দেশগত হেয়ভাব—দূরত্ব প্রভৃতি; দূরত্বেও যে শিবত্ব (মঙ্গলময়তা), তাহা বৈকুণ্ঠগত। কালগত হেয়তা—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান-ভাব, সেই সকল ভাবেও শিবত্ব আছে। জল, ভূমি, শরীর প্রভৃতি পাত্রের হেয়তা—শ্রমসাধ্যত্ব, মূল্যসাধ্যত্ব, নানাভাবের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি। আবার আমাদের এই অবস্থায় শুদ্ধ শিবত্বভাবের অভাববশতঃ হেয়তা-শিবতা-বিষয়ে চিন্তা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু, কেবল স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবলে উহাদের (হেয়ত্ব-শিবত্ব) অস্তিত্বের উপলব্ধি নিসর্গসত্য—ইহা স্থির হয়। (টীকা-অনুবাদ—৩১-৩৩)

ধ্যানাদৌ ভক্তিমৎকার্য্যে প্রাকৃতেঽপি স্বরূপতঃ।
সারাংশা নীতবৈকুণ্ঠাঃ কৃষ্ণোদ্দেশে হৃদি স্থিতে॥ ৩৪॥

অন্বয়—৩৪। হৃদি (অন্তরে) কৃষ্ণোদ্দেশে (কৃষ্ণের উদ্দেশ) স্থিতে (থাকিলে), স্বরূপতঃ (বস্তুতঃ) প্রাকৃতে অপি (মায়িক হইলেও) ধ্যানাদৌ (ধ্যান প্রভৃতি) ভক্তিমৎকার্য্যে (ভক্তিপূর্ণ কার্য্যে) সারাংশাঃ (সার অংশসকল) নীতবৈকুণ্ঠাঃ (বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ ভগবানে নীত হয়)।

টীকা—৩৪। ধ্যানং মানসধর্ম্মঃ ; মনসোঽণুত্বাৎ চিদাভাসত্বাচ্চ প্রাকৃতত্বম্, ন তু চিদ্বৎ অপ্রাকৃতত্বম্। তস্মান্মনঃসাধ্যধ্যানাদিকর্ম্মণামপি প্রাকৃতত্বং সিধ্যতি। ননু বিপরীতকার্য্যেণ বিপরীতফলমিতি ন্যায়াৎ কথং প্রাকৃতধ্যানাদিনাঽপ্রাকৃতবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন। ধ্যানাদাবিতি শব্দেন সমস্তমানসশারীরিক-কার্য্যাণি বোধ্যানি। যদি ভবতাং ভজনকার্য্যে ভগবদুদ্দেশোঽস্তি, তর্হি তত্তৎকার্য্যং কদাচিন্ন নিষ্ফলং ভবতি,—ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞতা-করুণাময়তাদি-গুণসদ্ভাবাৎ। অতঃ প্রাকৃতেঽপি সাধনে শ্রীবিগ্রহাদৌ রসরূপং যৎ সারং তচ্চিচ্ছক্ত্যা ভগবৎসান্নিধ্যং প্রতি নীতং ভবতি। ভগবদ্দাসীভূতা মায়া চ বল্যপহরণবিধিনা বদ্ধজীবানাং পূজার্চ্চনাদিকৃত্যং স্বরূপ-শক্তিভূতা ভগবৎপদপঙ্কজে সমর্পয়তি। অতঃ কারণাদর্চ্চনাদি-সম্বন্ধে শুষ্ক-জ্ঞানমার্গিণাং শ্রীবিগ্রহবিদ্বেষে কশ্চিদভিনিবেশো ন কর্ত্তব্যঃ সারগ্রাহিভিঃ।

মূল-অনুবাদ-৩৪। অন্তরে কৃষ্ণের উদ্দেশ থাকিলে, বস্তুতঃ মায়িক হইলেও ধ্যান প্রভৃতি ভক্তিপূর্ণ কার্য্যে সার অংশ-সকল বৈকুণ্ঠে (ভগবানে) নীত হয়।

টীকা-অনুবাদ—৩৪। ধ্যান—মানস ধর্ম্ম, অণু ও চিদাভাস বলিয়া মনের প্রাকৃতভাব,—কিন্তু চেতনের ন্যায় অপ্রাকৃতভাব নহে। অতএব মনের দ্বারা অনুষ্ঠেয় ধ্যানাদি কার্য্যেরও প্রাকৃতভাব সিদ্ধ হয়।

কৃষ্ণাভিমুখজীবাস্তু স্বধর্ম্মাবস্থিতাঃ সদা।
যে তদ্বিমুখতাং প্রাপ্তা মায়া তেষাং বিমোহিনী ॥ ৩৫ ॥
চিচ্ছক্তেঃ প্রতিবিম্বত্বাজ্জগন্মিথ্যেতি নোচ্যতে।
সাম্বন্ধিকেন লিঙ্গেন সত্যং তদ্বিদুষাং মতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—৩৫। তু (কিন্তু) কৃষ্ণাভিমুখজীবাঃ (কৃষ্ণে উন্মুখ জীবগণ) সদা (সর্ব্বদা) স্বধর্ম্মাবস্থিতাঃ (স্বধর্ম্মে অবস্থিত); যে (যাহারা) তদ্বিমুখতাং (কৃষ্ণবিমুখতা) প্রাপ্তাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে), মায়া (মহামায়া) তেষাং (তাহাদের) বিমোহিনী (মোহনকারিণী হন)।

অন্বয়—৩৬। চিচ্ছক্তেঃ (চিন্ময়ী শক্তির) প্রতিবিম্বত্বাৎ (প্রতি-বিম্ব-ভাববশতঃ) জগৎ মিথ্যা (জগৎ মিথ্যা) ইতি (ইহা) ন উচ্যতে (স্বীকৃত হয় না)। বিদুষাং (তত্ত্বজ্ঞগণের) মতে (মতানুসারে) তৎ (তাহা—জগৎ) সাম্বন্ধিকেন (সাম্বন্ধিক) লিঙ্গেন (প্রমাণে) সত্যম্ (সত্য)।

বিপরীত কার্য্যদ্বারা বিপরীত ফল—এই ন্যায়ানুসারে, প্রাকৃত ধ্যানাদিকার্য্য-দ্বারা কেমন করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ লাভ হয়—এইরূপ যদি বলা হয়, তাহা সঙ্গত হয় না। "ধ্যানাদিতে"—এই শব্দদ্বারা সমস্ত মানসিক শারীরিক কার্য্যসকল বুঝিতে হইবে। যদি আপনাদের ভজনকার্য্যে ভগবানের উদ্দেশ (লক্ষ্য) থাকে, তাহা হইলে সেই সকলকার্য্য কখনও নিষ্ফল হয় না—কারণ, শ্রীভগবানে সর্ব্বজ্ঞতা, দয়ালুতা প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান। অতএব প্রাকৃত সাধনেও শ্রীবিগ্রহাদিতে রস-রূপ যে সার, তাহা চিচ্ছক্তিদ্বারা ভগবৎসমীপে নীত হয়। ভগবানের দাসীরূপিণী মায়াও পূজোপহার দেওয়ার বিধানে বদ্ধজীবের সেবা-পূজাদি কার্য্য স্বরূপশক্তি-রূপে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। এই কারণে অর্চ্চনাদি-বিষয়ে শুষ্কজ্ঞান-মার্গীদের শ্রীবিগ্রহে যে বিদ্বেষ, তাহাতে সারগ্রাহিগণের কোন মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। (টীকা-অনুবাদ—৩৪)

জড়েষু জ্ঞানমালোচ্য কৃত্বা কার্য্যাণ্যশেষতঃ।
যতেত পরমার্থায় কার্য্যবিচ্চতুরো নরঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—৩৭। চতুরঃ (নিপুণ) কার্য্যবিৎ (কার্য্যজ্ঞ) নরঃ (ব্যক্তি) কার্য্যাণি (সকল কার্য্য) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) কৃত্বা (করিয়া) জড়েষু (জড়মধ্যে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আলোচ্য (আলোচনা-পূর্ব্বক) পরমার্থায় (পরমার্থলাভে) যতেত (যত্ন করিবেন)।

টীকা—৩৫-৩৬। অস্মিন্নধিকরণে তত্ত্বত্রয়স্য সম্বন্ধো নিরূপ্যতে,—স্বধর্ম্মঃ কৃষ্ণদাস্যম্। মায়াবাদস্যানর্থকত্বং সূচিতং চিচ্ছক্তেরিতি শ্লোকেন। পরমেশ্বরস্যেব জগতো ন নিত্যসত্যত্বম্; কিন্তু সৃষ্টেরারভ্য ভগবদিচ্ছয়া সংহারপর্য্যন্তমেতস্য জগতঃ সাম্বন্ধিকসত্যত্বং নির্ণীতং বিদ্বদ্ভিঃ। স্পষ্টমন্যৎ।

টীকা—৩৭। শুষ্কবৈরাগ্যবাদঃ পরিহৃতো জড়েষ্বিত্যাদিনা।

মূল-অনুবাদ—৩৫। কিন্তু কৃষ্ণে উন্মুখ জীবগণ সর্ব্বদা স্বধর্ম্মে অবস্থিত; যাহারা কৃষ্ণবিমুখতাপ্রাপ্ত, মহামায়া তাহাদেরই মোহনকারিণী।

মূল-অনুবাদ—৩৬। চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্বত্বহেতু "জগৎ মিথ্যা"—ইহা স্বীকৃত হয় না। তত্ত্বজ্ঞগণের মতে তাহা (জগৎ) সাম্বন্ধিক প্রমাণে সত্য।

টীকা-অনুবাদ—৩৫-৩৬। এই অধিকরণে (উক্ত) তিনটী তত্ত্বের (পরস্পর) সম্বন্ধ নিরূপিত হইতেছে। স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণদাস্য। "চিচ্ছক্তেঃ"—এই শ্লোকে মায়াবাদের অনর্থকতা সূচিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের নিত্যসত্যতা নাই। কিন্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত এই জগতের সাম্বন্ধিক সত্যতা তত্ত্বজ্ঞগণ নিরূপণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট সুস্পষ্ট।

সংসারে দ্রব্যজাতানাং সংগ্রহে তৎপরো ভবেৎ।
যতস্তৈর্লভ্যতে শান্তির্যয়া সাধ্যং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥
জড়ানুষন্ত্রিতো জীবো জ্ঞানবৈরাগ্যযত্নতঃ।
কচিন্ন লভতে মুক্তিমীশস্য কৃপয়া বিনা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—৩৮। সংসারে (পৃথিবীতে) [প্রয়োজনীয়] দ্রব্যজাতানাং (দ্রব্যসমূহের) সংগ্রহে তৎপরঃ (সংগ্রহে চেষ্টিত, নিপুণ বা সতর্ক) ভবেৎ (হইবে)। যতঃ (কারণ), তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) শান্তিঃ লভ্যতে (নিরুদ্বেগ লাভ করা যায়), যয়া (যে শান্তিদ্বারা) প্রয়োজনং (জীবনের উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ) সাধ্যম্ (সাধ্য হয়)।

অন্বয়—৩৯। জড়ানুষন্ত্রিতঃ (জড়বদ্ধ) জীবঃ (জীব) ঈশস্য (ঈশ্বরের) কৃপয়া বিনা (কৃপা ব্যতীত) জ্ঞানবৈরাগ্যযত্নতঃ (জ্ঞান ও বৈরাগ্যের যত্নদ্বারা) কচিৎ (কখনও) মুক্তিং ন লভতে (মুক্তি লাভ করিতে পারে না)।

টীকা—৩৮। প্রয়োজনসাধনাবকাশরূপা শান্তিঃ।

টীকা—৩৯। স্পষ্টম্।

মূল-অনুবাদ—৩৭। নিপুণ কার্য্যজ্ঞ ব্যক্তি সকল কার্য্য নিঃশেষে অনুষ্ঠান করিয়া জড়মধ্যে জ্ঞান আলোচনাপূর্ব্বক পরমার্থের জন্য যত্ন করিবে।

টীকা-অনুবাদ—৩৭। 'জড়েষু' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা শুষ্কবৈরাগ্য-বাদ পরিত্যক্ত হইল।

মূল-অনুবাদ—৩৮। সংসারে (প্রয়োজনীয়) দ্রব্যসমূহের সংগ্রহবিষয়ে চেষ্টিত, নিপুণ বা সতর্ক হইবে। কারণ, তাহাদের দ্বারা শান্তি (নিরুদ্বেগ) লাভ করা যায়—যে শান্তিদ্বারা পুরুষার্থ সাধ্য হয়।

তস্মাজ্জড়াত্মকে দ্রব্যে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণান্বয়ং সদা।
যতেত জড়বিজ্ঞানাদজড়প্রাপ্তিসাধনে ॥ ৪০ ॥
ধূম্রযানং তড়িদ্‌যন্ত্রমাবিষ্কুর্ব্বন্ সুপণ্ডিতঃ।
বর্দ্ধতে ভগবদ্দাস্যে জীবদাস্যবলাদিহ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—৪০। তস্মাৎ (অতএব) জড়াত্মকে (স্বরূপতঃ জড়) দ্রব্যে (দ্রব্যে) সদা কৃষ্ণান্বয়ং (সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ) দৃষ্ট্বা (আলোচনা-পূর্ব্বক) জড়বিজ্ঞানাৎ (জড়বিজ্ঞান হইতে) অজড়প্রাপ্তিসাধনে (চেতন বা চিত্তত্ত্বলাভ সম্পাদন করিতে) যতেত (যত্ন করিবে)।

অন্বয়—৪১। সুপণ্ডিতঃ (মনীষী বা বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি) ধূম্রযানং (বাষ্পীয় যান) তড়িদ্‌যন্ত্রং (বিদ্যুৎ-যন্ত্র) আবিষ্কুর্ব্বন্ (আবিষ্কার করিয়া) ইহ (এই জগতে) জীবদাস্যবলাৎ (শ্রীভগবদুন্মুখ জীবগণের সেবার আনুকূল্য-প্রভাবে) ভগবদ্দাস্যে (শ্রীভগবানের সেবায়) বর্দ্ধতে (অগ্রসর হইতে পারেন)।

টীকা—৪০। ইদমপি স্পষ্টম্। অজড়ং চিত্তত্ত্বম্।

টীকা-অনুবাদ—৩৮। শান্তি, মুখ্যপ্রয়োজন-সাধনের সুযোগ-স্বরূপা।

মূল-অনুবাদ—৩৯। জড়বদ্ধ জীব ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের যত্নদ্বারা কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

টীকা-অনুবাদ—৩৯। সুস্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—৪০। অতএব জড়স্বরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ আলোচনাপূর্ব্বক জড়বিজ্ঞান হইতে চিত্তত্ত্ব লাভ করিতে যত্ন করিবে।

টীকা-অনুবাদ—৪০। ইহাও সুস্পষ্ট। অজড় অর্থাৎ চিত্তত্ত্ব।

ভূগোলং জ্যোতিষং বার্ক্ষমায়ুর্ব্বেদঞ্চ জৈবকম্।
পার্থিবং সালিলং ধৌম্রং বৈদ্যুতং চৌম্বকন্তথা ॥ ৪২ ॥
ঐক্ষণং বায়বং স্পান্দ্যং শাব্দ্যং চৈত্ত্যঞ্চ পাচনম্।
এতৎ সর্ব্বং বিজানীয়াদীশদাস্যপ্রপোষকম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—৪২-৪৩। ভূগোলং (ভূগোল) জ্যোতিষং (জ্যোতিষ) বার্ক্ষং (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) আয়ুর্ব্বেদং (চিকিৎসা-শাস্ত্র) জৈবকং (জীববিদ্যা) পার্থিবং (ভূ-তত্ত্ববিদ্যা) সালিলং (জলবিজ্ঞান) ধৌম্রং (বাষ্পবিজ্ঞান) বৈদ্যুতং (তড়িদ্‌বিজ্ঞান) চৌম্বকং (চুম্বকবিজ্ঞান) ঐক্ষণং (বীক্ষণ-বিজ্ঞান) বায়বং (বায়ুবিজ্ঞান) স্পান্দ্যং (স্পন্দন-বিজ্ঞান বা গতিবিজ্ঞান) শাব্দ্যং (শব্দবিজ্ঞান) চৈত্ত্যং (মনোবিজ্ঞান) চ পাচনং (ও পাকবিজ্ঞান) —এতৎ সর্ব্বং (এই সকলকে) ঈশদাস্যপ্রপোষকং (ভগবদ্দাস্যের পোষক বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে)।

টীকা—৪১। বিধি-জড়সন্ন্যাসিনামুদ্যমরাহিত্যং দূষ্যতে ধূম্রযান-মিত্যাদিনা।

টীকা—৪২-৪৩। জড়জ্ঞানং বিবৃণোতি,—ভূগোলমিতি। বার্ক্ষ-মুদ্ভিত্তত্ত্বম্, জৈবকং ক্ষুদ্রজীবতত্ত্বম্, বৈদ্যুতং তড়িদ্বার্ত্তাবহনাদিকম্, চৌম্বকং দিঙ্‌নিরূপণতত্ত্বম্, ঐক্ষণং চক্ষুর্বিষয়কম্, স্পান্দ্যং গতিবিধিবিষয়কম্; শাব্দ্যং শব্দবিধিনিরূপকম্, চৈত্ত্যং মানসবিজ্ঞানম্, পাচনং পাকবিষয়কম্। যুক্তবৈরাগ্যাশ্রিতানামেতৎ সর্ব্বং ভগবদ্দাস্যপোষকং ভবতি।

মূল-অনুবাদ—৪১। বিচারশীল পণ্ডিত ব্যক্তি বাষ্পীয়-যান, তড়িদ্‌যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এই পৃথিবীতে ভগবদুন্মুখ-জীবের সেবানুকূল্যপ্রভাবে শ্রীভগবানের সেবায় অগ্রসর হন।

টীকা-অনুবাদ—৪১। "ধূম্রযানং" ইত্যাদি শ্লোকে বিধি-জড় সন্ন্যাসিগণের উদ্যমহীনতাকে নিন্দা করা হইয়াছে।

যশোঽর্থমিন্দ্রিয়ার্থম্বা তত্তৎ সাধ্যং যদা ভবেৎ।
তদেশোদ্দেশ্যতাভাবাদনিত্যফলদায়কম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—৪৪। যদা (যখন) যশোঽর্থং (যশের প্রয়োজনে) বা ইন্দ্রিয়ার্থং (অথবা ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ভোগসুখের প্রয়োজনে) তত্তৎ (সেই সমস্ত) সাধ্যং (করণীয়) ভবেৎ (হয়), তদা (তখন) ঈশোদ্দেশ্যতা-ভাবাং (ঈশ্বরোদ্দেশকতার বা ভগবৎপ্রয়োজনের অভাবহেতু) অনিত্য-ফলদায়কম্ (অনিত্যফলদায়ক হয়)।

টীকা—৪৪। যে জনা যশোঽর্থমিন্দ্রিয়ার্থমর্থোপার্জ্জনার্থং বা এত-জ্জড়বিজ্ঞানং সাধয়ন্তি তত্তৎকর্ম্মণি তেষামীশোদ্দেশাভাবান্নিত্যফলানি ন ভবন্তি। কেবলং যশ-আদিরূপমনিত্যফলানি ভবন্তীতি ভাবঃ। এতৎ কর্ম্মবিচারে স্ফুটং ভাবি।

মূল-অনুবাদ—৪২-৪৩। ভূগোল, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, জীববিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, জলবিজ্ঞান, বাষ্পবিজ্ঞান, তড়িদ্‌-বিজ্ঞান, চুম্বকবিজ্ঞান, বীক্ষণবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও পাকবিজ্ঞান— এই সকলকে ভগবদ্দাস্যের পোষক বলিয়া জানিবে।

টীকা-অনুবাদ—৪২-৪৩। 'ভূগোলং' ইত্যাদি শ্লোকে জড়জ্ঞান বিবৃত করিতেছেন। বার্ক্ষ—উদ্ভিত্তত্ত্ব, জৈবক—ক্ষুদ্রজীবতত্ত্ব, বৈদ্যুত—তড়িদ্বার্ত্তাবহ (টেলিগ্রাফ) প্রভৃতি, চৌম্বক—দিঙ্‌নির্ণয়তত্ত্ব, ঐক্ষণ—চক্ষুর্বিষয়ক (অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি), স্পান্দ্য—গতিবিধিবিষয়ক (গতিবিজ্ঞান), শাব্দ্য—শব্দবিধি-নিরূপক (শব্দবিজ্ঞান), চৈত্ত্য—মানস-বিজ্ঞান, পাচন—পাকবিষয়ক; যুক্তবৈরাগ্যাশ্রিতগণের এই সমস্ত ভগবদ্দাস্য-পোষক হয়।

বিগ্রহেষু ভজেদীশং ন ভৌমং হীজ্যমুচ্যতে।
ভৌমেজ্যা-বিগ্রহদ্বেষৌ সম্প্রদায়মলাবুভৌ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—৪৫। বিগ্রহেষু (অর্চ্চাবতারে বা শ্রীমূর্ত্তিতে) ঈশং (ঈশ্বরের) ভজেৎ (ভজন করিবে); ইজ্যং (অর্চ্চনীয় শ্রীমূর্ত্তি—অর্চ্চা-বিগ্রহকে) ন হি ভৌমম্ উচ্যতে (কখনও পার্থিববস্তু বলা যায় না)। ভৌমেজ্যা-বিগ্রহদ্বেষৌ (পুত্তলপূজা ও বিগ্রহে বিদ্বেষ) উভৌ (দুই-ই) সম্প্রদায়মলৌ (সম্প্রদায়ের মল)।

টীকা—৪৫। জড়বিজ্ঞানাদজড়প্রাপ্ত্যুপায়ং বদতি। ভৌমপূজকা বিগ্রহবিদ্বেষিণশ্চ দ্বিবিধাঃ পৌত্তলিকাঃ সম্প্রদায়মলবশাৎ পরস্পরং বিবদন্তে, কিন্তূভয়মতসারং ন গৃহ্ণন্তি। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" ইতি ভাগবতবচনে (১০।৮৪।১৩) ভৌমপূজকানাং নিন্দা শ্রূয়তে। ন হি ভগবান্ জড়ো জড়পরিণামো বা। তর্হি কথং তস্য ভৌমত্বম্? কিন্তু-জড়স্য ভগবতো ভাবব্যক্তীকরণাশয়া বিগ্রহ-গ্রন্থাদি-নানোপকরণানি স্থাপিতানি। ভগবত্তাৎপর্য্যবুদ্ধ্যা তেষাং ব্যবহারাৎ ভৌমেজ্যা ন ভবতি।

মূল-অনুবাদ—৪৪। যখন যশের প্রয়োজনে অথবা ইন্দ্রিয়সুখের প্রয়োজনে সেই সমস্ত করণীয় হয়, তখন ভগবৎ-প্রীতিবিধানরূপ প্রয়োজনের অভাবহেতু অনিত্য ফলদায়ক হয়।

টীকা-অনুবাদ—৪৪। যে সকল ব্যক্তি যশের উদ্দেশ্যে অথবা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য, কিম্বা অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন করে, তাহাদের সেই সকল কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যের অভাবহেতু নিত্যফলবিশিষ্ট হয় না, কেবল যশঃ প্রভৃতিরূপ অনিত্যফলপ্রদ হয়—ইহা ভাবার্থ। ইহা কর্ম্মবিচারে পরিস্ফুট হইবে।

সম্প্রদায়মলশব্দেন সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবা ন দূষিতাঃ, কিন্তু কেবলং সম্প্রদায়-মলো নিন্দ্যতে। "ভূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্" ইতি মনুবচনাৎ ভূষিতা অভূষিতা বা বৈষ্ণবাস্তু সর্ব্বত্র পূজ্যা এব ভবন্তি।

(টীকা—৪৫)

মূল-অনুবাদ—৪৫। শ্রীবিগ্রহে ঈশ্বরের ভজন করিবে; অর্চ্চাবিগ্রহকে কখনও পার্থিববস্তু বলা যায় না। পুত্তলপূজা ও শ্রীবিগ্রহে বিদ্বেষ— দুই-ই সম্প্রদায়ের মল।

টীকা-অনুবাদ—৪৫। জড়বিজ্ঞান হইতে অজড় অর্থাৎ চিত্তত্ত্ব-লাভের উপায় বলিতেছেন;—ভৌমপূজক অর্থাৎ পুতুলপূজক ও বিগ্রহ-বিদ্বেষী—এই দুই শ্রেণীর পৌত্তলিকগণ সম্প্রদায়গত মলের (হেয়তার) আশ্রয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে, অথচ উভয়মতের সারটুকু গ্রহণ করে না। "বাতপিত্তকফময় শবতুল্য দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি" —শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৪।১৩) এই শ্লোকে ভৌমপূজকগণের নিন্দা শুনা যায়। কারণ, ভগবান্ জড় বা জড়-পরিণাম নহেন। তাহা হইলে কেমন করিয়া তাঁহার ভৌমত্ব (মৃণ্ময়ত্ব) হয়? কিন্তু অজড় অর্থাৎ চিন্ময় ভগবানের ভাব (স্বরূপ, ধারণা) প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে বিগ্রহ-গ্রন্থ প্রভৃতি নানা উপকরণ স্থাপিত হইয়াছে। ভগবৎ-তাৎপর্য্য-বুদ্ধিতে ঐ সকলের ব্যবহার হইলে ভৌমপূজা হয় না। সম্প্রদায়মল-শব্দে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ নিন্দিত হন নাই, কিন্তু কেবল সম্প্রদায়ের হেয়তার (মলের) নিন্দা করা হইয়াছে। "বেশভূষা ধারণ করিয়াও ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারা যায়, লিঙ্গ বা বেষ ধর্ম্মের কারণ নহে"—এই মনুবাক্য-প্রমাণে ভূষিত কি অভূষিত, বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্র পূজ্যই।

জীবানাং বদ্ধভূতানাং কর্ত্তব্যমভিধেয়কম্।
কর্ম জ্ঞানং তথা ভক্তির্নির্ণীতমৃষিভিঃ পৃথক্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—৪৬। ঋষিভিঃ (ঋষিগণ) কর্ম্ম, জ্ঞানং (কর্ম্ম, জ্ঞান) তথা ভক্তিঃ (ও ভক্তিকে) বদ্ধভূতানাং (বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত) জীবানাং (জীবগণের) কর্ত্তব্যং (করণীয়) পৃথক্ (বিভিন্ন) অভিধেয়কং (অভি-ধেয়—সাধন) নির্ণীতম্ (নির্ণয় করিয়াছেন)।

টীকা—৪৬। সম্বন্ধজ্ঞানবিচারঃ সমাপ্তঃ। অধুনাভিধেয়তত্ত্ববিচার-মারভতে সিদ্ধান্তকারো জীবানামিত্যাদিনা। মুক্তজীবানাং ভগবৎপ্রীতি-রেব স্বধর্ম্মঃ। বদ্ধজীবানাং তু মায়াস্বীকারাৎ স্বধর্ম্মনির্ণয়োঽপি কঠিনঃ। নানাঋষিভির্নানামতং ব্যবস্থাপিতম্। "মুনিনৈকেন যৎপ্রোক্তং তদন্যো ন নিষেধতি। প্রত্যুতোদাহরেত্তস্মাৎ সর্ব্বোক্তিঃ সর্ব্বসম্মতা ॥" ইতি লঘু-পরাশরব্যাখ্যায়াং মাধববাক্যাৎ ঋষীণাং দোষোল্লেখো ন কর্ত্তব্যঃ; প্রত্যুত সর্ব্বে ঋষয় এব সারগ্রাহিণঃ। যেনোপায়েন যস্য ভগবৎপ্রীতিরূপপ্রয়োজন-সিদ্ধিরভূৎ স এব মুখ্যোপায় ইতি তেন ঋষিণা নির্দ্দিষ্টম্। ভিন্নভিন্নাধি-কারবিষয়েঽপি তেষাং ব্যবস্থাভেদো বোধ্যঃ। ভারবাহিনস্তু কদাচিত্তাৎপর্য্য-নিষ্ঠা ন ভবন্তি। কিন্তু তত্তচ্ছাস্ত্রদৃষ্ট্যা কর্ম্মাদিপ্রতিষ্ঠাপরাণি বাক্যানি বহুমানয়ন্তি। ততঃ পুনঃ কর্ম্মণি জ্ঞানে ভক্ত্যঙ্গাদৌ বা সক্তা অন্যান্নিন্দন্তি। সারগ্রাহিণস্তু সর্ব্বেষাং জ্ঞানাদীনাং সারং গৃহীত্বাঽসারং পরিত্যজন্তি; কিন্তু "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" ইতি জ্ঞানসঙ্গ্যুপলক্ষণাৎ (গীঃ ৩।২৬) ভগবদ্বাক্যাৎ সর্ব্বেষাং জনানামধিকারবিচারেণ কার্য্যমকার্য্যঞ্চা ব্যবস্থাপয়ন্তি। অধিকারবিচারাৎ জড়ানাং সম্বন্ধে কেবলং জড়নিষ্ঠং কর্ম্মানর্থাবসরহানায় চিত্তশুদ্ধ্যর্থমপি ব্যবস্থাপ্যতে। যে তু জড়বুদ্ধিশূন্যাঃ কিন্তু বিশুদ্ধাপ্রাকৃততত্ত্বানভিজ্ঞাস্তেষাং সম্বন্ধে তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যার্থরূপং

জ্ঞানকাণ্ডং নির্ণীতম্। যে তু তদুভয়োত্তীর্ণাঃ স্ব-স্বভাবং স্বধর্ম্মঞ্চানুসন্দধতে তেষাং সম্বন্ধে প্রয়োজননিষ্ঠং কর্ম-জ্ঞানাদিকং দৃশ্যতে। অতঃ সর্ব্বেষাং কর্ম-জ্ঞানাদীনাং নিষ্ঠাভেদেনাভিধেয়ত্বং স্বীকৃতমস্তি। অত্র গ্রন্থে তে তে পৃথকৃত্বেন সংক্ষেপতো বিচার্য্যাঃ। (টীকা—৪৬)

মূল-অনুবাদ—৪৬। ঋষিগণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে বদ্ধস্বরূপ জীবগণের অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অভিধেয় বা সাধন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

টীকা-অনুবাদ—৪৬। সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিচার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে সিদ্ধান্তকার "জীবানাং" ইত্যাদি শ্লোকে অভিধেয় বা সাধন-তত্ত্বের বিচার আরম্ভ করিতেছেন। ভগবৎপ্রীতিই মুক্ত জীবগণের স্বধর্ম্ম। কিন্তু মায়া-স্বীকারহেতু অর্থাৎ মায়াকে গ্রহণ করার দরুণ বদ্ধ-জীবগণের পক্ষে স্বধর্ম্মনির্ণয়ও কঠিন। নানা ঋষিগণ নানামত ব্যবস্থা করিয়াছেন। "এক মুনি যাহা বলিয়াছেন, অপর মুনি তাহা নিষেধ করেন নাই; পক্ষান্তরে—তাহা হইতে সর্ব্বসম্মত সকল উক্তি সংগ্রহ করিবে।"—লঘুপরাশরের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মাধবের বাক্যানুসারে ঋষিগণে দোষারোপ কর্ত্তব্য নহে; বরং সকল ঋষিরাই সারগ্রাহী। যাঁহার যে উপায়ে ভগবৎপ্রীতিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই মুখ্য উপায় বলিয়া সেই ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-বিষয়েও জানিতে হইবে। ভারবাহিগণ কখনও তাৎপর্য্যনিষ্ঠ হয় না, কিন্তু সেই সকল শাস্ত্র-দর্শনে কর্ম্মাদি-ব্যবস্থাপক বাক্যসকলের বহুমানন করিয়া থাকে; তারপর আবার কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্ত্যঙ্গ প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া অন্যের নিন্দা করিয়া থাকে। আর, সারগ্রাহিগণ জ্ঞান প্রভৃতি সকলের সার গ্রহণ করিয়া অসার পরিত্যাগ করেন বটে; কিন্তু

যৎ ক্রিয়তে তদেব স্যাৎ কর্ম চেদ্বিদুষাং মতে।
কর্মাকর্মবিকর্মাণি কর্মসংজ্ঞাং তদাপ্নুয়ুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—৪৭। যৎ (যাহা) ক্রিয়তে (করা হয়), তৎ এব (তাহাই) চেৎ (যদি) কর্ম্ম স্যাৎ (কর্ম্ম হয়), তদা (তখন) বিদুষাং (বিজ্ঞগণের) মতে (বিচারে) কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মাণি (কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম সকলেই) কর্ম্মসংজ্ঞাম্ (কর্ম্ম-সংজ্ঞা) আপ্নুয়ুঃ (প্রাপ্ত হয়)।

টীকা—৪৭। তত্র আদৌ কর্ম বিচার্য্যতে। যৎ ক্রিয়তে তদেব কর্মেতি কেষাঞ্চিদ্ বিদুষাং মতম্; তন্মতে কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মাণ্যপি কর্ম্মণি পরিগণিতানি। কিন্ত্বভিধেয়নিরূপণস্থলে জীবানাং স্ব-স্বরূপ-সাধনায় বিকর্ম্মাকর্ম্মণী পরিত্যাজ্যে। সদনুষ্ঠানমেবাত্র কর্ম্ম।

"কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবে না"—জ্ঞানাসক্তেরও উপলক্ষক (নির্দ্দেশক) এই (গীঃ ৩।২৬) ভগবদ্বাক্যানুসারে সকল লোকের অধিকার বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধিকার-বিচার অবলম্বনে জড়বুদ্ধিগণের সম্বন্ধে (তাহাদের) অনর্থের সুযোগ-নাশের ও চিত্তশুদ্ধির জন্য কেবল জড়নিষ্ঠ কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। আর, যাহারা জড়বুদ্ধিশূন্য অথচ বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের সম্বন্ধে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থরূপ জ্ঞানকাণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। আর, যাহারা সেই দুইটী (কর্ম্ম ও জ্ঞান) উত্তীর্ণ হইয়া নিজ স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসন্ধান করে, তাহাদের (মুখ্য) প্রয়োজননিষ্ঠ (ভগবৎপ্রীতিনিষ্ঠ) কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দৃষ্ট হয়। অতএব কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সকলেরই নিষ্ঠাভেদে অভিধেয়ত্ব (সাধনত্ব) স্বীকৃত। এই গ্রন্থে সেইগুলি পৃথগ্‌ভাবে সংক্ষেপে বিচারিত হইবে। (টীকা-অনুবাদ—৪৬)

যন্নাকর্ম বিকর্ম স্যাত্তদেব কর্ম শব্দ্যতে।
পুরুষার্থবিহীনশ্চেৎ কর্ম চাকর্মবদ্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—৪৮। যৎ (যাহা) অকর্ম্ম (অকর্ম্ম) [ও] বিকর্ম্ম (বিকর্ম্ম) ন স্যাৎ (নহে), তৎ এব (তাহাকেই) কর্ম্ম শব্দ্যতে (কর্ম্ম বলা হয়)। কর্ম্ম চ (কর্ম্মও) চেৎ (যদি) পুরুষার্থবিহীনং (পুরুষার্থ বা লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়), [তাহা হইলে] অকর্ম্মবৎ (অকর্ম্মতুল্য) ভবেৎ (হয়)।

টীকা—৪৮। অত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণৈরুক্তমেকাদশস্কন্ধ- (ভাঃ ১১।৩।৪৩) টীকায়াম্—"কর্ম্ম বিহিতম্ ; অকর্ম্ম তদ্বিপরীতং নিষিদ্ধম্ ; * বিকর্ম্ম বিগর্হিতং কর্ম্ম বিহিতাকরণঞ্চেতি।" অত্র বিপরীতং নিষিদ্ধ-মধিকারবিচারেণ, বিগর্হিতং পাপকর্ম্ম, এতৎ সর্ব্বং পরিত্যাজ্যম্। একাদশ-স্কন্ধে (ভাঃ ১১।২৩।১৮-১৯) তানি পাপকর্ম্মাণি নির্ণীতানি,—"স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ। ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ। এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্। তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥" ইত্যাদিনা। অত্র ব্যসনানি স্ত্রী-দ্যূতমদ্য-বিষয়াণি ত্রীণি,—অবৈধস্ত্রীসঙ্গেঽনর্থতা প্রসিদ্ধা, মাদকমাত্রং মদ্যম্, আলস্যপরাণি নিরর্থককর্ম্মাণ্যেব দ্যূতবিষয়াণি ; যন্ন বিকর্ম্ম যন্নাধি-কারভেদেনাকর্ম্ম চ তৎকার্য্যমেব কর্ম্মেতি বেদসম্মতম্। কিন্তু পুরুষার্থহীনং তৎকর্ম্মাপ্যকর্ম্মবৎ।

মূল-অনুবাদ—৪৭। যাহা করা হয়, তাহাই যদি কর্ম্ম হয়, তখন বিজ্ঞগণের বিচারে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—সকলই কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

---

* বিকর্ম্ম—'বিগতং কর্ম্ম, বিহিতাকরণম্'—ইত্যপি পাঠঃ।

টীকা-অনুবাদ—৪৭। তন্মধ্যে প্রথমে কর্ম্মের বিচার হইতেছে। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম—ইহা কোন কোন বিজ্ঞগণের অভিমত; সেই মতানুসারে কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্মও কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু অভিধেয়-নিরূপণস্থলে জীবের নিজ স্বরূপ-সাধনের জন্য বিকর্ম ও অকর্ম পরিত্যাজ্য। এস্থলে সদনুষ্ঠানই কর্ম।

মূল-অনুবাদ—৪৮। যাহা অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নহে, তাহাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত। কর্ম্মও যদি পুরুষার্থ (লক্ষ্য) হইতে ভ্রষ্ট হয়, (তাহা হইলে) অকর্ম্মতুল্য হয়।

টীকা-অনুবাদ—৪৮। এই বিষয়ে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী (শ্রীমদ্ভাগবতের) একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।৩।৪৩) টীকায় বলিয়াছেন,—"কর্ম —(শাস্ত্র-) বিহিত; অকর্ম—উহার বিপরীত, (যাহা) নিষিদ্ধ; বিকর্ম—নিন্দিত কর্ম ও বিহিতকর্মের অকরণ।" এস্থলে অধিকারবিচারে বিপরীত—নিষিদ্ধ কর্ম, গর্হিত—পাপকর্ম,—এই সমস্ত পরিত্যাজ্য। একাদশস্কন্ধে সেইসকল পাপকর্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—"চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ,কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা ও (ত্রিবিধ) ব্যসন—লোকের এই পনরটী অনর্থ অর্থমূলক বলিয়া কথিত। অতএব শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি অর্থনামক অনর্থকে দূর হইতে ত্যাগ করিবে"—ইত্যাদি। এস্থলে স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য—এই তিনটী ব্যসন। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে অনর্থভাব—প্রসিদ্ধ, মাদকদ্রব্যমাত্রই মদ্য, আলস্যপ্রধান নিরর্থক কর্ম-সকলই দ্যূতের বিষয়। যাহা বিকর্ম নহে এবং যাহা অধিকারভেদে অকর্ম নহে, সেই কার্য্যই কর্ম—ইহাই বেদসম্মত। কিন্তু পুরুষার্থহীন হইলে সেই কর্মও অকর্মতুল্য।

অবান্তরফলং ত্যক্ত্বা পরমার্থপ্রয়োজকম্।
কুর্ব্বন্ কর্ম নিরালস্যঃ কর্মসু কুশলো নরঃ॥ ৪৯॥

অন্বয়—৪৯। নরঃ (লোক) নিরালস্যঃ (আলস্যহীন হইয়া) অবান্তরফলং (গৌণফল) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগপূর্ব্বক) পরমার্থপ্রয়োজকং (পরমার্থে প্রবর্ত্তক) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (অনুষ্ঠান করিয়া) কর্ম্মসু (কর্ম্মবিষয়ে) কুশলঃ (চতুর হয়)।

টীকা—৪৯। ভগবতি রতিরেব সর্ব্বেষাং গৌণমুখ্যকর্ম্মণাং মুখ্যফলমিতি সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যম্। সর্ব্বস্মিন্ গৌণকর্ম্মণ্যেব জড়সুখপ্রাপ্তিরূপমনর্থমেব স্যাত্তদেবাবান্তরফলমিতি বিদ্বদ্ভির্নির্ণীতম্। যঃ পুরুষস্তদবান্তরফলং ত্যক্ত্বাথবা তৎফলমপি মুখ্যফলসাধকং কৃত্বা নিরালস্যঃ সন্ কুরুতে কর্ম্ম, স এব কর্ম্মসু কুশলো ভবতি,—স এব কর্ম্মচতুরঃ সারগ্রাহীত্যর্থঃ; অন্যে তু খণ্ডবাহি-বলীবর্দ্দবৎ কর্ম্ম তদবান্তরফলঞ্চ বৃথা বহন্ত্যেবেতি ভাবঃ।

মূল-অনুবাদ—৪৯। লোক অনলস হইয়া অবান্তর ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থে প্রবৃত্তিপ্রদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মবিষয়ে কুশল হয়।

টীকা-অনুবাদ—৪৯। ভগবানে রতিই গৌণ ও মুখ্য সকল কর্মের মুখ্য ফল—ইহা সকলশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সকল গৌণ কর্মেই জড়সুখপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ আছেই,—তাহাই অবান্তর ফল বলিয়া বিজ্ঞগণ নির্ণয় করিয়াছেন। যে-জন সেই অবান্তর ফল পরিহার করিয়া, কিম্বা সেই [অবান্তর] ফলকেও মুখ্যফলসাধক করিয়া অনলস হইয়া কর্ম করে, সেই ব্যক্তিই কর্মবিষয়ে কুশল হয়—অর্থাৎ সে-ই কর্মচতুর সারগ্রাহী; আর, অপর সকলে শর্করাবহনকারী বলীবর্দ্দের ন্যায় কর্ম ও তাহার অবান্তর ফল বৃথা বহন করে—ইহাই ভাব।

**ক্বচিৎ সাক্ষাৎ ক্বচিদ্ গৌণং কর্ম ভক্তিপ্রয়োজকম্।
আদ্যং তচ্ছ্রবণাদৌ তু চান্ত্যং বর্ণাশ্রমাদিষু॥ ৫০॥**

অন্বয়—৫০। ভক্তিপ্রয়োজকং (ভক্তিপ্রবর্ত্তক) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্বচিৎ (কোথাও) সাক্ষাৎ (মুখ্য), ক্বচিৎ (কোথাও) গৌণম্ (গৌণ হয়)। শ্রবণাদৌ (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে) আদ্যং (প্রথমোক্ত—সাক্ষাৎ) তৎ (কর্ম) চ বর্ণাশ্রমাদিষু (এবং বর্ণাশ্রমাদিতে) অন্ত্যং তৎ (শেষোক্ত অর্থাৎ গৌণ কর্ম)।

টীকা—৫০। ভক্তিপ্রয়োজকং কর্ম্মাপি দ্বিবিধং—মুখ্যং গৌণঞ্চ। যস্মিন্ যস্মিন্ কর্ম্মণি ভক্তিভিন্নং ফলং নাস্তি, তত্তৎ কর্ম্ম সাক্ষাৎ ভক্তি-প্রয়োজকম্; তচ্চ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপম্। তত্তৎ কর্ম যদি ভগবদুদ্দেশকং ন ভবতি—লোকরক্ষার্থং ভবতি, তর্হি ভক্তিসাধনে ব্যাঘাতমাত্রং ত্ববান্তর-ফলোৎপাদকং ভবতি। তস্মাৎ তত্তৎকর্ম্মময়ভক্ত্যঙ্গানাং কর্ম্মভিন্নত্বম্, ভক্তিনাম্না পরিচেয়ত্বঞ্চ। অতএব ভক্তিবিচারে ইদং বিচার্য্যং ভবতি, বর্ণাশ্রমরূপ-সামাজিকব্যবস্থাগত-নিত্যনৈমিত্তিকাদি- কর্ম্মদানতপঃস্বাধ্যায়েষ্টা-পূর্ত্তব্রতাদয়স্তু গৌণতয়া ভক্তিপ্রয়োজকানি কর্ম্মাণি ভবন্তি। ইষ্টাপূর্ত্তাদৌ তু পুণ্যোদ্দেশ্যকানাং পাঠশালা-চিকিৎসালয়াদীনামপি প্রবেশঃ। তানি সর্ব্বাণি বহুফলযুক্তানি, কদাচিদিন্দ্রিয়পরাণি কদাচিদ্বা ভগবৎপরাণি ভবন্তি। যত্র যত্র তেষামিন্দ্রিয়সুখ-বিষয়সুখপরত্বং, তত্র তত্র তেষাং ভগবদ্বহির্ম্মুখত্বং জড়ত্বঞ্চ জীবানাং স্বধর্ম্মবিরুদ্ধত্বঞ্চ। কর্ম্মজড়াস্তু এতদ্বিপরীতং বদন্তি তেষাং সিদ্ধান্তস্তু শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারবিরুদ্ধঃ। তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ইজ্যাচারদমাহিংসা-দান-স্বাধ্যায়-কর্ম্মণাম্। অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্-যোগেনাত্মদর্শনম্॥" ইতি; ভাগবতে (১০।৪৭।২৪) চ "দানব্রততপোহোম-জপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥" ইতি। ব্যতিরেকবিচারেঽপি বহির্ম্মুখকর্ম্মণাং নিন্দা শাস্ত্রে ভূয়সা শ্রূয়তে,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥" ইত্যাদৌ চ শ্রীভাগবতে (১।২।৮)। (টীকা—৫০)

মূল-অনুবাদ—৫০। ভক্তিপ্রবর্ত্তক কর্ম্ম কোথাও সাক্ষাৎ বা মুখ্য, কোথাও বা গৌণ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে প্রথমোক্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রমাদিতে শেষোক্ত বা গৌণ কর্ম্ম।

টীকা-অনুবাদ—৫০। ভক্তিপ্রবর্ত্তক কর্মও দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যে যে কর্মে ভক্তিভিন্ন ফল নাই, সেই সকল কর্ম সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তির প্রবর্ত্তক,—উহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম। সেই সেই কর্ম যদি ভগবান্কে উদ্দেশ না করিয়া লোকরক্ষার্থ উদ্দেশ্যে হয়, তাহা হইলে তাহা ভক্তিসাধনের ব্যাঘাতমাত্র এবং অবান্তর ফল উৎপাদন করে। সেইহেতু নানা কর্মময় ভক্ত্যঙ্গসকলের কর্ম হইতে অভিন্নতা ও ভক্তিনামে পরিচয়। অতএব ভক্তিবিচারে বিচার্য্য এই,—বর্ণাশ্রমরূপ সামাজিক ব্যবস্থাগত নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম, দান, তপঃ, বেদপাঠ, ইষ্টাপূর্ত্ত ও ব্রত প্রভৃতি গৌণভাবে ভক্তিপ্রবর্ত্তক কর্ম বটে। পুণ্যোদ্দেশ্য-বিশিষ্ট পাঠশালা-চিকিৎসালয় প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত। সেই সমস্ত বহুফলযুক্ত, কখনও বা ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করে, কখনও বা ভগবান্কে লক্ষ্য করে। যেখানে যেখানে তাহারা ইন্দ্রিয়সুখপর ও বিষয়সুখপর, সেই সকল স্থলে তাহাদের ভগবদ্বহির্মুখভাব, জড়তা ও জীবের স্বধর্ম-বিরোধিতা। কর্মজড়গণ ইহার বিপরীত কথা বলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচারের বিরুদ্ধ। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"ইজ্যা, আচার, দম, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায়, কর্ম—এই সকল অপেক্ষা যোগবলে আত্মদর্শন (ভগবদ্দর্শন) শ্রেষ্ঠ ধর্ম।" শ্রীভাগবতে—"দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম ও অন্য বিবিধ শ্রেয়োদ্বারা কৃষ্ণে ভক্তিই

ইন্দ্রিয়ার্থে পরিজ্ঞাতে তত্ত্বজ্ঞানং ভবেন্ন হি।
সম্বন্ধাবগতির্যত্র তত্র জ্ঞানং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—৫১। ইন্দ্রিয়ার্থে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়) পরিজ্ঞাতে (সম্যক্ জ্ঞাত হইলেও) তত্ত্বজ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) ন হি ভবেৎ (অবশ্যই হয় না)। যত্র (যাঁহাতে) সম্বন্ধাবগতিঃ (সম্বন্ধজ্ঞান আছে), তত্র (তাহাতে) সুনির্মলং (বিশুদ্ধ) জ্ঞানম্ (জ্ঞান আছে)।

টীকা—৫১। ইদানীং জ্ঞানং বিবৃণোতি,—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ-কাঠিন্য-তারল্যাদিজ্ঞানং ন তত্ত্বজ্ঞানম্। তত্ত্ বস্তুনো হেয়ভাবোপলব্ধিরূপ-বিষয়জ্ঞানমেব। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে কিঞ্চিদপ্যজ্ঞাতং ন ভবতি, যচ্চিদচি-দীশ্বর-সম্বন্ধজ্ঞানং তদেব তত্ত্বজ্ঞানম্,—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি খণ্ডজ্ঞানস্য স্বরূপসুখপ্রদাতৃত্বং ঘটতে।

সাধিত হয়।" ব্যতিরেকবিচারেও বহির্মুখ কর্মের নিন্দা শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে শুনা যায়,—শ্রীভাগবতে "যে ধর্ম সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ-কথায় লোকের রতি উৎপাদন না করে, তাহা নিশ্চয়ই কেবল পরিশ্রমই।"
(টীকা-অনুবাদ—৫০)

মূল-অনুবাদ—৫১। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান-লাভে অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। যাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান আছে।

টীকা-অনুবাদ—৫১। এক্ষণে জ্ঞান বিবৃত করিতেছেন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, কাঠিন্য, তারল্য প্রভৃতির জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান নহে। তাহা বস্তুর হেয়ভাবোপলব্ধিরূপ বিষয়জ্ঞানই। যাহা জ্ঞাত হইলে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, যাহা চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। যথা শ্রুতি—"যাহা জ্ঞাত হইলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়।" খণ্ডজ্ঞানের স্বরূপগত সুখপ্রদানযোগ্যতা সম্ভব নহে।

চতুর্বিংশতিকং তত্ত্বং প্রপঞ্চং মায়িকং বিদুঃ।
পঞ্চবিংশতিকং জীবঃ ষড়্‌বিংশং প্রভুরচ্যুতঃ ॥ ৫২ ॥
জীবস্য লয়সাযুজ্যং যজ্‌জ্ঞানং তদসম্মতম্।
তস্য হি ভগবদ্দাস্যং নিত্যং শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৩ ॥
কর্ম্মজ্ঞানাঙ্গসারাণি নব-পঞ্চবিভাগতঃ।
প্রয়োজনায় যুক্তানি সর্ব্বং তদ্ভক্তিসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—৫২। [তত্ত্বজ্ঞগণ] চতুর্ব্বিংশতিকং তত্ত্বং (চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক তত্ত্বকে) মায়িকং প্রপঞ্চং (মায়ার বিস্তার বা মায়িক সমষ্টি বলিয়া) বিদুঃ (জানেন)। জীবঃ (জীব) পঞ্চবিংশতিকং (পঞ্চবিংশ তত্ত্ব); প্রভুঃ (ভগবান্) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ষড়্‌বিংশম্ (ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব)।

অন্বয়—৫৩। জীবস্য (জীবের) লয়সাযুজ্যং (লয়প্রাপ্তিতে একীভূত অবস্থা) জ্ঞানং (জ্ঞান), [এই] যৎ মতং (যে মতবাদ) তৎ (তাহা) অসৎ (অশুদ্ধ ও অনিত্য)। শাস্ত্রে জীবস্য (শাস্ত্রে জীবের) ভগবদ্দাস্যং (ভগবৎসেবা) নিত্যং (শুদ্ধ ও নিত্য বলিয়া) প্রকীর্ত্তিতম্ (বিশেষভাবে কথিত)।

অন্বয়—৫৪। নবপঞ্চবিভাগতঃ (নব ও পঞ্চ বিভাগবিশিষ্ট) [যথাক্রমে] কর্ম্মজ্ঞানাঙ্গসারাণি (কর্ম্ম ও জ্ঞানের সারভূত অঙ্গসকল) [মুখ্য] প্রয়োজনায় (প্রয়োজন-সাধনে) যুক্তানি (প্রযুক্ত হইলে) তৎ সর্ব্বং (তৎসমস্তই) ভক্তিসংজ্ঞকম্ (ভক্তিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়)।

টীকা—৫২-৫৩। ননু কিং তজ্‌জ্ঞানমিতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যাহ সিদ্ধান্তকারশ্চতুর্বিংশতিকমিতি। কেচিদ্ বদন্তি ব্রহ্মণা সহ জীবস্য লয়-সাযুজ্যলক্ষণা জীবন্মুক্তিরেব জ্ঞানমিতি। তদসৎ, যতঃ শাস্ত্রে ভগবদ্দাস্যমেব

প্রয়োজনং শব্দ্যতে। লয়সাযুজ্যে ন ভক্তিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চিদচিদীশ্বরাণাং পরস্পরসম্বন্ধজ্ঞানমেবাদ্বয়জ্ঞানং সিধ্যতি। সাংখ্যমতে চতুর্বিংশতিকং তত্ত্বং প্রাকৃতম্; তন্মধ্যে পঞ্চভূত-পঞ্চতন্মাত্র-দশেন্দ্রিয়াত্মকং স্থূলম্, মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানাং সূক্ষ্মত্বং লিঙ্গত্বঞ্চ। জীবাত্মা তু পঞ্চবিংশতিকং তত্ত্বম্; পরমাত্মা চ ষড়্বিংশতিকং তত্ত্বং ভবতি। এতত্তত্ত্বানাং সম্যগালোচনদ্বারা সংশয়রাহিত্যেন সম্বন্ধজ্ঞানমেব সিধ্যতি, যথাহুঃ শ্রীধরস্বামিপাদাঃ,—"ষড়্বিংশো দশমে ব্যক্তঃ ষড়্বিংশো দশমো হরিঃ। করোতু পঞ্চবিংশং মাং চতুর্বিংশতিতঃ পৃথক্॥" ইতি। যত্তু গোপালোপনিষদ্বাক্যেষু (উঃ বিঃ ৫৪) বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদচরিতেষু চ সাধনাঙ্গানাং মধ্যে ব্রহ্মাহমিতি ধ্যানমপি গণিতং, তত্তু দাস্যভাবান্তর্গত-স্বার্থশূন্যত্বমাত্রং, ন তু লয়সাযুজ্যম্। যদ্যপি প্রহ্লাদাদীনাং নিঃসংশয়দাস্যপরাণাং জীবানাং তন্ন দূষিতং, তথাপি সাধারণতস্তদেব ন বিধির্ভবতি। (টীকা—৫২-৫৩)

টীকা—৫৪। সম্প্রতি ভক্ত্যধিকরণমারভতে,—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" ইতি স্থূললিঙ্গোভয়নিষ্ঠানি নব সাধনভক্ত্যাত্মকভগবৎকর্ম্মাঙ্গানি। অর্চ্চনাঙ্গে তু গুর্ব্বাশ্রয়-সম্প্রদায়সংস্কার-তল্লিঙ্গধারণভগবন্নির্ম্মাল্যভক্ষণ-তদ্ব্রতাদীনি প্রত্যঙ্গানীতি শ্রীজীবগোস্বামিনা সন্দর্ভগ্রন্থে নির্ণীতানি। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাণীতি পঞ্চবিধভাবাঃ কেবলং লিঙ্গদেহনিষ্ঠত্বাদাত্মনিষ্ঠত্বাচ্চ রত্যাত্মক-জ্ঞানাঙ্গানি। যে ত্বেতানি * পঞ্চাঙ্গানি সাধয়ন্তি, তেঽপি পূর্ব্বসংস্কারাৎ স্থূলনিষ্ঠানি কানি কানি ভগবৎকর্ম্মাঙ্গাণ্যপি ভজন্ত্যদাসীনবৎ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপমঙ্গত্রয়ং বদ্ধজীবে, রূপান্তরেণ মুক্তেঽপি নিত্যম্, তস্য মুখ্যপ্রয়োজনপরত্বাৎ। তদ্ব্যতীতানামঙ্গানাং তু চিত্তত্ত্বে পর্য্যবসানমেব বিবেচনীয়ম্। সাধনভক্ত্যাত্মক-কর্ম্মাঙ্গস্য বৈধত্বম্। রত্যাত্মক-জ্ঞানাঙ্গস্য

* নবাঙ্গানি—ইতি পাঠান্তরম্

ত্বাত্মপরত্বেন সিদ্ধে জীবে ভক্তেঃ রাগাত্মকত্বং, সাধকে রাগানুগত্বঞ্চ। বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষয়েষ্বভিলাষরূপো রাগঃ শুদ্ধে পরমচৈতন্যে প্রবর্তিতশ্চেৎ শুদ্ধরাগো ভবতি। তদাত্মিকা তৎস্বরূপা রাগাত্মিকা, সা বৃত্তিঃ সিদ্ধজীবে সম্ভবতি, ন তু সাধকে। সাধকস্য তু কদাচিচ্চিদ্ধামান্তর্গতব্রজজনাদিনিষ্ঠরাগস্য সমাধিদ্বারা সন্দর্শনাৎ তদনুগমনরূপা কাচিৎ প্রবৃত্তির্জায়তে। সৈব রাগানুগা ভক্তিঃ। প্রীতিসিদ্ধৌ বৈধাঙ্গানাং স্বরূপং পরিবর্ত্ততে, জ্ঞানাঙ্গানাং তু স্বরূপং ন পরিবর্ত্ততে, পরন্তু নির্মলং ভবতি। শান্তাঙ্গে ভগবজ্জীবয়োর্ন সম্বন্ধস্তস্মাৎ রসরূপেঽপি শান্তাঙ্গে জ্ঞাননিষ্ঠা প্রবলা। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরেষু সম্বন্ধস্য তু ক্রমশো গাঢ়তা ভবতি। প্রয়োজনত্যাগো হি ভক্ত্যঙ্গানাং বৃহন্মলং, তৎ বাহ্যাসক্তৌ সাম্প্রদায়িকানাং বাহ্যদ্বেষে তু যতীনাং সম্বন্ধে বর্ত্ততে। তস্মাৎ প্রয়োজনযুক্তানি কর্মজ্ঞানাঙ্গানি ভক্তিসংজ্ঞকানীতি উক্তম্। (টীকা—৫৪)

মূল-অনুবাদ—৫২। (তত্ত্বজ্ঞগণ) চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে মায়িক প্রপঞ্চ (মায়ার বিস্তার) বলিয়া জানেন। জীব—পঞ্চবিংশ তত্ত্ব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ষড়্বিংশ তত্ত্ব।

মূল-অনুবাদ—৫৩। জীবের লয়-সাযুজ্য (লয়-প্রাপ্তিতে একত্বাবস্থা)—জ্ঞান,—এই যে মতবাদ তাহা অসৎ (অশুদ্ধ ও অনিত্য)। (অথবা, জীবের লয়প্রাপ্তিতে যে একত্ব, তাহা জ্ঞান—ইহা অসৎ মতবাদ)। ভগবদ্দাস্য জীবের নিত্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত।

টীকা-অনুবাদ—৫২-৫৩। তাহা হইলে সেই তত্ত্বজ্ঞান কি—এই পূর্ব্বপক্ষ অনুমান করিয়া সিদ্ধান্তকার "চতুর্বিংশতিকং" ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলিতেছেন। কেহ কেহ বলেন,—ব্রহ্মের সহিত জীবের

লয়সাযুজ্যরূপ জীবন্মুক্তিই জ্ঞান। তাহা যথার্থ নহে, কেননা, শাস্ত্রে ভগবদ্দাস্যই প্রয়োজনরূপে উপদিষ্ট। লয়সাযুজ্যে ভক্তি সম্ভব হয় না। অতএব চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞানই অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া সিদ্ধ হয়। সাংখ্যমতে—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির অন্তর্গত; তন্মধ্যে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র ও দশ ইন্দ্রিয়—স্থূল; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—চিত্তের সূক্ষ্ম ও লিঙ্গ-সংজ্ঞা। জীবাত্মা পঞ্চবিংশ তত্ত্ব, পরমাত্মা ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব। এই সকল তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনাদ্বারা নিঃসংশয়ে সম্বন্ধজ্ঞানই সিদ্ধ হয়। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"দশমে (স্কন্ধে) ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছেন। ষড়্‌বিংশ ও ভাগবতের দশম তত্ত্ব শ্রীহরি পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আমাকে চতুর্বিংশতি (প্রকৃতি বা মায়া) হইতে পৃথক্ (মুক্ত) করুন!" গোপালোপনিষদের বাক্যে ও বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ-চরিতে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যানকেও সাধনাঙ্গসকলের মধ্যে যে গণনা করা হইয়াছে, তাহা দাস্যভাবের অন্তর্গত স্বার্থশূন্যতামাত্র, কিন্তু লয়সাযুজ্য নহে। যদিও নিঃসন্দেহে দাস্যপরায়ণ প্রহ্লাদ প্রভৃতি জীবের পক্ষে উহা দোষজনক হয় না, তথাপি সাধারণের পক্ষে তাহা বিধি নহে।

(টীকা-অনুবাদ—৫২-৫৩)

মূল-অনুবাদ—৫৪। (যথাক্রমে) নব ও পঞ্চ বিভাগ-বিশিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞানের সারভূত অঙ্গসকল পুরুষার্থসাধনে প্রযুক্ত হইলে তৎসমস্ত ভক্তিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

টীকা-অনুবাদ—৫৪। এক্ষণে ভক্তিপ্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন—ইহারা স্থূল ও লিঙ্গ উভয়নিষ্ঠ সাধনভক্তিরূপ ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মের নয়টী অঙ্গ। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, সাম্প্রদায়িক সংস্কার, সম্প্রদায়-চিহ্ন ধারণ, ভগবানের নির্ম্মাল্য-ভক্ষণ, ভগবদ্‌ব্রতাদি অর্চ্চনাঙ্গের

প্রত্যঙ্গ বলিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'ভক্তিসন্দর্ভ'-গ্রন্থে নির্ণয় করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ ভাব কেবল লিঙ্গদেহ-নিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ বলিয়া রতিরূপ জ্ঞানাঙ্গ। কিন্তু যাঁহারা এই পঞ্চাঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারাও পূর্ব্বসংস্কারবশে স্থূলনিষ্ঠ কোন কোন ভগবৎ-কর্মাঙ্গও উদাসীনভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপ তিনটী অঙ্গ মুখ্য প্রয়োজনসাধক বলিয়া বদ্ধজীবের পক্ষে এবং রূপান্তরিতভাবে মুক্তজীবের পক্ষেও নিত্য। আর, তদ্ব্যতিরিক্ত অঙ্গসকলের চিত্তত্ত্বে পর্য্যবসানই মনে করিতে হইবে। সাধনভক্তিরূপ কর্মাঙ্গ বৈধ। রতিরূপ জ্ঞানাঙ্গ আত্মপর বলিয়া ভক্তি সিদ্ধজীবে রাগাত্মিকা এবং সাধকে রাগানুগা। বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি কামনারূপ রাগ বিশুদ্ধ পরমচৈতন্যে প্রযুক্ত হইলে শুদ্ধ রাগ হয়। তদাত্মিকা—তৎস্বরূপা, রাগাত্মিকা; সেই বৃত্তি সিদ্ধজীবে সম্ভব, সাধকে নহে। কখনও চিদ্ধামের অন্তর্গত ব্রজজনাদিতে স্থিত রাগ সমাধিদ্বারা সন্দর্শন করিবার ফলে সাধকের উহার অনুগমনরূপ এক প্রকার প্রবৃত্তি উদিত হয়। তাহাই রাগানুগা ভক্তি। প্রেমসিদ্ধিতে বৈধ অঙ্গসকলের স্বরূপগত পরিবর্ত্তন ঘটে। জ্ঞানাঙ্গসকলের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না, পরন্তু নির্ম্মল হয়। শান্তভাবরূপ অঙ্গে ভগবান্ ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ হয় না, অতএব রসজাতীয় হইলেও শান্ত-অঙ্গে জ্ঞাননিষ্ঠা প্রবল। কিন্তু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে (শ্রীভগবান্ ও জীবের) সম্বন্ধের ক্রমশঃ গাঢ়তা আছে। (মুখ্য) প্রয়োজনত্যাগই ভক্ত্যঙ্গ-সকলের পক্ষে বৃহৎ মলস্বরূপ, তাহা সাম্প্রদায়িকগণের সম্বন্ধে বাহ্য বস্তুর আসক্তিতে এবং যতিগণের বাহ্যবস্তুর বিদ্বেষে বিদ্যমান। অতএব প্রয়োজনের সহিত সংযুক্ত কর্ম-জ্ঞানাঙ্গসকলের ভক্তিসংজ্ঞা হয়—ইহা কথিত হইল। (টীকা-অনুঃ—৫৪)

বদ্ধে প্রাপঞ্চিকং কর্ম মুক্তে হেয়ত্ববর্জিতম্ ।
নিযুক্তং ভগবদ্দাস্যে ভক্তিরেব সনাতনী ॥ ৫৫ ॥
ভক্তিস্তু ভগবৎপ্রীতেরনুশীলনধর্ম্মিণী ।
ভ্রাতৃবোধাত্মিকান্যত্র স্বস্মিন্ দাস্যাত্মিকা হরেঃ ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বজীবে দয়ারূপা সর্ব্বানন্দবিধায়িনী ।
সর্ব্বেষাং নিত্যধর্ম্মেষু প্রবৃত্তেশ্চ প্রচারিণী ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—৫৫। ভগবদ্দাস্যে (ভগবানের সেবায়) নিযুক্তং (নিযুক্ত) কর্ম (কর্ম্ম) বদ্ধে (বদ্ধজীবের সম্বন্ধে) প্রাপঞ্চিকং (মায়িক সম্বন্ধযুক্ত), [কিন্তু] মুক্তে (মুক্তজীবের সম্বন্ধে) হেয়ত্ববর্জ্জিতম্ (হেয়ভাবরহিত হয়) ; তদেব (তাহাই) সনাতনী (নিত্যা) ভক্তিঃ (ভক্তি) ।

অন্বয়—৫৬-৫৭। তু (বস্তুতঃ) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভগবৎপ্রীতেঃ (ভগবানের প্রীতির) অনুশীলনধর্ম্মিণী (অনুশীলনরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টা) । [ইহা] স্বস্মিন্ (নিজের সম্বন্ধে) হরেঃ (শ্রীহরির) দাস্যাত্মিকা (দাসত্বরূপা), অন্যত্র (অন্যের সম্বন্ধে) ভ্রাতৃবোধাত্মিকা (ভ্রাতৃজ্ঞান-বিশিষ্টা), সর্ব্বজীবে (সকল জীবের প্রতি) দয়ারূপা (করুণারূপিণী), সর্ব্বানন্দবিধায়িনী (সকলের আনন্দ-বিধানকারিণী) চ (এবং) নিত্য-ধর্ম্মেষু (নিত্যধর্ম্মের ব্যাপারসমূহে) প্রবৃত্তেঃ (প্রবৃত্তির) প্রচারিণী (প্রচারকারিণী) ।

টীকা—৫৫। ভক্ত্যঙ্গং কর্ম বদ্ধজীবে স্বভাবতঃ প্রপঞ্চসম্বন্ধি, মুক্তে তু প্রপঞ্চসম্বন্ধরূপ-হেয়ত্ব-বর্জিতং ভবতি, ন তু নৈষ্কর্ম্যরূপলয়ং প্রাপ্নোতি, ভগবদ্দাস্যস্য নিত্যত্বাৎ, অপ্রাকৃতস্য কর্মণোঽপি দাস্যরূপত্বাচ্চ ।

টীকা—৫৬-৫৭। ভক্তের্ভগবৎপ্রীত্যনুশীলনরূপত্বমন্যত্র বিবৃতম্ । ভক্ত্যুদয়ে নরাণামন্যান্যনরেষু ভ্রাতৃবোধো জায়তে ভগবৎপ্রীতি-সম্বন্ধাৎ ; স্বস্মিংশ্চ ভগবদ্দাস্যবোধশ্চ প্রকটতে। ভক্তানাং সর্ব্বেষু জীবেষু দয়া

স্বভাবতো বর্ত্ততে, সর্ব্বেষামানন্দবিধানপ্রবৃত্তিশ্চ জায়তে। যদি চ সর্ব্বজীবানাং দেহগেহসম্বন্ধসুখসম্বর্দ্ধনার্থং ভক্তানাং যত্নোঽস্তি, তথাপি তেষাং নিত্যধর্ম্ম-প্রবৃত্ত্যুৎপাদনকার্য্যে ভক্তানাং পরমানন্দো ভবতীতি ভাবঃ। (টীকা—৫৬-৫৭)

মূল-অনুবাদ—৫৫। ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কর্ম্ম বদ্ধ-জীবের সম্বন্ধে মায়িকসম্বন্ধযুক্ত, (কিন্তু) মুক্তজীবের সম্বন্ধে হেয়তাশূন্য ; তাহাই সনাতনী ভক্তি।

টীকা-অনুবাদ—৫৫। ভক্ত্যঙ্গ কর্ম বদ্ধজীব-সম্বন্ধে স্বভাবতঃ মায়িকসম্বন্ধবিশিষ্ট, আর মুক্তজীব-সম্বন্ধে মায়িকসম্বন্ধরূপ-হেয়ত্ববর্জ্জিত হয়। উহা নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ লয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, ভগবদ্দাস্য নিত্য, অপ্রাকৃত কর্মও ভগবানের দাস্যস্বরূপ।

মূল-অনুবাদ—৫৬-৫৭। বস্তুতঃ ভক্তি ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টা। ইহা নিজের সম্বন্ধে শ্রীহরির দাসত্বরূপা, অন্যের সম্বন্ধে ভ্রাতৃজ্ঞানবিশিষ্টা, সকলজীবের প্রতি দয়ারূপা, সকলের আনন্দ-বিধানকারিণী এবং নিত্যধর্ম্মসমূহে প্রবৃত্তির প্রচারকারিণী।

টীকা-অনুবাদ—৫৬-৫৭। ভগবৎপ্রীতির অনুশীলন ভক্তির স্বরূপ—ইহা অন্যস্থলে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তির উদয়ে ভগবৎপ্রীতির সম্বন্ধ হইতে লোকের অপর লোকের প্রতি ভ্রাতৃজ্ঞান জন্মে এবং নিজের প্রতি ভগবদ্দাস-জ্ঞানও প্রকাশ পায়। ভক্তগণের স্বভাবতঃ সকল জীবের প্রতি দয়া থাকে এবং সকলের আনন্দবিধানে প্রবৃত্তি জন্মে। যদিও সকল জীবের দেহ-গেহসম্বন্ধীয় সুখবর্দ্ধনার্থ ভক্তগণের যত্ন হয়, তথাপি নিত্যধর্মে (ভগবৎসেবায়) তাহাদের প্রবৃত্তি-উৎপাদনকার্য্যে ভক্তগণের বিশেষ আনন্দ হয়—এই ভাবার্থ।

বিরক্তির্বৈমুখ্যোচ্ছেদে জ্ঞানঞ্চান্যনিষেধনে।
দৌবারিকৌ নিযুক্তৌ দ্বৌ ভক্তিবাধানিবর্ত্তকৌ ॥ ৫৮ ॥
প্রীত্যাত্মিকা যদা ভক্তির্বিরক্তি-জ্ঞান-কর্মণাম্।
ভিন্নভাবেঽপি তৎসর্ব্বং প্রীতাবেকাত্মতাং ভজেৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়—৫৮। বৈমুখ্যোচ্ছেদে (শ্রীভগবদ্বিমুখতার উচ্ছেদকার্য্যে) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) চ (এবং) অন্যনিষেধনে (অপর সকলের নিষেধ-কার্য্যে) জ্ঞানং (জ্ঞান)—[এই] দ্বৌ (দুইটী) দৌবারিকৌ (দ্বারপাল-রূপে) নিযুক্তৌ (নিযুক্ত হইয়া) ভক্তিবাধানিবর্ত্তকৌ (ভক্তিবিঘ্ন-নিবারক হয়)।

অন্বয়—৫৯। যদা (যখন) ভক্তিঃ (ভক্তি) প্রীত্যাত্মিকা (প্রেমরূপা হয়), [তখন] বিরক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মণাং (বৈরাগ্য, জ্ঞান ও কর্ম্মের) ভিন্নভাবে অপি (ভেদ-সত্ত্বেও) তৎসর্ব্বং (সেই সমস্ত) প্রীতৌ (প্রেমেতে) একাত্মতাং (একস্বরূপতা) ভজেৎ (প্রাপ্ত হয়)।

টীকা—৫৮। নন্বু যদি কর্মাঙ্গানি কেবলং প্রীতিরূপং প্রয়োজনং সাধয়ন্তি, তর্হি জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃ কিং প্রয়োজনমিত্যাশঙ্ক্যাহ,—বিরক্তি-রিতি। কর্মণি যদীশবৈমুখ্যং, তদুচ্ছেদকং বৈরাগ্যম্ কেবলং সংসার-সম্বন্ধেষ্বেব এব, ন বৈরাগ্যম্। তদেব ফল্গু বৈরাগ্যমিতি বিচারিতম্। সমন্বয়-যোগবিচার এব তৎ স্ফুটং ভাবি। জ্ঞানস্যাপি ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-পরিহার-দ্বারা বহ্বীশ্বরবুদ্ধিবিনাশদ্বারা চ ভগবৎপ্রীতিবিবর্দ্ধনরূপং কার্য্যম্। ভক্তি-রত্র রাজরাজেশ্বরী ; তস্যা বিঘ্ননিবর্ত্তনায় জ্ঞান-বৈরাগ্যৌ দ্বৌ দৌবারিকৌ নিযুক্তাবিতি বোদ্ধব্যম্।

টীকা—৫৯। নন্বু প্রীতিসিদ্ধাবপি কিং জ্ঞানকর্ম্মবৈরাগ্যাণাং পৃথগস্তিত্বং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ,—প্রীত্যাত্মিকেতি। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ

সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ-পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥” ইতি মুণ্ডক-(৩।২।৮) মন্ত্রে জীবস্য চরমাবস্থায়ামুপাধিরাহিত্যং শ্রুতম্। যথা জীবস্যোপাধিরাহিত্যং তথা তস্য প্রীতিরূপস্বধর্ম্মস্যাপি জ্ঞানকর্ম্মবৈরাগ্যাদিলক্ষণোপাধিরাহিত্যমপি বোধ্যম্ (ধার্য্যম্)। তদবস্থা তু সমাধাবালোচ্যা, ন তু বক্তব্যা। এতদবস্থায়াং তু কর্ম্মাসামর্থ্যরূপং যুক্তবৈরাগ্যং স্বাভাবিকং ভবতি। যত্নপূর্ব্বকবৈরাগ্য-বেশধারণেন কর্ম্মত্যাগশ্চ কাপট্যমিতি সারগ্রাহিসিদ্ধান্তঃ। (টীকা—৫৯)

মূল-অনুবাদ—৫৮। বিমুখতার উচ্ছেদকার্য্যে বৈরাগ্য এবং অপর-সকলের নিষেধকার্য্যে জ্ঞান—এই দুইটী দ্বারপালরূপে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিবিঘ্ন নিবারণ করে।

টীকা-অনুবাদ—৫৮। যদি কেবল কর্মাঙ্গসকল প্রীতিরূপ প্রয়োজন সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কি প্রয়োজন?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া “বিরক্তিঃ” ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। কর্মে যে ভগবদ্‌বিমুখতা, বৈরাগ্য তাহার উচ্ছেদক; কেবল সংসার-সম্বন্ধের প্রতি দ্বেষই বৈরাগ্য নহে। তাহাই ফল্গু বৈরাগ্য বলিয়া বিচারিত। সমন্বয়যোগবিচারেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। জ্ঞানেরও কার্য্য—ভুক্তিমুক্তির স্পৃহা পরিত্যাগ করাইয়া ও বহ্বীশ্বরবুদ্ধি দূর করিয়া ভগবানে প্রীতি বর্দ্ধন করা। এস্থলে ভক্তি রাজরাজেশ্বরী, তাঁহার বিঘ্ন নিবারণের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য দুইটী দ্বারপালরূপে নিযুক্ত,—ইহাই বুঝিতে হইবে।

মূল-অনুবাদ—৫৯। যখন ভক্তি প্রেমরূপা হয়, (তখন) বৈরাগ্য, জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদসত্ত্বেও সেই সমস্ত প্রীতিতে একীভাব প্রাপ্ত হয়।

দেহগেহকলত্রাণাং সমস্তজগতামপি।
অনাসক্তিবিধানেন যতন্তঃ শিবসাধনে ॥ ৬০ ॥
আরুরুক্ষুস্তথারূঢ়ঃ সম্পন্নো যোগিনস্ত্রিধা।
উর্দ্ধোর্দ্ধগামিনঃ শশ্বন্নাবদ্ধা বিধিবন্ধনে ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—৬০-৬১। দেহ-গেহ-কলত্রাণাং (দেহ, গৃহ ও স্ত্রীর) [এমন কি] সমস্তজগতাং (সমগ্র জগতের) শিবসাধনে (মঙ্গলসাধনে) যতন্তঃ অপি (যত্নবিশিষ্ট হইয়াও) অনাসক্তিবিধানেন (আসক্তি না করিবার দরুণ) বিধিবন্ধনে (বিধির বন্ধনে) ন আবদ্ধাঃ (অনাবদ্ধ), শশ্বৎ (নিত্যকাল) উর্দ্ধোর্দ্ধগামিনঃ (উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণশীল) যোগিনঃ (যোগিগণ) আরুরুক্ষুঃ, আরূঢ়ঃ তথা সম্পন্নঃ (আরুরুক্ষু, আরূঢ় ও সম্পন্ন বা সিদ্ধ)—[এই] ত্রিধা (তিনপ্রকার)।

টীকা-অনুবাদ—৫৯। প্রেমসিদ্ধিতেও কি জ্ঞান, কর্ম ও বৈরাগ্যের পৃথক্ সত্তা সম্ভব হয়?—ইহা আশঙ্কা করিয়া "প্রীত্যাত্মিকা" ইত্যাদি বলিতেছেন। "যেরূপ নদীসকল প্রবাহিত হইয়া নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে লোপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।"—মুণ্ডক-শ্রুতির এই মন্ত্রে জীবের চরম অবস্থায় উপাধিহীনতার কথা শুনা যায়। যেরূপ জীবের উপাধিশূন্যতা, সেইরূপ তাহার (সেই জীবের) প্রীতিরূপ স্বধর্ম্মেরও জ্ঞান-কর্ম-বৈরাগ্যাদিরূপ-উপাধিশূন্যতাও বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থা কিন্তু সমাধিতে অনুভবনীয়, কথায় প্রকাশ্য নহে। এই অবস্থায় কর্ম্মে অসামর্থ্যরূপ যুক্তবৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে হয়। যত্ন করিয়া বৈরাগ্যবেশ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কপটতা,—ইহা সারগ্রাহিগণের সিদ্ধান্ত।

কচিৎ কর্ম কচিজ্‌জ্ঞানং যদ্ যদা প্রীতয়ে ক্ষমম্।
কুর্ব্বন্তি যোগিনস্তত্তত্ত্যজন্তি ন ক্ষমং যদা॥ ৬২ ॥

অন্বয়—৬২। যোগিনঃ (উক্ত যোগিগণ) কচিৎ কর্ম (কোথাও কর্ম), কচিৎ জ্ঞানং (কোথাও জ্ঞান)—যদা (যখন) যৎ (যাহা) প্রীতয়ে (প্রেম-সম্পাদনের) ক্ষমং (উপযোগী)—তৎ (তাহা) কুর্ব্বন্তি (অনুষ্ঠান করেন); যদা (যখন) [প্রীতির] ন ক্ষমং (অনুপযোগী), তৎ (তাহা) ত্যজন্তি (পরিত্যাগ করেন)।

টীকা—৬০-৬২। ইদানীং কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং পরস্পরসমন্বয়-যোগং বদতি সিদ্ধান্তকারঃ। সমন্বয়যোগিনস্ত্রিবিধাঃ—আরুরুক্ষুরারূঢ়ঃ সম্পন্নশ্চ। কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং সম্বন্ধে যে তু খণ্ডসাধকাস্তেষাং মধ্যেঽপি দ্বিবিধাধিকারিণঃ সারগ্রাহিণো ভারবাহিনশ্চেতি। যে তু ভারবাহিনস্তেষাং তত্তৎকর্ম্মণি শ্রম এব শ্রেয়স্তদ্দ্বারা পাপাদেরনবকাশাৎ। কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তং তু তেষামেব প্রয়োজনম্। সারগ্রাহিণাং তূর্দ্ধগমন-প্রবৃত্ত্যা সমন্বয়যোগা-রোহণেচ্ছা প্রবলা। তেঽতিশীঘ্রমারূঢ়া ভবন্তি। আরূঢ়াঃ সন্তঃ ক্রমশঃ সাধনবলাৎ নিজসারগ্রহণবৃত্তিবলাচ্চাতিশীঘ্রং সম্পন্না ভবন্তি। আরুরুক্ষূণাং পাপক্ষালনার্থমনুতাপ এব প্রায়শ্চিত্তমারূঢ়ানাং তু কেবলং হরিস্মরণমেব তৎ। অত্র পরীক্ষিৎ-খট্বাঙ্গাদেশ্চরিতানি দ্রষ্টব্যানি। ন হ্যেতে যোগিনঃ কেবলং কর্ম্মপরা জ্ঞানপরা বৈরাগ্যপরা বা। সমন্বয়যোগাজ্ঞানাৎ প্রমাদাদ্বা খণ্ড-জ্ঞানিনো বৈরাগ্যাদৌ পৃথক্ পৃথক্ স্নেহানুবন্ধং কুর্ব্বন্তি,—কদাচিৎ কর্ম্ম-জড়াঃ সন্তঃ বৈরাগ্যং নিন্দন্তি, কদাচিজ্‌জ্ঞানপরাঃ সন্তঃ দেহ-গেহ-কলত্রা-দীনাং শিবসাধনে বিরক্তা ভবন্তি। কিন্তু সমন্বয়যোগিনঃ সর্ব্বদা সর্ব্বেষাং বদ্ধাবস্থায়াং ভগবতি প্রীতিসাধকানাং দেহগেহকলত্রাদীনাং মঙ্গলসাধনার্থং যত্নবন্তোঽপি ঊর্দ্ধগমনবৃত্ত্যা বিধিনিষেধানাং তাৎপর্য্যমাত্রং স্বীকৃত্য ক্রমশঃ প্রেমসম্পত্তিং লভন্তে। যদা যৎ কর্ম্ম যজ্‌জ্ঞানং বা ভক্তিসাধকং, তদা

তদপি পরমযত্নেন কুর্ব্বন্তি, কস্মিংশ্চিদপি সময়ে দেশকালপাত্রবিচারেণ যদি তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রীতির্ন বর্দ্ধতে, তর্হি তৎ কর্ম্ম জ্ঞানং বা নিতান্তহেয়বুদ্ধ্যা ত্যজন্তীতি তেষাং পরমরহস্যম্। এতদ্রহস্যে খণ্ডবুদ্ধিভারবাহিনাং কদাচিদপি ন প্রবেশো দৃশ্যতে। যোগারূঢ়কালে তেষাং কষায়াণাং ক্রমশো দহনমেব দৃশ্যতে। স্বময়ে সময়ে যদকর্ম্ম-বিকর্ম্মাদের্ঘটনং ভবতি, তদপি পরিণামে কর্ম্মনির্ব্বাণরূপফলত্বাৎ সংসারদুর্গতিফলকং ন ভবতি। সম্পন্নভূতস্য জীবস্য কষায়াভাবঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীনারদচরিতে। এতদ্বিচারতঃ প্রীতিসম্পন্নানাং জীবানাং ভগবতি প্রীত্যাধিক্যাৎ জড়কৃতিচালনাক্ষমতাবশতঃ ঋষভ-জড়ভরতাদিবৎ নৈসর্গধর্ম্মেণ ক্রমশঃ সংসারনিবৃত্তিমপি স্বীকুর্ম্মো বয়ম্। কেবলং তত্ত্বচ্ছলমবলম্ব্য ধূর্ত্তানাং সংসারপরিত্যাগ এব নিন্দ্যতেঽসারভারত্বাৎ। (টীকা—৬০-৬২)

মূল-অনুবাদ—৬০-৬১। দেহ, গেহ ও স্ত্রীর, (এমন কি) সমস্ত জগতের মঙ্গলসাধনে যত্নবান্ হইয়াও অনাসক্তির বিধানবলে বিধিবন্ধনে অনাবদ্ধ, সর্ব্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণশীল যোগিগণ আরুরুক্ষু, আরূঢ় ও সম্পন্ন (সিদ্ধ)—এই তিন প্রকার।

মূল-অনুবাদ—৬২। (উক্ত) যোগিগণ কোথাও কর্ম্ম, কোথাও বা জ্ঞান—যখন যাহা প্রীতিসম্পাদনের উপযোগী—তাহা অনুষ্ঠান করেন ; যখন অনুপযোগী, (তখন) তাহা ত্যাগ করেন।

টীকা-অনুবাদ—৬০-৬২। এক্ষণে সিদ্ধান্তকার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়যোগ বলিতেছেন। সমন্বয়যোগী তিন প্রকার—আরুরুক্ষু, আরূঢ় ও সম্পন্ন। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-সম্বন্ধে যাহারা খণ্ডসাধক, তাহাদের মধ্যেও দুই প্রকার অধিকারী—সারগ্রাহী ও ভারবাহী।

যাহারা ভারবাহী, তাহাদের পক্ষে নানা কর্মে পরিশ্রমই শ্রেয়ঃ ; কারণ, উহার (পরিশ্রমের) দ্বারা পাপপ্রভৃতির অবকাশ ঘটে না। কর্মপ্রায়শ্চিত্ত তাহাদেরই প্রয়োজন। আর, সারগ্রাহিগণের ঊর্দ্ধগমনপ্রবৃত্তিবশতঃ সমন্বয়যোগে আরোহণেচ্ছা প্রবল। তাহারা অতিশীঘ্র "আরূঢ়" হইয়া পড়ে। "আরূঢ়" হইয়া ক্রমশঃ সাধনবলে ও স্বীয় সারগ্রহণ-বৃত্তিবলে অতিশীঘ্র "সম্পন্ন" হয়। আরুরুক্ষুগণের পক্ষে পাপক্ষালনের জন্য অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত, আর আরূঢ়গণের পক্ষে কেবল হরিস্মরণই সেই প্রায়শ্চিত্ত। এস্থলে পরীক্ষিৎ, খট্বাঙ্গ প্রভৃতির চরিত আলোচনীয়। এইসকল যোগী শুধু কর্মপর, জ্ঞানপর বা বৈরাগ্যপর নহে। সমন্বয়-যোগজ্ঞানের অভাবে অথবা প্রমাদবশতঃ খণ্ডজ্ঞানিগণ বৈরাগ্যাদি-বিষয়ে পৃথগ্ভাবে নির্বন্ধসহকারে প্রীতি করিয়া থাকে,—কখনও কর্মজড় হইয়া বৈরাগ্যের নিন্দা করে, কখনও বা জ্ঞানপরায়ণ হইয়া দেহ, গেহ ও কলত্রের হিতসাধনে বিরক্ত হয়। কিন্তু সমন্বয়যোগিগণ বদ্ধাবস্থায় ভগবৎ-প্রীতিসাধনের সহায়স্বরূপ দেহ গেহ ও কলত্রপ্রভৃতি সকলের মঙ্গল-সাধনে সকল সময়ে যত্নবান্ হইয়াও ঊর্দ্ধগতিলাভের প্রবৃত্তিবলে বিধিনিষেধ-সকলের তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রেমসম্পদ্ লাভ করিয়া থাকে। যখন যে কর্ম বা যে জ্ঞান ভক্তির সহায়ক হয়, তখন তাহাও পরম যত্নে সম্পাদন করে ; যদি কোনও সময়ে দেশকালপাত্র-বিচারে উহাদ্বারা ভগবৎপ্রীতির বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে নিতান্ত হেয়বুদ্ধিতে সেই কর্ম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে—ইহাই পরম রহস্য। এই রহস্যে খণ্ডবুদ্ধি ভারবাহিগণের প্রবেশ কখনও দেখা যায় না। যোগারূঢ়কালে সেইসকল কষায় ক্রমশঃ দগ্ধ হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে অকর্ম ও বিকর্মাদির যে সংঘটন হয়, তাহাও পরিণামে কর্মনির্ব্বাণরূপ ফল প্রাপ্ত হয় বলিয়া সাংসারিক দুর্গতিরূপ ফলদায়ক হয় না। সম্পন্নাবস্থাপ্রাপ্ত

প্রয়োজনঞ্চ জীবানাং ন মুক্তির্লয়লক্ষণা।
ন ভুক্তিঃ সম্পদাং কিন্তু প্রীতিঃ কৃষ্ণাশ্রয়াত্মিকা ॥ ৬৩ ॥
অশুদ্ধবুদ্ধয়ো বাল্যাচ্ছাস্ত্রাণাং ভারবাহিনঃ।
অসচ্ছিক্ষাবিমূঢ়া যে ন চোর্দ্ধগমনে রতাঃ ॥ ৬৪ ॥
সম্প্রদায়মলাসক্তা ন যোগেন সমন্বিতাঃ
জাত্যাদের্মলসংযুক্তা বদন্ত্যন্যৎ প্রয়োজনম্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—৬৩। সম্পদাং (ঐশ্বর্য্য বা বিষয়ের) ভুক্তিঃ (ভোগ) জীবানাং (জীবমাত্রের) প্রয়োজনং ন (বাস্তব লক্ষ্য বা পুরুষার্থ নহে), লয়লক্ষণা (সাযুজ্যলয়রূপা) মুক্তিঃ চ (মুক্তিও) ন [প্রয়োজন] (নহে); কিন্তু (কিন্তু) কৃষ্ণাশ্রয়াত্মিকা (কৃষ্ণে শরণাগতিবিশিষ্ট) প্রীতিঃ (প্রেম) [জীবের প্রয়োজন]।

অন্বয়—৬৪-৬৫। বাল্যাৎ (বাল্যকাল হইতে) যে (যাহারা) অশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (মলিনবুদ্ধিবিশিষ্ট), [যাহারা] শাস্ত্রাণাং (সকল শাস্ত্রের) ভারবাহিনঃ (ভারবাহী), অসচ্ছিক্ষাবিমূঢ়াঃ (অসৎ শিক্ষাহেতু অজ্ঞান), ঊর্দ্ধগমনে (উন্নতিলাভে) ন রতাঃ (চেষ্টাহীন), সম্প্রদায়মলাসক্তাঃ (সম্প্রদায়গত মলে আসক্ত), যোগেন ন সমন্বিতাঃ (সাধনবিহীন), জাত্যাদেঃ (জন্ম প্রভৃতির) মলসংযুক্তাঃ (দোষসম্পন্ন), [এই সকলেই] অন্যৎ (উক্ত প্রীতি ব্যতীত অপর কিছুকে) প্রয়োজনং (মুখ্যসাধ্য বা পুরুষার্থ) বদন্তি (বলিয়া থাকে)।

জীবের কষায়াভাব শ্রীনারদের চরিতে প্রসিদ্ধ। এই বিচারে প্রীতি-সম্পন্ন জীবগণের ভগবানে প্রীতির আধিক্যহেতু জড়কার্য্য-পরিচালনে অক্ষমতা-বশতঃ ঋষভদেব জড়ভরত প্রভৃতির ন্যায় নৈসর্গিকভাবে ক্রমিক সংসার-নিবৃত্তিও আমরা স্বীকার করি। কেবল নানা ছল অবলম্বনে ধূর্ত্তগণের সংসার-ত্যাগই অসার বলিয়া নিন্দিত হয়। (টীকা-অনুবাদ—৬০-৬২)

টীকা—৬৩-৬৫। মুখ্যবিচারে সমস্তজগতাং কিং প্রয়োজনমিতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যাহ,—প্রয়োজনঞ্চেতি। সম্যক্ ফলং প্রয়োজনমিতি বোধ্যম্। খণ্ডসাধকা যদি জ্ঞানিনো ভবন্তি, তর্হি লয়লক্ষণা মুক্তিরেব প্রয়োজনমিতি বদন্তি তদর্থং যতন্তি চ। তে যদি কর্ম্মিণস্তর্হি সম্পদাং ভুক্তিরেব প্রয়োজনমিতি স্থাপয়ন্তি। পরন্তু প্রবৃত্তিরেব মূলীভূতা। সা তু সংসর্গবলাৎ সংস্কারবলাচ্চ সঙ্কোচবিকচাত্মকধর্ম্মং ভজতি। স্বভাবতো জীবানাং ভগবতি প্রীতিরেব প্রবৃত্তিঃ। সা প্রবৃত্তির্বহির্ম্মুখজীবানাং সম্বন্ধে বিষয়েষু পরিণমতে, বিষয়াসক্তিরূপা ভবতীত্যর্থঃ। সা যদি পুনঃ স্বাং পূর্ব্বাং প্রকৃতিং ভজতে, তর্হি শিবম্, অন্যথা সর্ব্বমনর্থকম্। বাল্যাজ্জীবানাং যদি কুসংসর্গাদসচ্ছিক্ষা-সম্প্রদায়দৌরাত্ম্যখণ্ডভাব-শাস্ত্রভারবাহিত্ব-জাতিবিদ্বেষাদি-দোষেণ বুদ্ধিরশুদ্ধা ভবতি, তর্হি ভুক্তিমুক্তিপ্রভৃতি-স্পৃহা বলবতী ভূত্বা ভগবৎপ্রীতিং সঙ্কোচয়তি। এতৎসঙ্কোচনবশাৎ প্রীতেঃ প্রয়োজনত্বং ন মন্যন্তে মন্দভাগ্যাঃ। বস্তুতঃ শুদ্ধা ভগবৎপ্রীতিরেব পরমপুরুষার্থত্বেনাদরণীয়া।

মূল-অনুবাদ—৬৩। বিষয়ের ভোগ জীবের (বাস্তব) প্রয়োজন (পুরুষার্থ) নহে, লয়রূপা মুক্তিও (প্রয়োজন) নহে ; কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়স্বরূপা প্রীতি (জীবের প্রয়োজন বা বাস্তব পুরুষার্থ)।

মূল-অনুবাদ—৬৪-৬৫। যাহারা বাল্যকাল হইতে মলিনবুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহারা শাস্ত্রের ভারবাহী, অসৎ শিক্ষার ফলে অজ্ঞান, উন্নতিলাভে বিরত, সম্প্রদায়ের মলে আসক্ত, যোগ বা সাধনবিহীন, জন্মপ্রভৃতির দোষযুক্ত—(ইহারা) অন্য কিছুকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলিয়া থাকে।

ভুক্তয়ো মুক্তয়ঃ কিন্তু ন নিবার্য্যাঃ কদাচন।
তা গৌণফলরূপেণ সেবন্তে সাধকং কিল ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—৬৬। কিন্তু ভুক্তয়ঃ (কিন্তু ভোগ) [ও] মুক্তয়ঃ (মোক্ষ) কদাচন (কখনও) ন নিবার্য্যাঃ (বারণ করা যায় না)। তাঃ কিল (তাহারা) গৌণফলরূপেণ (গৌণফলরূপে) সাধকং (সাধকের) সেবন্তে (সেবা করিয়া থাকে)।

টীকা-অনুবাদ—৬৩-৬৫। মুখ্যবিচারে সমস্ত জগতের প্রয়োজন কি ?—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে "প্রয়োজনঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। সম্যক্ ফলকে প্রয়োজন বলিয়া জানিতে হইবে। খণ্ড-সাধকগণ যদি জ্ঞানী হয়, তাহা হইলে লয়রূপা মুক্তিকেই প্রয়োজন বলিয়া থাকে এবং ঐ উদ্দেশ্যে যত্ন করিয়া থাকে। যদি তাহারা কর্ম্মী হয়, তাহা হইলে বিষয়ভোগকেই প্রয়োজন বলিয়া স্থাপন করে। কিন্তু প্রবৃত্তি বা রুচিই মূলস্বরূপ ; উহা সঙ্গপ্রভাবে ও সংস্কারপ্রভাবে সঙ্কোচাত্মক বা বিকচাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ভগবানে প্রীতিই জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। বহির্ম্মুখ জীবগণের সম্বন্ধে সেই প্রবৃত্তি বিষয়ে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিষয়াসক্তিরূপিণী হয়। উহা যদি পুনরায় পূর্ব্বস্বভাব গ্রহণ করে, তবে মঙ্গল, অন্যথা সমস্তই ব্যর্থ। যদি জীবের বাল্যকাল হইতে কুসংসর্গ-ফলে অসৎ শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্য, খণ্ডভাব (সঙ্কীর্ণতা), শাস্ত্রের ভারবাহিতা, জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি দোষে বুদ্ধি মলিন হয়, তাহা হইলে ভোগ-মোক্ষ প্রভৃতির স্পৃহা বলবতী হইয়া ভগবৎ-প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। মন্দভাগ্যগণ এই সঙ্কোচভাববশে প্রেমের পুরুষার্থতা বা (পুরুষার্থ-স্বরূপ) বুঝিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া সমাদরযোগ্য।

টীকা—৬৬। যদ্যেবং তর্হি কথং সাধকাঃ প্রাণান্ ধারয়ন্তি, সিদ্ধাশ্চ কথং জীবন্তীতি সংশয়মাশঙ্ক্যাহ,—ভুক্তয় ইতি। সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদবান্তরফলমস্তি। উপাসনায়ামপি স্বসুখং পরিদৃশ্যতে। নিঃস্বার্থ-জগন্মঙ্গল-কার্য্যেষ্বপি কথঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরাণি দৃশ্যন্তে। যথা ধূম্রযান-তড়িদ্বার্ত্তাবহাদিষু, যদি চ তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপং পরং ফলমস্তি জ্ঞানচালনেন সাধু-দর্শনার্থং দূরদেশপর্য্যন্তং শরীরচালনেন চ, তথাপি দূরদেশদর্শন-গৃহবার্ত্তা-নির্ব্বাহাদিরূপাবান্তরফলরূপা ভুক্তিরপি দৃশ্যতে; বৈষ্ণবসন্ততিজননাদিদ্বারা যদ্যপি জগতাং প্রীতিসাধনরূপং পরমসুখমস্তি মুখ্যফলং, তথাপীন্দ্রিয়সুখা-দিকমপ্যনিবার্য্যম্। সম্বন্ধজ্ঞানান্মুক্তিরপ্যনিবার্য্যা ভগবদ্দাসানাম্,—"মুক্তি-র্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" ইতি ভাগবত-(২।১০।৬) বচনাৎ। এবম্ভূতান্যবান্তরফলানি সর্ব্বকার্য্যেষু সন্তি; তস্মাৎ সারগ্রাহিণাং ভক্তানাং তত্তৎফলমপি প্রীতিসাধনরূপ-প্রয়োজনস্যোপায়ত্বেন পর্য্যবসনীয়ম্। কর্ম্ম-ফলমাত্মসাৎকুর্ব্বতো বহির্মুখস্য জীবস্য ভুক্তিমুক্তিপ্রভৃতয় এব বাধকাঃ, কিন্তু সারগ্রাহিণাং সম্বন্ধে তৎসর্ব্বমেব প্রয়োজনসাধকং ভবতি। সারগ্রাহি-জনাঃ কদাচিদপ্যবান্তরফলং নান্বেষয়ন্তি। কিন্তু তত্তৎফলমেব স্বয়মাগত্য সাধকং প্রীতিসাধনসাহায্যেন সেবত ইতি ভাবঃ।

মূল-অনুবাদ—৬৬। কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তিকে কখনও নিবারণ করা যায় না। তাহারা গৌণ-ফলরূপে সাধকের সেবা করিয়া থাকে।

টীকা-অনুবাদ—৬৬। যদি তাহাই হয়, তবে সাধকগণ কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবে, সিদ্ধগণই বা কিরূপে বাঁচিবে?—এই সন্দেহের উত্তরে "ভুক্তয়ঃ" ইত্যাদি বলিতেছেন। সকল কর্মে কিছু কিছু অবান্তর ফল থাকে। উপাসনা-কার্য্যেও আত্মসুখ দেখা যায়।

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—৬৭। লৌহঃ (লৌহকে) আকর্ষসন্নিধৌ (চুম্বকের নিকটে) যথা (যেরূপ) প্রবৃত্তঃ (গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ আকৃষ্ট) দৃশ্যতে (দেখা যায়), [তদ্রূপ] মহতি (বিভু) চৈতন্যে (চেতনের দিকে) অণোঃ (অণুচেতন জীবের) প্রবৃত্তিঃ (ক্রমগতি বা স্বাভাবিক রুচি) প্রীতিলক্ষণম্ (প্রীতির লক্ষণ)।

জগতের মঙ্গলকর নিঃস্বার্থ কার্য্যেও কোন-না-কোন প্রকারে অন্য উদ্দেশ্য দেখা যায়; যথা, বাষ্পীয়যান, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে যদিও জ্ঞানপ্রসার-দ্বারা ও সাধুদর্শনোদ্দেশ্যে দূরদেশপর্য্যন্ত শরীরবহনদ্বারা তত্ত্বানুসন্ধানরূপ শ্রেষ্ঠ বা মুখ্যফল বিদ্যমান, তথাপি দূরদেশ দর্শন, পারিবারিক প্রয়োজন-সাধনাদিরূপ অবান্তরফলরূপে ভোগও দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব-সন্তানোৎপাদন-দ্বারা জগতের আনন্দবিধানে পরমসুখ মুখ্যফল বটে, তথাপি ইন্দ্রিয়সুখাদিও অনিবার্য্যরূপে আছে। "অন্যবিধ রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি"—ভাগবতের এই বাক্যপ্রমাণে ভগবদ্দাসগণের সম্বন্ধজ্ঞানের ফলে মুক্তিও অনিবার্য্য। এই প্রকার অবান্তর ফল সকল কার্য্যেই আছে। সেই-হেতু সারগ্রাহী ভক্তগণ সেইসকল ফলকেও প্রীতির সাধনরূপ প্রয়োজনের উপায়রূপে পরিণত করিবেন। ভোগ-মোক্ষ প্রভৃতি কর্মফল-আত্মসাৎকারী বহির্মুখ জীবের বিঘ্নকারক; কিন্তু সারগ্রাহিগণের সম্বন্ধে তৎসমস্তই পুরুষার্থের সহায় হয়। সারগ্রাহী জন কখনও অবান্তর ফল অন্বেষণ করেন না; কিন্তু সেই সেই ফলই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রীতির সাধনের সহায়তা করিয়া সাধকের সেবা করে। (টীকা-অনুবাদ—৬৬)

টীকা—৬৭। অধুনা প্রীতিলক্ষণমাহ—আকর্ষেতি। আকর্ষং প্রতি লৌহো যথা স্বভাবতশ্চালিতো ভবতি তথাণুচৈতন্যরূপো জীবো বিভুচৈতন্যমীশ্বরং প্রতি যয়া বৃত্ত্যাকর্ষিতো ভবতি সৈব প্রীতিঃ। সূত্রিতমপি ভক্তি-মীমাংসায়াং পরমর্ষিণা শাণ্ডিল্যেন "ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে" ইতি বাক্যেন। সূর্য্যস্থানীয়ো ভগবান্, জীবস্তু রশ্মিপরমাণুস্থানীয়ঃ। চিদাকারত্বে জীবেশ্বরয়োরৈক্যম্। চিদ্বস্তূনাং পরস্পরাকর্ষণমেব নিত্যম্। পুনরপি মহাচৈতন্যেন ক্ষুদ্রচৈতন্যানামাকর্ষণমপি নিত্যসিদ্ধম্। জড়ে জগত্যাকর্ষণ-ধর্ম্মস্যানুগত্যং সর্ব্বস্মিন্ পরমাণাবিত্যাধুনিকানাং জড়বিদাং মতম্। তদপি জগতশ্চিৎপ্রতিবিম্বত্বাদেব। তদাকর্ষণং পুনঃ সূর্য্যাদৌ বৃহজ্জড়বস্তুনি মাধ্যাকর্ষণরূপেণাতিপ্রবলম্। যেন হেতুনা গ্রহাণাং সৌরমণ্ডলে ভ্রমণং সিধ্যতি, অনেকবৃহদ্বৃহদ্বর্ত্তুলাকারবস্তূনাং ধ্রুবনক্ষত্রমবলম্ব্য চক্রাকার-ভ্রমণমপি সিধ্যতি চ। বৈকুণ্ঠপ্রতিবিম্বত্বে কল্পিতস্য প্রপঞ্চস্য এতদতি-সুন্দরম্। অপ্রাকৃতাকর্ষণতত্ত্বমেব বৈকুণ্ঠস্থব্রজলীলান্তর্গত-মহারাসভাবেষু জ্ঞাতব্যম্।

মূল-অনুবাদ—৬৭। চুম্বকের নিকটে লৌহকে যেরূপ গতিবিশিষ্ট (আকৃষ্ট) দেখা যায়, (তদ্রূপ) বিভুচৈতন্যের প্রতি অণুচেতনের প্রবৃত্তি (গতি, রুচি) প্রীতির লক্ষণ।

টীকা-অনুবাদ—৬৭। এক্ষণে "আকর্ষ-" ইত্যাদি শ্লোকে প্রীতির লক্ষণ বলিতেছেন। লৌহ যেমন চুম্বকের দিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, সেরূপ অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের প্রতি যে বৃত্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহাই প্রীতি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থে সূত্রও করিয়াছেন,—"ঈশ্বরে পরানুরক্তি—ভক্তি।" ভগবান্—সূর্য্যস্থানীয়; জীব—

সম্বন্ধাৎ প্রতিবিম্বস্য বদ্ধজীবে স্বভাবতঃ।
কর্ম্মজ্ঞানাত্মিকা সা তু ভক্তিনাম্না মহীয়তে ॥ ৬৮ ॥
বৈমুখ্যাৎ প্রতিবিম্বে চেদাসক্তিরুপজায়তে।
সা চৈব বিষয়প্রীতির্মূঢ়ানামসতী হৃদি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়—৬৮। তু (কিন্তু) বদ্ধজীবে (বদ্ধজীবে) সা (ঐ প্রীতি) প্রতিবিম্বস্য (প্রতিবিম্ব অর্থাৎ মায়ার) সম্বন্ধাৎ (সম্বন্ধহেতু) স্বভাবতঃ (স্বাভাবিকভাবে) কর্ম্মজ্ঞানাত্মিকা (কর্ম ও জ্ঞানরূপিণী হইয়া) ভক্তিনাম্না (ভক্তিনামে) মহীয়তে (সমাদৃত হয়)।

অন্বয়—৬৯। বৈমুখ্যাৎ (ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ) প্রতিবিম্বে (ছায়াজগতে) চেৎ (যদি) আসক্তিঃ (অনুরাগ) উপজায়তে (জন্মে), [তখন] মূঢ়ানাং (মূঢ় লোকের) হৃদি (হৃদয়ে) সা এব চ (তাহাই—সেই প্রীতিই) অসতী (ব্যভিচারিণী) বিষয়প্রীতিঃ (বিষয়-প্রীতি হয়)।

রশ্মিপরমাণুস্থানীয়। চিদাকার-স্বরূপে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব। চিদ্‌বস্তু-সকলের পরস্পর আকর্ষণ নিত্য। আবার, মহাচৈতন্যকর্ত্তৃক ক্ষুদ্রচৈতন্য-গণের আকর্ষণও নিত্যসিদ্ধ। জড়জগতে সকল পরমাণুতে আকর্ষণধর্ম্মের আনুগত্য আছে—ইহা জড়বৈজ্ঞানিকগণের মত। তাহাও জড়জগৎ চিজ্জগতের প্রতিবিম্ব বলিয়াই সিদ্ধ। আবার, ঐ আকর্ষণ সূর্য্য প্রভৃতি বৃহৎ জড়বস্তুতে মাধ্যাকর্ষণরূপে অতি প্রবল,—যে কারণে সৌরমণ্ডলে গ্রহগণের পরিভ্রমণ সম্পন্ন হয় এবং ধ্রুব-নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া বড় বড় গোলাকার বস্তু-সকলের চক্রাকারে ভ্রমণও সিদ্ধ হয়। বৈকুণ্ঠের প্রতিবিম্বরূপে রচিত বিশ্বে ইহা অতি সুন্দর বটে। বৈকুণ্ঠের ব্রজলীলার অন্তর্গত মহারাসব্যাপারসকলে অপ্রাকৃত আকর্ষণ-তত্ত্বই জানিতে হইবে।

(টীকা-অনুবাদ—৬৭)

টীকা—৬৮-৬৯। সৈব প্রীতির্জীবানাং প্রতিবিম্বরূপ-মায়া-সম্বন্ধাৎ স্বভাবতঃ কর্ম্মজ্ঞানরূপা ভক্তিনাম্না লোকে মহীয়তে। কিন্তু যদি প্রতিবিম্বরূপ-প্রপঞ্চে মৌঢ্যাৎ জীবস্যাসক্তির্ভবতি তর্হি বহির্মুখস্য তস্য জীবস্য সম্বন্ধে সা প্রীতিঃ কামাত্মিকা বিষয়প্রীতিরূপা মায়ারূপেণ পরিণমতে তস্য বন্ধনায় তস্যা ভগবদধীনত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রহ্লাদেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১ম অংশ, ২০ অঃ, ১৯)—"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥" ইত্যাদিনা। প্রতিবিম্বশব্দেনাত্র ন ভগবৎ-প্রতিবিম্ববাদরূপং মতং বোধ্যং, কিন্তু তস্য শক্তিপরিণামরূপং চিৎস্বভাবস্য প্রতিফলনমেব প্রপঞ্চ ইতি জ্ঞাতব্যম্।

মূল-অনুবাদ—৬৮। কিন্তু বদ্ধজীবে ঐ প্রীতি প্রতিবিম্বের (মায়ার) সম্বন্ধহেতু স্বভাবতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপিণী (হইয়াও) ভক্তিনামে সমাদর লাভ করে।

মূল-অনুবাদ—৬৯। বিমুখতাবশতঃ প্রতিবিম্বে (অর্থাৎ ছায়া-জগতে) যদি আসক্তি জন্মে, তখন মূঢ়লোকের হৃদয়ে সেই প্রীতিই অসতী অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বিষয়প্রীতি।

টীকা-অনুবাদ—৬৮-৬৯। জীবের (হৃদয়ে অবস্থিত) সেই প্রীতি ছায়ারূপিণী মায়ার সম্বন্ধহেতু স্বাভাবিকভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপা (হইয়াও) লোকের নিকট ভক্তিনামে সমাদর লাভ করে। কিন্তু যদি মূঢ়তাবশতঃ প্রতিবিম্বরূপ বিশ্বে জীবের আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই বহির্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে ঐ প্রীতি কামনাময়ী বিষয়প্রীতির রূপ ধারণ করত জীবের বন্ধন-কারণ হইয়া মায়ারূপে পরিণত হয়; কারণ, তাহা (প্রীতি বা মায়া) ভগবানের অধীন। "অবিবেকিগণের বিষয়ে যে

রত্যাদিভাবপর্য্যন্তং স্বরূপলক্ষণং পরম্।
কর্ত্তৃকর্ম্মবিভেদেন প্রীতেঃ সাম্বন্ধিকং হি তৎ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়—৭০। রত্যাদিভাবপর্য্যন্তং (রতি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত) প্রীতেঃ (ঐ প্রীতির) পরং (প্রধান) স্বরূপলক্ষণম্ (স্বরূপলক্ষণ); তৎ হি (তাহাই—স্বরূপলক্ষণই) কর্ত্তৃকর্ম্মবিভেদেন (কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিভেদে) সাম্বন্ধিকম্ (সাম্বন্ধিক বলিয়া কথিত হয়)।

টীকা—৭০। প্রীতের্ভিন্নভিন্নাবস্থায়াং স্বরূপলক্ষণমাহ,—রত্যাদি-ভাবপর্য্যন্তমিতি। সা তু রতিঃ প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগানুরাগ-ভাব-মহাভাব-পর্য্যন্তানুক্রমেণ চিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতি-শয়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতি-ক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধ-চমৎকারেণোন্মাদয়তীতি শ্রীজীবগোস্বামি-বচনম্। এতাবৎ স্বরূপলক্ষণম্। প্রীতেঃ সাম্বন্ধিকলক্ষণং তু কর্ত্তৃকর্ম্মভেদেন দ্বিবিধম্। কর্ত্তৃসম্বন্ধে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরভেদেন রসাঃ পঞ্চবিধাঃ। শান্তে কেবলং রতিঃ, দাস্যে রতিঃ প্রেমা চ, সখ্যে রতিঃ প্রেমা প্রণয়োঽপি, বাৎসল্যে রতি-প্রেম-প্রণয়-স্নেহপর্য্যন্তা প্রীতিঃ, শৃঙ্গারে তু মহাভাবপর্য্যন্তা প্রীতির্দৃশ্যতে। কর্ম্মসম্বন্ধে তু রসো দ্বিবিধঃ—মাধুর্য্যাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকশ্চ। তদ্বিচারস্ত্বাশ্রয়বিচারে দ্রষ্টব্যঃ।

অবিনাশিনী প্রীতি, তোমাকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে তাহা যেন অপসৃত না হয়।"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন। এ-স্থলে প্রতিবিম্ব-শব্দে ভগবানের প্রতিবিম্ববাদরূপ মত (বাদ) বুঝিবে না, কিন্তু ভগবানের শক্তিপরিণামরূপ চিন্ময় স্বভাবের প্রতিফলনই বিশ্ব,—ইহাই জ্ঞাতব্য। (টীকা-অনুবাদ—৬৮-৬৯)

তরঙ্গরঙ্গিণী প্রীতিশ্চিদ্বিলাসস্বরূপিণী।
আশ্রয়ে ভগবত্তত্ত্বে রসবিস্তারিণী সতী ॥ ৭১ ॥

অন্বয়—৭১। সতী (নিত্য বা বিশুদ্ধ) প্রীতিঃ (প্রেম) চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী (স্বরূপে চিল্লীলাময়ী), তরঙ্গরঙ্গিণী (ভাবতরঙ্গে বৈচিত্র্যময়ী বা নৃত্যশীলা), আশ্রয়ে (আশ্রয়স্বরূপ) ভগবত্তত্ত্বে (ভগবানে) রসবিস্তারিণী (রসের বিস্তারকারিণী)।

মূল-অনুবাদ—৭০। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির মুখ্য স্বরূপলক্ষণ; তাহাই কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিভেদে সাম্বন্ধিক হয়।

টীকা-অনুবাদ—৭০। "রত্যাদিভাবপর্য্যন্তং"—এই শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রীতির স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন। ক্রমানুসারে প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাব-সীমাবিশিষ্টা সেই রতি চিত্তকে উল্লাসিত করে, মমতাযুক্ত করে, বিশ্বাসযুক্ত করে, প্রেমের আধিক্যে অভিমান করায়, দ্রবীভূত করে, নিজ বিষয়ের প্রতি অত্যভিলাষযুক্ত করে, প্রতিক্ষণেই নিজ-বিষয়কে নব নব ভাবে ভাবিত করে, অসমোর্দ্ধ চমৎকারদ্বারা উন্মত্ত করে—এইরূপ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত স্বরূপলক্ষণ। কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিভেদে প্রীতির সাম্বন্ধিক লক্ষণ আবার দুইপ্রকার। কর্ত্তার সম্বন্ধে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে রস পঞ্চপ্রকার। শান্তরসে শুধু রতি; দাস্যে রতি ও প্রেম; সখ্যে রতি, প্রেম ও প্রণয়; বাৎসল্যে রতি-প্রেম-প্রণয়-স্নেহপর্য্যন্ত প্রীতি, আর শৃঙ্গারে (মধুরে) মহাভাবপর্য্যন্ত প্রীতি দেখা যায়। আবার, কর্ম্ম-সম্বন্ধে রস দুইপ্রকার—মাধুর্য্যাত্মক ও ঐশ্বর্য্যাত্মক। তাহার বিচার আশ্রয়-বিচারে দ্রষ্টব্য।

মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভেদেন চাশ্রয়ো দ্বিবিধঃ শ্রুতঃ।
আদ্যঃ কৃষ্ণস্বরূপো হি চান্যো নারায়ণাত্মকঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়—৭২। মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভেদেন (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের ভেদে) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়তত্ত্ব ভগবান্) দ্বিবিধঃ (দুই প্রকার) শ্রুতঃ (কথিত)। আদ্যঃ (প্রথমটী অর্থাৎ মাধুর্য্যের আশ্রয়) কৃষ্ণস্বরূপঃ (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) চ (এবং) অন্যঃ (শেষটী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়) নারায়ণাত্মকঃ (শ্রীনারায়ণস্বরূপ)।

টীকা—৭১। ইদানীমাশ্রয়তত্ত্বমারভতে,—তরঙ্গেতি। সা প্রীতিঃ সতীশবৎ সচ্চিদ্ধর্ম্মবর্ত্তিনী, ভাব-মহাভাবরূপ-তরঙ্গরঙ্গিণী, শান্তাদিমুখ্য-বীরাদিগৌণ-রসভেদেন ভগবত্তত্ত্বে পরমরসবিস্তারিণী বিশেষ-বুভুৎসুভিঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্দ্রষ্টব্যঃ।

টীকা—৭২। আশ্রয়োঽপি দ্বিবিধঃ—শ্রীকৃষ্ণাত্মকো নারায়ণাত্মকশ্চ। বস্তুতো, যদ্যপি কৃষ্ণনারায়ণয়োরৈক্যং, তথাপি রসভেদেন তয়োর্ভেদোঽস্তি। সত্যপি পরমৈশ্বর্য্যে শ্রীকৃষ্ণে পরম-মাধুর্য্যমেব প্রবলম্। সূর্য্যাতপে প্রদীপপ্রভাবদৈশ্বর্য্যঞ্চাপি তত্রৈব গূঢ়ভাবেন তিষ্ঠতি,—মাধুর্য্যস্য পরমাকর্ষণসামর্থ্যাৎ। শ্রীমন্নারায়ণে তু কেবলমৈশ্বর্য্যঞ্চ প্রভবতি। যদ্যপি তস্মিন্নারায়ণে জীবাকর্ষণক্রিয়াপি প্রবলা, তথাপি কৃষ্ণরসাস্বাদিনাং জীবানাং সম্বন্ধে সা দুর্ব্বলৈব। নারায়ণাকৃষ্টজীবানাং তু কৃষ্ণলালসা স্বাভাবিকী। ইদং পরমগুহ্যং তত্ত্বং স্বাস্বাদনদ্বারা বিচারণীয়ং, ন তু বাক্যদ্বারা কথনীয়মনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ।

মূল-অনুবাদ—৭১। বিশুদ্ধ-প্রীতি স্বরূপে চিদ্‌বিলাসিনী, (নানাভাব-) তরঙ্গে উল্লাসময়ী, আশ্রয়-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্বে (বিবিধ) রসের বিস্তারকারিণী।

প্রৌঢ়ানন্দচমৎকাররসঃ কৃষ্ণে বৃহত্তমঃ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণত্বান্নাসৌ নারায়ণে স্বতঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়—৭৩। কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণে) বৃহত্তমঃ (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ) প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকাররসঃ (পরিপক্ক বা পূর্ণ আনন্দের চমৎকারপূর্ণ রস) [স্বাভাবিকরূপে অবস্থিত]; অসৌ (উহা) ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণত্বাৎ (ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের পূর্ণতাবশতঃ) নারায়ণে (শ্রীনারায়ণে) স্বতঃ (স্বাভাবিকভাবেই) ন (নাই)।

টীকা—৭৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণাং যঃ প্রৌঢ়ানন্দচমৎকাররসঃ স এব বৃহত্তমঃ। দাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুরমিতি রসচতুষ্টয়ং মাধুর্য্যাধারে শ্রীকৃষ্ণ এব সাধ্যম্; কিন্ত্বৈশ্বর্য্যপরে নারায়ণে কেবলং দাস্যমেব সাধ্যম্,—তদপি প্রেমাবধিকম্। তদ্দাস্যে বিশ্রম্ভাত্মকপ্রণয়ো ন ভবতি,—ঐশ্বর্য্যস্য ভয়মূলত্বাৎ, দাসানাং স্বাপকর্ষবুদ্ধিবশত্বাচ্চ, ঐশ্বর্য্যস্যানন্তত্বাচ্চ। কিন্তু মাধুর্য্যে সেব্য-সেবকয়োঃ সাম্যবুদ্ধিঃ স্বাভাবিকী; তদভাবে মধুরভাবো ন সম্ভবতি।

টীকা-অনুবাদ—৭১। এক্ষণে 'তরঙ্গ-' ইত্যাদি শ্লোকে আশ্রয়-তত্ত্ব আরম্ভ করিতেছেন। সেই প্রীতি অব্যভিচারিণী, ভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দময়ী, ভাব-মহাভাবরূপ তরঙ্গ-রঙ্গময়ী, শান্ত-প্রভৃতি মুখ্য ও বীর-প্রভৃতি গৌণ রসভেদে ভগবত্তত্ত্বে বিশেষভাবে রস-বিস্তারকারিণী। বিশেষ-জিজ্ঞাসুগণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু আলোচনা করিবেন।

মূল-অনুবাদ—৭২। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের ভেদে আশ্রয়-(তত্ত্ব) দুইপ্রকার কথিত। কৃষ্ণস্বরূপ—প্রথম (মাধুর্য্যের আশ্রয়) এবং নারায়ণ-স্বরূপ—শেষটী (ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়)।

টীকা-অনুবাদ—৭২। আশ্রয়ও দুইপ্রকার—শ্রীকৃষ্ণাত্মক ও শ্রীনারায়ণাত্মক। যদিও বস্তুবিচারে কৃষ্ণ ও নারায়ণের একত্ব, তথাপি রসভেদে তাঁহাদের ভেদ আছে। মহা-ঐশ্বর্য্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে পরম মাধুর্য্যই প্রবল। মাধুর্য্যের প্রবল আকর্ষণশক্তিহেতু সূর্য্যালোকে প্রদীপের প্রভার ন্যায় ঐশ্বর্য্যও তাহাতেই (মাধুর্য্যেই) গূঢ়ভাবে বিদ্যমান। শ্রীনারায়ণে কিন্তু কেবল ঐশ্বর্য্যের প্রভাব। যদিও সেই নারায়ণে জীবের আকর্ষণকার্য্যও প্রবল, তথাপি কৃষ্ণরসাস্বাদনপরায়ণ জীবগণের সম্বন্ধে উহা দুর্ব্বলই। কিন্তু, নারায়ণে আকৃষ্ট জীবগণের কৃষ্ণে লালসা স্বাভাবিক। এই পরম গুহ্যতত্ত্ব কিন্তু আস্বাদনদ্বারা বিচার্য্য, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বাক্যে প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

মূল-অনুবাদ—৭৩। কৃষ্ণে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (উন্নত) পরিপক্ক (পূর্ণ) আনন্দের চমৎকারিতাপূর্ণ রস স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণ বলিয়া নারায়ণে উহা স্বভাবতঃ নাই।

টীকা-অনুবাদ—৭৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়গণের যে পূর্ণানন্দজনিত চমৎকারিতাপূর্ণ রস, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থাৎ উন্নত। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিটী রস মাধুর্য্যাধার শ্রীকৃষ্ণেই সাধ্য (লভ্যফল); কিন্তু, ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণে কেবল দাস্যই সাধ্য—তাহারও সীমা প্রেম-পর্য্যন্ত। তাঁহার (নারায়ণের) দাস্যে বিশ্রম্ভাত্মক প্রণয় নাই,—কারণ, ঐশ্বর্য্য ভয়মূলক, দাসগণের নিজের হীনতাবুদ্ধি বিদ্যমান এবং ঐশ্বর্য্য অনন্ত। কিন্তু, মাধুর্য্যে সেব্য ও সেবকের সাম্যবুদ্ধি স্বাভাবিক; তাহার অভাবে মধুরভাব সম্ভব নহে।

শ্রীকৃষ্ণচরিতং যদ্ যদ্বিদ্বদ্ভির্বর্ণিতং পুরা।
লব্ধং সমাধিনা তত্তন্নেতিহাসো ন কল্পনা॥ ৭৪ ॥

অন্বয়—৭৪। যৎ যৎ (যাহা কিছু) শ্রীকৃষ্ণচরিতং (শ্রীকৃষ্ণের লীলা) বিদ্বদ্ভিঃ (তত্ত্বজ্ঞগণ) পুরা (পূর্ব্বে) বর্ণিতম্ (বর্ণনা করিয়াছেন), তৎ তৎ (তৎসমস্ত) সমাধিনা (সমাধিদ্বারা) লব্ধম্ (অনুভূত); [অতএব] ন ইতিহাসঃ (ইতিহাস নহে), ন কল্পনা (কল্পনাও নহে)।

টীকা—৭৪। "অথো মহাভাগ! ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্‌-বিচেষ্টিতম্॥" ইতি ভাগবত- (১।৫।১৩) প্রারম্ভবচনাৎ কৃষ্ণচরিতস্য সমাধিলব্ধত্বং সিদ্ধম্। অধোক্ষজচরিতস্য সমাধিলব্ধত্বাৎ নেতিহাসত্বং ন চ কল্পনাময়ত্বং ঘটতে। চন্দ্রগুপ্তাশোকাদীনাং চরিতমিতিহাসময়ং, তেষাং প্রাপঞ্চিকদেশকালবাধ্যত্বাৎ। বিষ্ণুশর্ম্মলিখিতং শৃগালকুক্কুরাদি-চরিতমপি কল্পনাময়ং, তচ্চরিতস্য প্রাপঞ্চিকভাবজন্যত্বাৎ। তত্র তত্র বর্ণনং কেবলমিন্দ্রিয়মানসয়োঃ কার্য্যম্, সমাধৌ কিঞ্চিদপি ন লভ্যতে তদবকাশাভাবাৎ। কিন্তু কৃষ্ণচরিতবর্ণনে হ্নেন্দ্রিয়মনসোঃ কাচিদপি শক্তিঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ সমাধিযোগেন তদ্বর্ণিতব্যং শ্রোতব্যং স্মর্ত্তব্যঞ্চ।

মূল-অনুবাদ—৭৪। তত্ত্বজ্ঞগণ যাহা কিছু শ্রীকৃষ্ণচরিত পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্ত সমাধিদ্বারা প্রাপ্ত (অনুভূত)—(অতএব) না ইতিহাস, না কল্পনা।

টীকা-অনুবাদ—৭৪। "হে মহাভাগ! আপনি অব্যর্থদ্রষ্টা (সত্যদ্রষ্টা), বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যপরায়ণ ও সংযমী। সকল বন্ধন হইতে মুক্তির উদ্দেশ্যে সমাধিদ্বারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা স্মরণ

সমাধির্দ্বিবিধঃ প্রোক্তো গৌণ-সাক্ষাদ্বিভেদতঃ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবেদেকঃ সহজোঽন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৫ ॥
স্বপ্রকাশস্বভাবাত্তু বিম্বাদর্শান্বয়াদপি।
সমাধাবাত্মসত্তায়াং বৈকুণ্ঠাবেক্ষণং স্বতঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়—৭৫। গৌণ-সাক্ষাদ্-বিভেদতঃ (গৌণ ও সাক্ষাৎ ভেদে) সমাধিঃ (সমাধি) দ্বিবিধঃ (দুই প্রকার) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে); একঃ (একটী অর্থাৎ গৌণটী) কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ (কষ্টসাধ্য), অন্যঃ (অপরটী অর্থাৎ সাক্ষাৎটী) সহজঃ (স্বাভাবিক বলিয়া) প্রকীর্ত্তিতঃ (কথিত)।

অন্বয় ৭৬। স্বপ্রকাশস্বভাবাৎ (স্বপ্রকাশস্বভাববশতঃ) অপি (ও) বিম্বাদর্শান্বয়াৎ (বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সম্বন্ধবশতঃ) সমাধৌ (সমাধিতে) আত্মসত্তায়াং (আত্মসত্তায়) স্বতঃ (আপনা হইতে) বৈকুণ্ঠাবেক্ষণম্ (বৈকুণ্ঠের প্রত্যক্ষ হয়)।

করুন।”—শ্রীভাগবতের এই প্রারম্ভিক বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণচরিত সমাধিতে অনুভূত বলিয়া প্রমাণিত হয়। সমাধিতে প্রাপ্তিহেতু অধোক্ষজ-চরিতের ইতিহাসত্ব ও কাল্পনিকতা সম্ভব নহে। চন্দ্রগুপ্ত-অশোক প্রভৃতির চরিত ইতিহাসময়; কেননা, তাহারা মায়িক দেশ-কালের অধীন। বিষ্ণুশর্মা-লিখিত শৃগাল-কুক্কুর প্রভৃতির চরিত কল্পনাময়—কারণ, ঐ সকল চরিত মায়িক ভাবজনিত। সেই সকল স্থলে বর্ণনা কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য; সমাধিতে ঐ সকলের অবকাশ (স্থান) নাই বলিয়া (ঐ সমস্ত) কিছুই লভ্য হয় না। কিন্তু, কৃষ্ণচরিত-বর্ণনায় (জড়) ইন্দ্রিয় ও মনের কোনই শক্তি নাই। অতএব তাহা সমাধিযোগে বর্ণনীয়, শ্রোতব্য ও স্মরণীয়। (টীকা-অনুবাদ—৭৪)

টীকা—৭৫-৭৬। নম্বু জ্ঞানাঙ্গে সমাধিঃ সম্ভবতি সাংখ্যযোগেন, কথং ভক্তিতত্ত্বে তস্য প্রবেশ ইতি পূর্ব্বপক্ষনিরসনার্থং বদতি,—সমাধিরিতি। সমাধিরপি দ্বিবিধঃ—গৌণসমাধিস্তু কৃচ্ছ্রসাধ্যো জ্ঞানগম্যত্বাৎ ক্লেশময়ত্বাচ্চ; সাক্ষাৎসমাধিস্তু কিঞ্চিন্মাত্রেণ সহজজ্ঞানেন লভ্যতে। সহজজ্ঞানমাত্মপ্রত্যক্ষম্,—তন্নেন্দ্রিয়ান্বয়সম্ভূতমাত্মনি সহজত্বাৎ প্রপঞ্চানপেক্ষত্বাচ্চ। তজ্জ্ঞানেন বৈকুণ্ঠদর্শনং স্বতো ভবতি বৈকুণ্ঠস্য স্বপ্রকাশস্বভাবাৎ, বিম্বস্য বৈকুণ্ঠস্য মায়াজনিতেনাদর্শেন সহ সম্বন্ধাচ্চ। তথা হি কঠোপনিষন্মন্ত্রঃ (২।২।১৫)—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মূল-অনুবাদ—৭৫। গৌণ ও সাক্ষাৎ ভেদে সমাধি দুই-প্রকার কথিত। একটী (গৌণ সমাধি) কষ্টসাধ্য, অপরটী (সাক্ষাৎ সমাধি) সহজ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মূল-অনুবাদ—৭৬। স্বপ্রকাশ-স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া এবং বিম্ব-প্রতিবিম্বের সম্বন্ধহেতু আত্মসত্তায় আপনা হইতে বৈকুণ্ঠের প্রত্যক্ষ হয়।

টীকা-অনুবাদ—৭৫-৭৬। সাংখ্যযোগদ্বারা জ্ঞানাঙ্গে সমাধি সম্ভব; ভক্তিতত্ত্বে কিরূপে উহার প্রবেশ হয়,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকে নিরাস করিবার জন্য "সমাধিঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। সমাধিও দুই প্রকার,—জ্ঞানগম্য ও ক্লেশময় বলিয়া গৌণ-সমাধি কষ্টসাধ্য; কিন্তু সাক্ষাৎ-সমাধি অল্পমাত্র সহজ-জ্ঞানে লাভ করা যায়। সহজ জ্ঞান—

নাম রূপং গুণঃ কর্ম হেতল্লিঙ্গচতুষ্টয়ম্।
বস্তুনির্দ্ধারণে মুখ্যলক্ষণঞ্চোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়—৭৭। নাম, রূপং, গুণঃ, কর্ম (নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম) এতৎ (এই) লিঙ্গচতুষ্টয়ং (চারিটী লিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণ) বস্তুনির্দ্ধারণে (বস্তুনির্ণয়ে) মুখ্যলক্ষণং (প্রধান লক্ষণ বলিয়া) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক) উচ্যতে (কথিত হইয়াছে)।

টীকা—৭৭। ভক্তিসমাধিলক্ষণমাহ,—নামরূপমিতি। অন্যৎ স্পষ্টম্।

আত্মার প্রত্যক্ষ, তাহা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধজাত নহে; কারণ, উহা আত্মাতে স্বাভাবিক ও প্রপঞ্চের (মায়ার) উপর নির্ভর করে না। বৈকুণ্ঠ স্বভাবতঃ স্বপ্রকাশ বলিয়া এবং বিম্বস্থানীয় বৈকুণ্ঠের মায়াকৃত প্রতিবিম্বের সহিত সম্বন্ধহেতু সহজজ্ঞানদ্বারা আপনা হইতেই বৈকুণ্ঠের দর্শন হয়। যথা, কঠোপনিষদের মন্ত্র,—"তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা—এই সকল বিদ্যুৎ কিরণ দেয় না; কোথায় এই অগ্নি? তিনি দীপ্তিশীল হইলে পরে সকলে আলোক দান করে, তাঁহার দীপ্তিতে এই সমস্ত উজ্জ্বল হয়।"

(টীকা-অনুবাদ—৭৫-৭৬)

মূল-অনুবাদ—৭৭। নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম—এই চারিটী লিঙ্গকে (লক্ষণকে) বস্তুনির্ণয়ে মুখ্যলক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন।

টীকা-অনুবাদ—৭৭। "নাম রূপং" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি-সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন। অবশিষ্ট সুস্পষ্ট।

লিঙ্গচতুষ্টয়াভাবাদ্ব্রহ্ম সাক্ষান্ন লভ্যতে।
তস্মাৎ সমাধিতো লিঙ্গৈঃ কৃষ্ণতত্ত্বং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়—৭৮। লিঙ্গচতুষ্টয়াভাবাৎ (লিঙ্গচতুষ্টয়ের অভাবহেতু) সমাধিতঃ (সমাধিতে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ন লভ্যতে (উপলব্ধ হন না); তস্মাৎ (অতএব) সমাধিতঃ (সমাধিতে) লিঙ্গৈঃ (ঐ সকল লিঙ্গসমন্বিত) কৃষ্ণতত্ত্বং (কৃষ্ণস্বরূপকে) বিনির্দ্দিশেৎ (নির্দ্দেশ করিবে)।

টীকা—৭৮। অদ্বৈতবাদবিদঃ পণ্ডিতা যদ্ব্রহ্ম নিরূপয়ন্তি তস্য—জ্ঞানমাত্রগম্যস্য লিঙ্গচতুষ্টয়াভাবাৎ ন সাক্ষাল্লক্ষণং সম্ভবতি, কেবলং গৌণ-বৃত্ত্যা দূরনির্দ্দেশো ভবতি। তস্মাদাত্মপ্রত্যক্ষরূপ-সহজসমাধিযোগাল্লিঙ্গ-চতুষ্টয়যুক্তং কৃষ্ণতত্ত্বং বিনির্দিশেদিতি ভাবঃ। অত্রেদমেব তত্ত্বম্,—আশ্রয়তত্ত্বস্য সাম্বন্ধিকবিচারে পঞ্চবিধা ভাবা বর্ত্তন্তে। (১) আদৌ সাংখ্যজ্ঞানসমাধিনাতন্নিরসনবৃত্ত্যা নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম লক্ষ্যতে,—অপ্রাকৃত-বিশেষভাবাভাবাৎ মায়িকবিশেষত্যাগাচ্চ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি জীবানাং প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিশ্রামো ভবতি। (২) দ্বিতীয়ে জ্ঞানস্য স্বদৃষ্টিপ্রবৃত্ত্যা চিদ্ভাবগতঃ পরমাত্মা দৃশ্যতে। তস্মিংস্তু কেবলমাত্মনঃ ক্ষুদ্রসুখলাভো বিদ্যতে। (৩) তৃতীয়ে জ্ঞানমিশ্রেণ কিঞ্চিন্মাত্রসহজসমাধিনা মূর্ত্তানন্দরূপ ঈশো লক্ষ্যতে। আনন্দোঽপি তস্মিন্নপূর্ণঃ স্বরূপাশ্রয়াভাবাৎ। 'আধুনিক-ব্রহ্মবাদিনস্ত্বীশারাধকা এব, তেষাং ব্রাহ্মনামগ্রহণন্তু শাস্ত্রানপেক্ষত্বাৎ। সংজ্ঞাবিবাদাদ্বস্তুহানিরিতি ন্যায়েন তত্রাপি বিরোধো ন কর্ত্তব্যঃ। (৪) চতুর্থে সহজসমাধিদ্বারা স্বরূপানন্দরূপো নারায়ণো লক্ষ্যতে। তত্রৈব স্বরূপপ্রীত্যানন্দস্য দাস্যপর্য্যন্তা গতিঃ। (৫) পঞ্চমে ত্বত্যন্তসহজসমাধিনা পরমরসানন্দরূপঃ কৃষ্ণ এব লক্ষ্যতে। নিম্নলিখিত আদর্শ এব দ্রষ্টব্যঃ,—

গৌণসমাধিঃ

সাধনম্		আশ্রয়ঃ	সাধ্যম্
(১) সাংখ্যজ্ঞানসমাধিঃ	}	ব্রহ্ম	প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ
(২) আত্মজ্ঞানসমাধিঃ	}	পরমাত্মা	আত্মগতক্ষুদ্রানন্দঃ
(৩) জ্ঞানমিশ্রসহজসমাধিঃ	}	ঈশ্বরঃ	কিঞ্চিদ্দ্বৈতানন্দঃ

সাক্ষাৎসমাধিঃ

(৪) সহজসমাধিঃ	}	নারায়ণঃ	ঐশ্বর্য্যস্বরূপানন্দঃ
(৫) নিতান্তসহজসমাধিঃ	}	কৃষ্ণঃ	মাধুর্য্যস্বরূপানন্দঃ

সাধনলক্ষণভেদাদাশ্রয়লক্ষণভেদঃ, তদ্ভেদতঃ সাধ্যফলভেদো নৈসর্গিকঃ।

(টীকা—৭৮)

মূল-অনুবাদ—৭৮। ঐ চারিটী লিঙ্গের (লক্ষণের) অভাব-হেতু ব্রহ্ম (-স্বরূপ) সমাধিতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হন না; অতএব সমাধিতে (বা সমাধি-দ্বারা) ঐ সকল লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণ-স্বরূপকে নির্দেশ করিবে (বুঝিতে হইবে)।

টীকা-অনুবাদ—৭৮। অদ্বৈতবাদবিৎ পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্ম নিরূপণ করেন, জ্ঞানমাত্রগম্য বলিয়া এবং লক্ষণচতুষ্টয়ের অভাবহেতু উহার প্রত্যক্ষ লক্ষণ (দর্শন) সম্ভব নহে, কেবল গৌণবৃত্তিতে দূর হইতে নির্দেশ হয়। অতএব আত্মার প্রত্যক্ষরূপ সহজ-সমাধি-যোগে লক্ষণ-চতুষ্টয়যুক্ত কৃষ্ণতত্ত্বকে নির্দেশ করিবে—এই ভাবার্থ। এস্থলে ইহাই তত্ত্ব,—আশ্রয়তত্ত্বের সাম্বন্ধিক বিচারে পাঁচ প্রকার ভাব আছে। (১) প্রথমে,—অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের অভাবহেতু এবং জড়রূপের পরিত্যাগ-হেতু সাংখ্য-জ্ঞানসমাধিদ্বারা অতদ্বস্তুর প্রত্যাখ্যান-বৃত্তিতে নির্ব্বিশেষ-

(নিরাকার) ব্রহ্ম লক্ষিত হন। সেই ব্রহ্মে জীবের মায়ানিবৃত্তিরূপ বিশ্রাম (অবস্থান) হয়। (২) দ্বিতীয়ে,—জ্ঞানের আত্মদৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে চিন্ময়সত্তা-বিশিষ্ট (বা চিন্ময় সত্তার অন্তর্গত) পরমাত্মা দৃষ্ট হন। তাহাতে কিন্তু শুধু আত্মার ক্ষুদ্র সুখলাভ বিদ্যমান। (৩) তৃতীয়ে,—জ্ঞানমিশ্রিত সামান্য-মাত্র সহজ-সমাধিদ্বারা মূর্ত্তিমান্ আনন্দরূপ ঈশ্বর লক্ষিত হন। স্বরূপাশ্রয়ের অভাবহেতু তাঁহাতে আনন্দও অপূর্ণ। আধুনিক ব্রহ্মবাদিগণ ঈশ্বরের উপাসকই ; আর, শাস্ত্রে অনপেক্ষাহেতু (অনাদরবশতঃ) তাহাদের "ব্রাহ্ম" (ব্রহ্মোপাসক) এই নাম গ্রহণ। নামের বিবাদফলে বস্তুহানি ঘটে,—এই ন্যায়ানুসারে তাহাতেও বিরোধ করা উচিত নহে। (৪) চতুর্থে,—সহজ-সমাধিদ্বারা স্বরূপানন্দবিগ্রহ শ্রীনারায়ণ লক্ষিত হন। তাঁহাতেই স্বরূপের প্রীতিতে আনন্দের দাস্যপর্য্যন্ত গতি। (৫) আর পঞ্চমে,—একান্ত সহজ-সমাধিদ্বারা পরম-রসানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হন। নিম্নলিখিত আদর্শ দ্রষ্টব্য,—

(ক) গৌণসমাধি

সাধন	আশ্রয়	সাধ্য
১। সাংখ্যজ্ঞানের সমাধি	ব্রহ্ম	প্রপঞ্চনিবৃত্তি
২। আত্মজ্ঞানের সমাধি	পরমাত্মা	আত্মার ক্ষুদ্র আনন্দ
৩। জ্ঞানমিশ্র সহজ-সমাধি	ঈশ্বর	সামান্য দ্বৈতানন্দ

(খ) সাক্ষাৎসমাধি

সাধন	আশ্রয়	সাধ্য
৪। সহজ-সমাধি	শ্রীনারায়ণ	ঐশ্বর্য্যস্বরূপানন্দ
৫। নিতান্ত সহজ-সমাধি	শ্রীকৃষ্ণ	মাধুর্য্যস্বরূপানন্দ

সাধন-লক্ষণের ভেদবশতঃ আশ্রয়লক্ষণের ভেদ, উহার (আশ্রয়লক্ষণের) ভেদহেতু সাধ্য-ফলের ভেদ স্বাভাবিক। (টীকা-অনুবাদ—৭৮)

নারোপিতানি লিঙ্গানি চিদ্গতানি চিতি ক্বচিৎ।
চিত্তত্ত্বে জড়লিঙ্গানামারোপণমসম্মতম্ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণ ইত্যভিধানন্তু জীবাকর্ষবিধানতঃ।
জীবানন্দবিধানেন রূপং শ্যামামৃতং প্রিয়ম্ ॥ ৮০ ॥

গুণাস্তু বিবিধাস্তস্মিন্ কর্ম লীলাপ্রসঙ্গকম্।
এভির্লিঙ্গৈর্হরিঃ সাক্ষাল্লক্ষ্যতে প্রেষ্ঠ আত্মনঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়—৭৯। চিতি (চেতনবস্তুতে) চিদ্গতানি ('চিন্ময়স্বরূপ-গত) লিঙ্গানি (নামরূপাদি লিঙ্গসকল) ক্বচিৎ (কোথাও) ন আরোপিতানি (আরোপিত নহে,—অর্থাৎ কোনও শাস্ত্রে আরোপ বলিয়া কথিত হয় নাই)। চিত্তত্ত্বে (চিদ্বস্তুতে) জড়লিঙ্গানাম্ (জড়ীয় লিঙ্গের) আরোপণম্ (আরোপ) অসম্মতম্ (সম্মত নহে)।

অন্বয়—৮০-৮১। জীবাকর্ষবিধানতঃ (জীবের আকর্ষণকার্য্য-হেতু) কৃষ্ণঃ ইতি (কৃষ্ণ—এই) অভিধানম্ (নাম) ; জীবানন্দবিধানেন (জীবের আনন্দবিধানহেতু) শ্যামামৃতং (নিত্য শ্যামবর্ণ) প্রিয়ং (প্রীতি-কর) রূপম্ (রূপ) ; তস্মিন্ (তাঁহাতে—কৃষ্ণে) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) গুণাঃ (গুণ) ; লীলাপ্রসঙ্গকম্ (লীলার ব্যাপার) কর্ম (কর্ম) আত্মনঃ (জীবাত্মার) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তম) হরিঃ (কৃষ্ণ) এভিঃ (এই সকল) লিঙ্গৈঃ (লিঙ্গদ্বারা) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) লক্ষ্যতে (দৃষ্ট হন)।

টীকা—৭৯। চিদ্বস্তুনি ভগবতি জীবে চ যানি চিদ্গতানি লিঙ্গানি, তানি নারোপিতানি কিন্তু নিত্যানি। ভগবতি জড়লিঙ্গানামা-রোপণমেবাসম্মতমিতি বাক্যেনোপাসকানাং হিতার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনেতি বাক্যং দূষিতম্।

টীকা—৮০-৮১। ইদানীং শ্রীকৃষ্ণস্য বস্তুনির্দেশকলিঙ্গানি বিবৃণোতি। জীবাকর্ষণাৎ কৃষ্ণ ইতি নাম। জীবানামানন্দবিধানাৎ ঘনবচ্ছ্যামলমেব তস্য রূপম্। গুণাঃ বিবিধাঃ। জীবৈঃ সহ তস্য লীলা এব কর্ম্ম। এতানি নিত্যানি। বিশেষধর্ম্মতো বহুরূপাণি চ। আত্মনো জীবাত্মনঃ পরমপ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণঃ।

মূল-অনুবাদ—৭৯। চেতনবস্তুতে চিদ্‌গত (চিৎস্বরূপগত) লিঙ্গসকল (নাম-রূপাদি) কোথাও আরোপিত হয় নাই (অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে আরোপ বলিয়া কথিত হয় নাই)। চিদ্‌বস্তুতে জড়ীয় লিঙ্গের আরোপ করা (বিজ্ঞগণের) অভিমত নহে।

টীকা-অনুবাদ—৭৯। চিদ্‌বস্তুতে অর্থাৎ ভগবান্ ও জীবে যে-সকল চিদ্‌গত লিঙ্গ, তাহা আরোপিত নহে, কিন্তু নিত্য। ভগবানে জড়লিঙ্গের আরোপ অভিমত নহে,—এই বাক্যদ্বারা "উপাসকের হিতার্থ ব্রহ্মের রূপকল্পনা"—এই বাক্য দূষিত হইল।

মূল-অনুবাদ—৮০-৮১। জীবের আকর্ষণ-কার্য্যহেতু "কৃষ্ণ" এই নাম, জীবের আনন্দবিধানহেতু নিত্যশ্যামল প্রীতিপ্রদ রূপ, তাঁহাতে (কৃষ্ণে) বিবিধ গুণ, লীলা-প্রসঙ্গ—কর্ম ; জীবাত্মার প্রিয়তম কৃষ্ণ—এই সকল লক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষিত হন।

টীকা-অনুবাদ—৮০-৮১। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বস্তুনির্দ্দেশক লিঙ্গসকল বিবৃত করিতেছেন। জীবের আকর্ষণহেতু 'কৃষ্ণ' এই নাম। জীবের আনন্দবিধানহেতু মেঘের ন্যায় শ্যামলই তাঁহার রূপ। গুণ—বহুবিধ। জীবের সহিত তাঁহার লীলা—কর্ম। এই সকল নিত্য। বিশেষ-ধর্মবশতঃ বহু রূপও। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

চিদ্বস্তু চিৎস্বভাবস্য জীবস্য নিকটস্থিতম্।
কিমর্থং ক্লিশ্যতে তত্র লক্ষণাবৃত্তিমাশ্রিতঃ ॥ ৮২ ॥
লক্ষণালক্ষিতং ব্রহ্ম দূরস্থং ভানমেব হি।
আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধস্য কৃষ্ণস্য হৃদি তিষ্ঠতঃ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়—৮২। চিদ্বস্তু (চিন্ময় বস্তু) চিৎস্বভাবস্য (চিন্ময়স্বরূপ) জীবস্য (জীবের) নিকটস্থিতম্ (নিকটে অবস্থিত); তত্র (সেই স্থলে) লক্ষণাবৃত্তিম্ (লক্ষণাবৃত্তি), আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) কিমর্থং (কি প্রয়োজনে) ক্লিশ্যতে (কষ্ট করা হয়)?

অন্বয়—৮৩। হি (কারণ), লক্ষণালক্ষিতং (লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অনুমিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) হৃদি (হৃদয়ে) তিষ্ঠতঃ (অবস্থিত) আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধস্য (আত্মার সাক্ষাৎকৃত) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) দূরস্থং (দূরস্থিত) ভানম্ এব (অনুভূতিমাত্র)।

টীকা—৮২। চিৎস্বভাবস্য জীবস্য নিকটস্থিতমস্তি চিদ্বস্তু। তত্র কা লক্ষণা-বৃত্তি? পৃষ্ঠতো নাসিকা-স্পর্শ-ন্যায়েন লক্ষণাবৃত্ত্যা ব্রহ্মসাক্ষাৎ-করণপ্রবৃত্তিরেব নিরর্থকা।

টীকা—৮৩। স্পষ্টম্।

মূল-অনুবাদ—৮২। চিদ্‌বস্তু চিন্ময়স্বরূপ জীবের নিকটে অবস্থিত। তাহাতে লক্ষণা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া কষ্ট করা হয় কেন?

টীকা-অনুবাদ—৮২। চিদ্‌বস্তু চিৎস্বভাববিশিষ্ট জীবের নিকটে অবস্থিত। সেখানে লক্ষণা-বৃত্তি আবার কি? পৃষ্ঠ হইতে নাসিকা-স্পর্শ—এই ন্যায়ানুসারে লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিবার প্রবৃত্তি নিরর্থকই।

প্রপঞ্চবর্ত্তিনো জীবা বর্ত্তমানস্বভাবতঃ।
পশ্যন্তি পরমং তত্ত্বং নির্ম্মলং মলসংযুতম্ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়—৮৪। প্রপঞ্চবর্ত্তিনঃ (মায়িক বিশ্বে অবস্থিত) জীবাঃ (জীবসকল) বর্ত্তমানস্বভাবতঃ (বর্ত্তমান স্বভাবের বশে) নির্ম্মলং (নির্দ্দোষ) পরমং তত্ত্বং (পরম তত্ত্বকে) মলসংযুতং (সদোষ) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকে)।

টীকা—৮৪। নন্থ যগ্যপি নিতান্তসহজজ্ঞানেন সর্ব্বাপ্তিঃ স্যাত্তর্হি কিমর্থং সাধনপ্রসঙ্গঃ, সহজস্য নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে,—নির্ম্মলং পরমতত্ত্বং মলযুক্তং পশ্যন্তি বদ্ধজীবনিচয়াঃ, বর্ত্তমানস্বভাবাৎ, দেশ-কালাদের্হেয়ভাবযুক্তস্য স্বস্য বর্ত্তমানভাবাৎ; "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা" ইতি রসামৃতসিন্ধু-(১।২।২) বচনাৎ।

মূল-অনুবাদ—৮৩। কারণ, লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা অনুমিত ব্রহ্ম হৃদয়ে বিরাজমান, আত্মার প্রত্যক্ষদ্বারা অনুভূত কৃষ্ণের (কৃষ্ণস্বরূপের) দূরস্থ ভান অর্থাৎ অনুভূতিমাত্র।

টীকা-অনুবাদ—৮৩। (অর্থ) স্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—৮৪। জড়জগতে অবস্থিত জীবগণ বর্ত্তমান (আবৃত) স্বভাববশতঃ নির্মল পরম তত্ত্বকে সদোষ দর্শন করিয়া থাকে।

টীকা-অনুবাদ—৮৪। যদি নিতান্ত সহজ জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সাধন-প্রসঙ্গ কেন? কেননা, সহজ (জ্ঞান) নিত্যসিদ্ধ। (তাহার) উত্তর এই,—বর্ত্তমান স্বভাববশতঃ, অর্থাৎ দেশ-কাল প্রভৃতির হেয়ভাবযুক্ত নিজের বর্ত্তমান ভাববশতঃ বদ্ধজীবসকল নির্মল পরমতত্ত্বকে মলযুক্ত দর্শন করিয়া থাকে এবং রসামৃতসিন্ধুর বাক্যপ্রমাণে নিত্যসিদ্ধ ভাবকে হৃদয়ে প্রকট করাই সাধ্যতা। [অতএব সাধনের প্রয়োজন]।

বর্ণনে যন্মলং বাক্যে স্মরণে যন্মলং হৃদি।
অর্চ্চনে যন্মলং দ্রব্যে সারভাজাং ন তৎ ক্বচিৎ॥ ৮৫॥

অন্বয়—৮৫। বর্ণনে (কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বর্ণনায়) বাক্যে (বাক্যে) যৎ মলং (যে মল), স্মরণে (স্মরণবিষয়ে) হৃদি (হৃদয়ে) যৎ মলম্ (যে মল), অর্চ্চনে (অর্চ্চনবিষয়ে) দ্রব্যে (দ্রব্যে) যৎ মলং (যে মল), তৎ (সেই সমস্ত) সারভাজাং (সারগ্রাহিগণের) ক্বচিৎ (কোনও বিষয়ে) ন (নাই)।

টীকা—৮৫। বাক্যানাং প্রাপঞ্চিকত্বাৎ শাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্বং যদ্বর্ণিতং তৎ বাক্যমলযুক্তমবশ্যম্। মনস্তপি কৃষ্ণবিষয়ে যচ্চিন্তিতং তন্মনোমল-যুক্তম্,—মনসঃ প্রপঞ্চ-বিকারত্বাৎ অর্চ্চনক্রিয়ায়াং শ্রীবিগ্রহতুলসী-বাঙ্ময়-স্তোত্র-খাদ্যদ্রব্যাদীনাং প্রপঞ্চময়ত্বাদ্ দ্রব্যমলত্বমপরিহরণীয়ম্। কিন্তু তত্তদ্ব্যতিরেকেণ কদাচিদপি বদ্ধজীবানাং ভগবদালোচনরূপ-পরমপ্রীতি-সাধনং ন সম্ভবতি। নিরাকারনিষ্ঠ-সাধকানামপি কিয়ৎপরিমাণং মলমনিবার্য্যম্। তত্রৈব তেষামীশোপাসকানাং ব্রাহ্মাণাং বা মানস-পৌত্তলিকতাপি দ্রষ্টব্যা। কিন্তু তেষামালোচন-সংক্ষেপাৎ সর্ব্ববিষয়ে ভগবদ্ভাবাভাবাচ্চ প্রেমসম্পত্তিরপি সংক্ষিপ্তা ভবতি প্রেমসম্পত্তে-রসম্পূর্ণত্বাৎ তেষাং সংহৃতিরপ্যাশঙ্কনীয়া। তস্মাৎ বাঙ্মনোদ্রব্যস্বীকারাৎ তত্তদ্বস্তুজমলেষ্বপি ভগবৎ-সম্বন্ধস্থাপনাচ্চাধিকতরকৃষ্ণানুশীলনেন প্রেম-সম্পত্তিশ্চাধিকতরা ভবতি। সারগ্রাহিণস্তু সাকারনিরাকাররূপ-সাম্প্রদায়িক-বিবাদং পরিত্যজ্য পরমচমৎকার-প্রেমসম্পত্তিলাভায় সর্ব্বাত্মনা ভগবন্তং ভজন্তে,—যৎপ্রাপ্তৌ সর্ব্বজ্ঞতাভ্রান্তিরহিততাদিগুণগণাঃ, স্বয়ং প্রবর্ত্তন্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদাৎ। যে তু তর্কনিষ্ঠা জ্ঞানভারবাহিনস্তে নিরর্থকমসাধ্য-প্রমাদবশাৎ কেবলং জ্ঞানমার্জ্জনমেব চিন্তয়ন্তি; কদাচিদপি তন্ন লভন্তে স্বশক্তেরসামর্থ্যাৎ, অকিঞ্চনভাবেন সর্ব্বশক্তিসম্পন্নভগবদ্ভজনাভাবাচ্চ। সার-

গ্রাহিণস্তু বাঙ্মনোদ্রব্যাদ্যুপকরণমধ্যে প্রীতিরূপং সারং গৃহীত্বা তত্তদ্গত-মলানাং পরিহারং কুর্ব্বন্তি, শীঘ্রমেব প্রীতিসম্পন্না ভবন্তি চ। (টীকা—৮৫)

মূল-অনুবাদ—৮৫। (কৃষ্ণসম্বন্ধীয়) বর্ণন্যায় বাক্যে যে মল, (কৃষ্ণের) স্মরণ-ব্যাপারে হৃদয়ে যে মল, অর্চ্চনকার্য্যে উপকরণ-সকলে যে মল, তাহা সারগ্রাহিগণের কোথাও নাই।

টীকা-অনুবাদ—৮৫। বাক্যসকল প্রপঞ্চজাত বলিয়া শাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্ব যাহা বর্ণিত, সেই বাক্য অবশ্যই মলযুক্ত। মনেও কৃষ্ণবিষয়ে যাহা চিন্তা করা হয়, তাহা মনের মলযুক্ত ; কারণ, মন প্রপঞ্চের বিকার। অর্চ্চনকার্য্যে শ্রীবিগ্রহ-তুলসী-বাক্যময়-স্তোত্র-খাদ্যদ্রব্যাদি প্রপঞ্চময় বলিয়া দ্রব্যগত মলভাব অপরিহার্য্য। কিন্তু ঐসকল ব্যতীত বদ্ধজীবের পক্ষে ভগবদনুশীলনরূপ পরমপ্রীতিসাধন কখনও সম্ভব নহে। নিরাকারনিষ্ঠ সাধকগণেরও কিয়ৎপরিমাণ মল অনিবার্য্য। তাহাতেই (অনিবার্য্য-মলমধ্যে) সেই সকল ঈশোপাসকগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মগণের মানস পৌত্তলিকতাও বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সংক্ষিপ্ত অনুশীলনহেতু এবং সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবের অভাবহেতু প্রেমসম্পদ্ বা প্রেমপ্রাপ্তিও সংক্ষিপ্ত। প্রেমসম্পদের অসম্পূর্ণতাহেতু তাহাদের সংহারও আশঙ্কা করা যায়। অতএব বাক্য, মন, দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক এবং সেই সেই বস্তুসমূহে ভগবৎসম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক অধিকতর কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা প্রেমসম্পদ্ও অধিকতর হয়। সারগ্রাহিগণ সাকার-নিরাকাররূপ সাম্প্রদায়িক বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরমচমৎকার প্রেমসম্পদ্-লাভের জন্য সর্ব্বভাবে ভগবানের ভজন করেন—যাঁহার প্রাপ্তিতে সর্ব্বজ্ঞতা, ভ্রমশূন্যতা প্রভৃতি গুণরাশি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে আপনা হইতে উদিত হয়। আর, যাহারা তর্কনিষ্ঠ জ্ঞানভারবাহী, তাহারা অনপনেয় (অসাধ্য) প্রমাদবশে নিরর্থক

ন তত্র বর্ত্তে কষ্টং কৃষ্ণঃ সর্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ।
কৃপয়া মলতঃ শীঘ্রং প্রজ্ঞানঞ্চোদ্ধরিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়—৮৬। তত্র (তাহাতে—ঐ সকল কার্য্যে) কষ্টং (কষ্ট) ন বর্ত্ততে (নাই) ; সর্ব্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ (সকল আশ্রয়ের আশ্রয়) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) কৃপয়া (কৃপাপূর্ব্বক) প্রজ্ঞানং (সদ্‌বুদ্ধিকে) শীঘ্রং (শীঘ্র) মলতঃ (মল হইতে) উদ্ধরিষ্যতি (উদ্ধার করিবেন)।

টীকা—৮৬। তত্র সারগ্রহণদ্বারা সাধনপরিশ্রমে কিঞ্চিদপি ন কষ্টম্। কুতঃ সর্ব্বাশ্রিতভাবানামাশ্রয়ঃ কৃষ্ণঃ কৃপাপূর্ব্বকমস্মাকং প্রজ্ঞানং সাধুবুদ্ধিং মলতো বদ্ধভাবতঃ শীঘ্রং সমুদ্ধরিষ্যতি। কা তত্র চিন্তা ? সর্ব্বে নিশ্চিন্তাঃ সর্ব্বাত্মনা ভগবন্তং ভজন্তু।

জ্ঞান-মার্জ্জনই চিন্তা করে মাত্র ; নিজ শক্তির অযোগ্যতাবশতঃ এবং অকিঞ্চনভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ভজনাভাবে কখনও তাহা (জ্ঞানের বিশুদ্ধতা) লাভ করে না। কিন্তু সারগ্রাহিগণ বাক্য-মনোদ্রব্যাদি উপকরণ-মধ্যে প্রীতিরূপ সার গ্রহণ করিয়া ঐ সকলের মল পরিহার করেন এবং শীঘ্রই প্রীতিসম্পন্ন হন। (টীকা-অনুবাদ – ৮৫)

মূল-অনুবাদ – ৮৬। তাহাতে (ঐ সকল ব্যাপারে) কোন কষ্ট নাই ; সকল আশ্রয়ের আশ্রয় কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক সদ্‌বুদ্ধিকে শীঘ্র (সকল) মল হইতে মুক্ত করিবেন।

টীকা-অনুবাদ—৮৬। তাহাতে সারগ্রহণদ্বারা সাধনের পরিশ্রমে কিছুই কষ্ট (বোধ) হয় না। কেননা, সকল আশ্রিতগণের সকল ভাবের আশ্রয় কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সাধুবুদ্ধিকে মল হইতে অর্থাৎ বদ্ধভাব হইতে শীঘ্র উদ্ধার করিবেন। তাহাতে কিসের চিন্তা ? সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজন করুক।

সম্বন্ধতত্ত্ববোধেন চাভিধেয়বিধানতঃ।
রসাব্ধৌ মজ্জতে কৃষ্ণে নির্গুণঃ সারভুঙ্‌নরঃ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়—৮৭। সারভুক্ (সারগ্রাহী) নরঃ (ব্যক্তি) সম্বন্ধতত্ত্ব-বোধেন (সম্বন্ধজ্ঞানের উপলব্ধিদ্বারা) চ (ও) অভিধেয়বিধনেতঃ (সাধনের অনুষ্ঠানদ্বারা) নির্গুণঃ (প্রাকৃতগুণরহিত হইয়া) রসাব্ধৌ (রসসাগর) কৃষ্ণে (কৃষ্ণে) মজ্জতে (মগ্ন হয়)।

টীকা—৮৭। অর্থঃ স্পষ্টঃ। সারভুঙ্‌নরাঃ সারগ্রাহিণঃ। তে হি ত্রিবিধাঃ,—সারান্বেষিণঃ, সারপ্রাপ্তাঃ, সারাস্বাদিনশ্চ। তে সর্ব্বে নির্গুণাঃ, প্রাকৃতগুণযুক্তা অপি গুণেন ন লিপ্তা অপ্রাকৃতগুণসম্পন্না-শ্চেত্যর্থঃ। শৃঙ্গাররস এব সর্ব্বেষাং জীবানাং স্বরূপসিদ্ধরসস্তেষাং ভোগ্যত্বে সিদ্ধে পরমেশ্বরস্য পরমভোক্তৃত্বে সিদ্ধে চ জীবানামপ্রাকৃতস্ত্রীভাব এব স্বরূপসিদ্ধো ভাবঃ। তস্মিন্ প্রাপ্তে পরমরসাব্ধৌ শ্রীকৃষ্ণে মজ্জনমেব সম্ভবতি। অন্যান্যভাবে তু মজ্জনরূপ-পরমানন্দাবিষ্কারো ন ঘটতে, তত্তদ্ভাবানাং কিয়ৎপরিমাণেন কুণ্ঠত্বাৎ। এতাবদস্মিন্ সিদ্ধান্তগ্রন্থে বক্তব্যমেতৎসম্বন্ধে। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়-গীতগোবিন্দ-হংসদূতপ্রভৃতিরস-গ্রন্থেষু পরমভাবস্যাস্বাদনমনুভূয়তে। শৃঙ্গাররসপ্রাপ্তৌ জীবানাং পরমনির্গুণত্ব-মুপাধিত্যাগাদিতি।

মূল-অনুবাদ—৮৭। সারগ্রাহী জন সম্বন্ধজ্ঞানের উপলব্ধি-দ্বারা ও সাধনের (অভিধেয়ের) অনুষ্ঠানদ্বারা প্রাকৃতগুণাতীত হইয়া রসসাগর শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন হয়।

টীকা-অনুবাদ—৮৭। অর্থ স্পষ্ট। সারভুক্ নর অর্থাৎ সারগ্রাহী। তাহারা তিন প্রকার—সারান্বেষী, সারপ্রাপ্ত ও সারাস্বাদী। তাহারা সকলে নির্গুণ, অর্থাৎ প্রাকৃতগুণযুক্ত হইলেও গুণের দ্বারা লিপ্ত

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং ন জাতির্নাপি কর্ম চ।
কারণং সারসম্পত্তৌ প্রবৃত্তির্মুখ্যকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়—৮৮। ন জ্ঞানং (না জ্ঞান), ন চ বৈরাগ্যং (না বৈরাগ্য), ন জাতিঃ (না জন্ম), অপি ন চ কর্ম (না কর্ম) সারসম্পত্তৌ (সারপ্রাপ্তি-বিষয়ে) কারণম্ (কারণ); প্রবৃত্তিঃ (রুচি) মুখ্যকারণম্ (মুখ্য কারণ)।

টীকা—৮৮। অস্যাঃ সারসম্পত্তেঃ প্রবৃত্তিরেব মুখ্যকারণম্। অন্যেষাং কারণানাং সহকারিত্বমাত্রম্।

নহে এবং অপ্রাকৃতগুণযুক্ত। শৃঙ্গার-রসই সকল জীবের স্বরূপসিদ্ধ রস; তাহাদের (জীবের) ভোগ্যভাব সিদ্ধ হইলে এবং পরমেশ্বরের পরমভোক্তৃ-ভাব সিদ্ধ হইলে জীবের অপ্রাকৃত স্ত্রীভাবই স্বরূপসিদ্ধ ভাব হয়। তাহার (ঐ স্ত্রী-ভাবের) প্রাপ্তিতে পরমরসসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণে মজ্জনই সম্ভব। অপরাপর-ভাবে কিন্তু মজ্জনরূপ পরমানন্দের আবিষ্কার (প্রকাশ) হয় না; কারণ, সেইসকল ভাবের কিঞ্চিৎ পরিমাণ কুণ্ঠতা (সঙ্কোচভাব) আছে। এই সিদ্ধান্তগ্রন্থে এই পর্য্যন্ত বক্তব্য। 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়', 'শ্রীগীতগোবিন্দ', 'শ্রীহংসদূত' প্রভৃতি গ্রন্থে পরমভাবের আস্বাদন অনুভব করা যায়। শৃঙ্গার-রস-প্রাপ্তিতে উপাধিত্যাগহেতু জীবের পরমনির্গুণতা হয়।

(টীকা-অনুবাদ—৮৭)

মূল-অনুবাদ—৮৮। না জ্ঞান, না বৈরাগ্য, না জাতি (জন্ম), না কর্ম—সারসম্পদের কারণ; প্রবৃত্তি (রুচি) মুখ্য কারণ।

টীকা-অনুবাদ—৮৮। প্রবৃত্তি বা রুচি এই সারসম্পদের মুখ্য কারণ। অন্যান্য কারণ সহকারিমাত্র।

সা প্রবৃত্তিঃ কুতঃ কস্মাৎ কদা বা কেন হেতুনা।
সংশয়োঽত্র মহান্ শশ্বদ্ বর্ত্ততেঽবিদুষাং হৃদি ॥ ৮৯ ॥

প্রায়শঃ সাধুসঙ্গেন কস্যচিজ্ জ্ঞানসাধনাৎ।
কস্য বাঽনর্থবোধেন কস্য বৈধবিধানতঃ ॥ ৯০ ॥

কস্য বা জন্মতঃ কস্য চাভ্যাসবশতঃ ক্বচিৎ।
প্রবৃত্তির্জায়তে সারে কস্য বাকস্মিকী ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়—৮৯। সা প্রবৃত্তিঃ (ঐ রুচি) কুতঃ (কোন্ স্থানে), কদা (কোন্ কালে), কস্মাৎ (কাহা হইতে), কেন হেতুনা (কোন্ কারণে)—অত্র (এই বিষয়ে) অবিদুষাং (অনভিজ্ঞগণের) হৃদি (হৃদয়ে) মহান্ (মহা) সংশয়ঃ (সন্দেহ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) বর্ত্ততে (আছে)।

অন্বয়—৯০-৯১। কস্যচিৎ (কাহারও) জ্ঞানসাধনাৎ (জ্ঞান-সাধন হইতে), কস্য বা (কাহারও বা) অনর্থবোধেন (অনর্থ উপলব্ধি দ্বারা), কস্য (কাহারও) বৈধবিধানতঃ (শাস্ত্রবিধির অনুসরণফলে), কস্য বা (কাহারও বা) জন্মতঃ (জন্ম হইতে), কস্য চ (কাহারও) অভ্যাসবশতঃ (অভ্যাসের ফলে),—[কিন্তু] প্রায়শঃ (প্রায়ই) সাধুসঙ্গেন (সাধুসঙ্গপ্রভাবে) সারে (সার-বিষয়ে) প্রবৃত্তিঃ (রুচি) জায়তে (উদিত হয়); ক্বচিৎ (কোথাও) কস্য বা (বা কাহার) আকস্মিকী (হঠাৎ) প্রবৃত্তিঃ ভবেৎ (রুচি হইতে পারে)।

টীকা—৮৯। কুতোঽবস্থানাৎ, কস্মাৎ প্রবর্ত্তকাৎ, কদা কস্মিন্ কালে, কেন হেতুনা নিমিত্তেন। অন্যৎ স্পষ্টম্।

টীকা—৯০-৯১। বৈধবিধানতঃ সম্প্রদায়বিধিমার্গানুবর্ত্তনাৎ। অন্যৎ স্পষ্টম্।

সর্ব্বেষাং কারণানাঞ্চ বেদ্ম্যেকং কারণং কৃপাম্।
বিধীনাং হেতুভূতানাং ধাতুঃ কৃষ্ণস্বরূপিণঃ ॥ ৯২ ॥

অন্বয়—৯২। হেতুভূতানাং (কারণীভূত) বিধীনাং (বিধি-সকলের) ধাতুঃ (বিধানকর্ত্তা) কৃষ্ণস্বরূপিণঃ (কৃষ্ণস্বরূপের) কৃপাং (কৃপাকে) সর্ব্বেষাং (সকল) কারণানাম্ (কারণের) একং (মূল বা একমাত্র) কারণং (কারণ বলিয়া) বেদ্মি (জানি)।

টীকা—৯২। সর্ব্ববিষয়হেতুভূতানাং বিধীনাং বিধাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপামেব মূলকারণং বেদ্মি। অহমিতি শেষঃ।

মূল-অনুবাদ—৮৯। ঐ রুচি কোথায়, কখন, কাহা হইতে কোন্ কারণে (লভ্য হয়)—এই বিষয়ে অনভিজ্ঞগণের হৃদয়ে মহাসংশয় সর্ব্বদা বিদ্যমান।

টীকা-অনুবাদ—৮৯। কোন্ স্থান হইতে, কোন্ প্রবর্ত্তক হইতে, কোন্ সময়ে, কোন্ হেতু বা কারণে। আর সকল স্পষ্ট।

মূল-অনুবাদ—৯০-৯১। কাহারও জ্ঞানসাধন হইতে, কাহারও বা অনর্থ-উপলব্ধি হইতে, কাহারও শাস্ত্রবিধির অনুসরণ-ফলে, কাহারও বা জন্ম হইতে, কাহারও অভ্যাসের ফলে, (কিন্তু) প্রায়ই সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সারবিষয়ে রুচি উদিত হয়; ক্বচিৎ কাহারও বা হঠাৎ রুচি হইতে পারে।

টীকা-অনুবাদ—৯০-৯১। বৈধবিধানে অর্থাৎ সম্প্রদায় ও বিধিমার্গের অনুসরণে। অবশিষ্ট স্পষ্ট।

অবাধ্যভ্রমহানায় সমর্থা যে নরাত্মজাঃ।
বদন্তু কারণং কৃষ্ণকৃপায়া দীনচেতসাম্ ॥ ৯৩ ॥
বয়ন্তু দাস্যভাবানামাস্বাদন-বিমোহিতাঃ।
কৃষ্ণেচ্ছাহেতুনির্দ্দেশে হ্যশক্তাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ ॥ ৯৪ ॥

অন্বয়—৯৩। যে নরাত্মজাঃ (যে-সকল মানব) অবাধ্য-ভ্রমহানায় (অনপনেয় ভ্রম দূরীকরণে) সমর্থাঃ (সক্ষম), [তাহারা] দীনচেতসাং (দীনচিত্তগণের সম্বন্ধে) কৃষ্ণ-কৃপায়াঃ (কৃষ্ণকৃপার) কারণং (কারণ) বদন্তু (নির্দ্দেশ করুক)।

অন্বয়—৯৪। তু (কিন্তু) বয়ং (আমরা) দাস্যভাবানাম্ (সেবামূলক ভাবসকলের) আস্বাদন-বিমোহিতাঃ (আস্বাদনে মুগ্ধ) ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধিগণ) কৃষ্ণেচ্ছা-হেতুনির্দ্দেশে (কৃষ্ণের ইচ্ছার কারণ-নির্দ্দেশে) অশক্তাঃ হি (অক্ষমই)।

টীকা—৯৩। এষ এবাবাধ্যপ্রমাদঃ। দীনচেতসামকিঞ্চন-বৈষ্ণবানা-মস্মাকং সম্বন্ধে। তদেব স্ফুটয়ন্নাহ।

টীকা—৯৪। দাস্যভাবানামিতি বহুবচনপ্রয়োগদ্বারা শৃঙ্গারপর্য্যন্ত-ভাবান্ সূচয়তি। বিধাতুঃ কৃষ্ণস্য বিধিতন্ত্রত্বাভাবেন তস্যেচ্ছাকারণ-মনির্দ্দেশ্যমিতি দত্তব্যম্।

মূল-অনুবাদ—৯২। [আমরা] কারণীভূত সকল বিধির বিধাতা কৃষ্ণস্বরূপের কৃপাকে সকল কারণের একমাত্র বা মূল কারণ বলিয়া জানি।

টীকা-অনুবাদ—৯২। সকলবিষয়ের কারণীভূত বিধিসকলের বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকেই আমি মূল কারণ বলিয়া জানি।

কিন্ত্বেকো নিশ্চয়োঽস্মাকং পরেশঃ করুণাময়ঃ।
একান্তশরণাপন্নং ন মুঞ্চতি কদাচন ॥ ৯৫ ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো পরমানন্দবারিধে।
সুদণ্ড্যমাত্মচৌরং মাং বধান প্রেমরজ্জুতঃ ॥ ৯৬ ॥

অন্বয়—৯৫। কিন্তু অস্মাকম্ (কিন্তু আমাদের) একঃ (একটী) নিশ্চয়ঃ (দৃঢ় বিশ্বাস)—করুণাময়ঃ (দয়াময়) পরেশঃ (পরমেশ্বর) একান্তশরণাপন্নং (একান্তভাবে শরণাগতকে) কদাচন (কখনও) ন মুঞ্চতি (পরিত্যাগ করেন না)।

অন্বয়—৯৬। হা করুণাসিন্ধো ! (হা করুণাসিন্ধো !) পরমানন্দ-বারিধে কৃষ্ণ ! (পরমানন্দবারিধি শ্রীকৃষ্ণ !) আত্মচৌরং (আত্মচোর) [অতএব] সুদণ্ড্যং (উত্তম দণ্ডযোগ্য) মাং (আমাকে) প্রেমরজ্জুতঃ (প্রেমরজ্জুদ্বারা) বধান (বন্ধন কর)।

মূল-অনুবাদ—৯৩। যে সকল মানব অসাধ্য ভ্রম দূরী-করণে সমর্থ, তাঁহারা দীনচিত্তগণের (অকিঞ্চনগণের) সম্বন্ধে কৃষ্ণ-কৃপার কারণ নির্দ্দেশ করুক।

টীকা-অনুবাদ—৯৩। ইহাই অবাধ্য (অশোধনীয়) প্রমাদ। দীনচেতা অর্থাৎ অকিঞ্চন বৈষ্ণব আমাদের সম্বন্ধে। তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন।

মূল-অনুবাদ—৯৪। কিন্তু আমরা দাস্যভাব-সকলের আস্বাদনে মুগ্ধ ক্ষুদ্রবুদ্ধিগণ কৃষ্ণের ইচ্ছার হেতু নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থই।

টীকা-অনুবাদ—৯৪। দাস্যভাব-শব্দে বহুবচনের প্রয়োগদ্বারা শৃঙ্গার পর্য্যন্ত সকল ভাব সূচিত করিতেছেন। বিধাতা কৃষ্ণের বিধির অধীনতার অভাবহেতু তাঁহার ইচ্ছার কারণ অনির্দ্দেশ্য,—ইহাই বক্তব্য।

টীকা—৯৫-৯৬। যদ্যপি কৃষ্ণকৃপায়াঃ কারণং ন লক্ষ্যতে কৃষ্ণস্য বিধিবন্ধনাভাবাৎ, তথাপি স করুণাবশতঃ একান্তশরণাপন্নং জীবং ন ত্যজতি। ভগবতোঽপারকরুণাময়ত্বমালোচয়তঃ সিদ্ধান্তকারস্য হা কৃষ্ণেতি প্রার্থনা স্বয়মাবির্বভূব। আত্মনো ধর্ম্মো ভগবদ্দাস্যং তদন্তরেণ আত্মচৌর্য্যম্। চৌরা এব দণ্ডনীয়াঃ। আদৌ তেষাং বন্ধনমেব কার্য্যম্। আত্মচৌরং দণ্ড্যং মাং ভবৎপ্রেমরজ্জ্বা দৃঢ়তরং বদ্ধা পরমানন্দসমুদ্রে নিমজ্জয়েতি ভাবঃ। যদি পরমানন্দপ্রাপ্তির্ভবতি, তর্হি কথং দণ্ডঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—হা কৃষ্ণ! হা জীবাকর্ষক! ভবতি কুত্রামঙ্গলম্? হা করুণাবারিধে! কুত্র তব দণ্ডস্যামঙ্গলত্বং করুণাময়ত্বাৎ? ইয়ং প্রার্থনাপি শরণাপত্তের্লক্ষণমিতি জ্ঞাতব্যম্।

মূল-অনুবাদ—৯৫। কিন্তু আমাদের একটী দৃঢ় বিশ্বাস—করুণাময় পরমেশ্বর একান্ত শরণাগতকে কখনও পরিত্যাগ করেন না।

মূল-অনুবাদ—৯৬। হা করুণাসিন্ধু পরমানন্দবারিধি শ্রীকৃষ্ণ! আত্মচোর [অতএব] উত্তমরূপে দণ্ডযোগ্য আমাকে প্রেমরজ্জুদ্বারা বন্ধন কর।

টীকা-অনুবাদ—৯৫-৯৬। কৃষ্ণের বিধিবন্ধনাভাববশতঃ যদিও কৃষ্ণকৃপার কারণ দেখা যায় না, তথাপি তিনি করুণাবশতঃ একান্ত-শরণাগত জীবকে ত্যাগ করেন না। ভগবানের অপার করুণাময়তা আলোচনা করিতে করিতে সিদ্ধান্তকারের "হা কৃষ্ণ" ইত্যাদি প্রার্থনা আপনা হইতে উদিত হইয়াছিল। আত্মার ধর্ম—ভগবদ্দাস্য, তদ্ব্যতীত আত্মচৌর্য্য। চোরগণই দণ্ডনীয়। প্রথমে তাহাদিগকে বন্ধন করাই

কদাচিৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম জ্ঞানমার্গাশ্রিতস্য মে।
জগতাং মঙ্গলার্থায় প্রার্থনাদৌ রতস্য চ ॥ ৯৭ ॥
অরূপধ্যানসক্তস্য শান্তভাবগতস্য চ।
প্রাদুরাসীন্মহান্ ভাবো ব্রজলীলাত্মকশ্চিতি ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়—৯৭-৯৮। কদাচিৎ (কখনও) কর্ম কুর্ব্বতঃ (কর্মমার্গ অবলম্বনকারী), [কখনও] জ্ঞানমার্গাশ্রিতস্য (জ্ঞানপথ আশ্রয়কারী), [কখনও] জগতাং (জগতের) মঙ্গলার্থায় (মঙ্গলসাধনার্থ) প্রার্থনাদৌ (প্রার্থনাদিতে) রতস্য (প্রবৃত্ত), [কখনও] অরূপধ্যানসক্তস্য (নিরাকার-ধ্যানে আসক্ত) চ (এবং) [কখনও] শান্তভাবগতস্য (শান্তভাবাশ্রিত) মে (আমার) চিতি (চৈতন্যে—চেতনসত্তায়) ব্রজলীলাত্মকঃ (ব্রজলীলাময়) মহান্ (মহা) ভাবঃ (সত্য) প্রাদুরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছিল)।

টীকা—৯৭-৯৮। গ্রন্থকারস্য নিজবিবরণমাহ—কদাচিদিতি। নিরাকারেশোপাসনায়াং শান্তরসপ্রসক্তস্য মম চৈতন্যে কদাচিৎ প্রভুকৃপয়া পরমসম্বন্ধভাবান্বিত-ব্রজলীলাত্মকরসতত্ত্বমাবির্বভূব। সচ্চিদানন্দবিগ্রহাবির্ভাবাদরূপধ্যানং তিরোহিতমাসীদিতি ভাবঃ।

কর্ত্তব্য। আত্মচোর আমাকে তোমার প্রেম-রজ্জুদ্বারা দৃঢ়তরভাবে বন্ধন করিয়া পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত কর—ইহা ভাবার্থ। যদি পরমানন্দ-প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া দণ্ড হইল ?—এইরূপ (প্রশ্ন) আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—হা কৃষ্ণ! অর্থাৎ হা জীবাকর্ষক! তোমাতে অমঙ্গল কোথায় ? হা করুণাসমুদ্র! (তোমার) করুণাময়তাহেতু তোমার দণ্ডের অমঙ্গলতা কোথায় ? এই প্রার্থনাও শরণাগতির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। (টীকা-অনুবাদ—৯৫-৯৬)

তদাদি স্থূললিঙ্গাখ্যৌ পৃথগ্ভূতৌ দেহৌ মম।
স্বধর্ম্মসাধনে কিন্তু নিরতৌ চ যথা পুরা ॥ ৯৯ ॥

অন্বয়—৯৯। তদাদি (সেই সময় হইতে) মম (আমার) স্থূললিঙ্গাখ্যৌ (স্থূল ও লিঙ্গনামক) দেহৌ (দুইটী দেহ) পৃথগ্ভূতৌ (পৃথক্ হইয়া গেল); কিন্তু যথা পুরা (কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায়) স্বধর্মসাধনে (ব্যবহারিক কর্মসাধনে) নিরতৌ (নিরত আছে)।

টীকা—৯৯। পঞ্চভূতাদ্যহঙ্কারপর্য্যন্তং স্থূললিঙ্গাত্মকং শরীরদ্বয়ং তৎকালাৎ স্বভাবতঃ পৃথগ্ভূতম্। তথাপি তদ্দেহদ্বয়ং স্ব-স্বব্যবহারিকধর্ম্ম-পালনে নিযুক্তমাহারব্যবহারাদৌ পূর্ব্ববদিতি ভাবঃ।

মূল-অনুবাদ—৯৭-৯৮। কখনও কর্মানুষ্ঠানে রত, (কখনও) জ্ঞানমার্গ-আশ্রিত, (কখনও) জগতের মঙ্গলসাধনার্থ প্রার্থনাদিতে প্রবৃত্ত, (কখনও) নিরাকার-ধ্যানে আসক্ত এবং (কখনও) শান্তভাব-আশ্রিত—(এবম্বিধ) আমার চেতন-সত্তায় (বা আত্মায়) ব্রজলীলারূপ মহাসত্য আবির্ভূত হইয়াছিল।

টীকা-অনুবাদ—৯৭-৯৮। "কদাচিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকারের নিজের বিবরণ বলিতেছেন। নিরাকার ঈশ্বর-উপাসনায় শান্তরসে আসক্ত আমারি চৈতন্যে (চিৎ-সত্তায়) কোন সময়ে ভগবানের কৃপায় পরম-সম্বন্ধভাবসহিত ব্রজলীলাত্মক রসতত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছিল। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের আবির্ভাবে অরূপের ধ্যান তিরোহিত হইল—এই ভাবার্থ।

মূল-অনুবাদ—৯৯। সেই সময় হইতে আমার স্থূল ও লিঙ্গ দেহদ্বয় (চিদ্দেহ হইতে) পৃথক্ হইয়া গেল; কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্বকার্য্য-সম্পাদনে নিরত আছে।

অহং তু শুদ্ধচিদ্ধর্ম্মী নিজপ্রেষ্ঠসমাশ্রিতঃ।
চরামি যামুনে দেশে চিৎকদম্বানিলান্বিতে ॥ ১০০ ॥

অন্বয়—১০০। শুদ্ধচিদ্ধর্মী (শুদ্ধ চেতনধর্মবিশিষ্ট) অহং (আমি) তু (কিন্তু) নিজপ্রেষ্ঠসমাশ্রিতঃ (নিজ প্রিয়তমকে আশ্রয় করিয়া) চিৎকদম্বানিলান্বিতে (চিন্ময় কদম্বানিল-সেবিত) যামুনে (যমুনাপ্লাবিত) দেশে (স্থানে) চরামি (বিচরণ করিতেছি)।

টীকা—১০০। স্থূললিঙ্গশরীরদ্বয়াদ্ ভিন্নঃ শুদ্ধজীবোঽহং তু প্রেষ্ঠস্য প্রাণনাথস্য লীলাসহচরো ভূত্বা চিদ্দ্রবরূপ-যমুনাসিক্তে, চিৎপুলকরূপ-কদম্বস্ততো যঃ প্রফুল্লভাবানিলস্তেন সেবিতে চিন্তামণিময়ে পরমানন্দ-ব্রজধাম্ন্যনুক্ষণং চরামি নানারসাস্বাদনে প্রমত্ত ইতি ভাবঃ।

টীকা-অনুবাদ—৯৯। পঞ্চভূত হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত স্থূল ও লিঙ্গ শরীরদ্বয় সেই সময় হইতে স্বভাবতঃ পৃথক্ হইয়া গেল। তথাপি সেই দেহদ্বয় আহার-ব্যবহার প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যবহারিক ধর্ম-পালনে পূর্ব্বের ন্যায় নিযুক্ত আছে—এই ভাবার্থ।

মূল-অনুবাদ—১০০। শুদ্ধ-চেতনধর্মী আমি কিন্তু নিজ প্রিয়তমকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আশ্রয় করিয়া চিন্ময়-কদম্বানিলসেবিত যমুনা-প্রদেশে বিচরণ করিতেছি।

টীকা-অনুবাদ—১০০। আর, স্থূল ও লিঙ্গ শরীরদ্বয় হইতে ভিন্ন শুদ্ধ জীব আমি প্রিয়তম প্রাণনাথের লীলা-সহচর হইয়া (ও) নানা রস-আস্বাদনে বিশেষভাবে মত্ত হইয়া চিন্ময়দ্রবরূপ যমুনা-প্লাবিত, চিন্ময় পুলকরূপ কদম্ব—তাহা হইতে প্রফুল্লভাবরূপ যে অনিল, তাহাদ্বারা সেবিত চিন্তামণিময় পরমানন্দ-ব্রজধামে অনুক্ষণ বিচরণ করিতেছি,—এইরূপ ভাবার্থ।

এতদাত্মপ্রতীতং মে সদা সাক্ষাদ্ যথা দৃশি।
প্রাগাসীজ্‌জড়ব্রহ্মাণ্ডমিদানীঞ্চ পৃথক্‌কৃতম্ ॥ ১০১ ॥

অন্বয়—১০১। প্রাক্ (পূর্ব্বে) জড়ব্রহ্মাণ্ডং (জড়বিশ্ব) মে (আমার) দৃশি (দৃষ্টিতে) যথা (যেরূপ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) আসীৎ (ছিল), ইদানীম্ (এক্ষণে) এতৎ (এই) আত্মপ্রতীতং (আত্মপ্রতীতি) মে (আমার) দৃশি (চক্ষুতে) সদা (সর্ব্বদা) [তদ্রূপ] সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) চ এবং পৃথক্‌কৃতম্ (জড় হইতে পৃথক্)।

টীকা—১০১। কিমেতৎ কল্পিতং পীড়ারূপং বেতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যাহ,—এতদিতি। ন হ্যেতৎপ্রতীতেঃ কাল্পনিকত্বং পীড়াজন্যত্বং বা ঘটতে,—শুদ্ধাত্মনি লব্ধত্বাৎ, জড়সম্পর্কাভাবাজ্জড়দেহস্য পূর্ব্ববদুক্তাচরণপরত্বাচ্চ। পূর্ব্বং যথা কেবলং জড়জগৎ বিশ্বাসভাজনমাসীৎ তথাধুনৈতৎ প্রত্যক্ষমপি কেনচিৎ গাঢ়তম-বিশ্বাসানন্দেন মামুল্লাসয়ত্তীতি ভাবঃ।

মূল-অনুবাদ—১০১। পূর্ব্বে জড়ব্রহ্মাণ্ড আমার দৃষ্টিতে যেরূপ প্রত্যক্ষ ছিল, এক্ষণে এই আত্মপ্রতীতি আমার দৃষ্টিতে সর্ব্বদা (তদ্রূপ) প্রত্যক্ষ এবং (জড় হইতে) পৃথক্।

টীকা-অনুবাদ—১০১। ইহা কি কল্পিত, অথবা ব্যাধি-বিশেষ—এই পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া "এতৎ" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। এই প্রতীতির কাল্পনিকতা বা ব্যাধিজনিত ভাব নিশ্চয়ই সম্ভব নহে; কারণ, ইহা বিশুদ্ধ আত্মায় প্রাপ্ত, (ইহাতে) জড়সম্পর্কের অভাব এবং জড়দেহ পূর্ব্ববৎ উক্ত আচরণে ব্যাপৃত। পূর্ব্বে যেরূপ শুধু জড়জগৎ বিশ্বাসের বস্তু ছিল, সেরূপ এক্ষণে এই প্রত্যক্ষও এক অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাসানন্দদ্বারা আমাকে উল্লাসিত করিতেছে—এই ভাবার্থ।

দুষ্পারেঽপ্যনুসংপ্রবিশ্য বিমলঃ শাস্ত্রাম্বুধৌ কৌস্তুভঃ
প্রত্যক্ষানুমিতিপ্রমাণবিধিনা সংগৃহ্য সারো মণিঃ।
দত্তঃ সারজুষে মহামতিমতে কেদারনাম্নাঽধুনা
লুপ্তপ্রায়গতিঃ প্রমাদকলিনা রাধাপ্রিয়প্রীতয়ে ॥ ক ॥

কৌস্তুভেশপ্রদত্তো মে দত্তস্য কৌস্তুভো মুদা।
বৈষ্ণবানাং শিরোধার্য্যঃ সারভাজাং বিশেষতঃ ॥ খ ॥

অন্বয়—ক। প্রমাদকলিনা (প্রমাদরূপ কলিদ্বারা) লুপ্তপ্রায়গতিঃ (প্রায় লুপ্তজ্ঞান) বিমলঃ (বিশুদ্ধ) সারঃ (শ্রেষ্ঠ) মণিঃ কৌস্তুভঃ (কৌস্তুভ-মণি) অধুনা (এক্ষণে) কেদারনাম্না (কেদারনামক) [কোনও ব্যক্তি-দ্বারা] দুষ্পারে অপি (দুর্গম হইলেও) শাস্ত্রাম্বুধৌ (শাস্ত্রসমুদ্রে) অনুসংপ্রবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) [শব্দানুগত] প্রত্যক্ষানুমিতিপ্রমাণবিধিনা (প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপ প্রমাণোপায়ে) সংগৃহ্য (সংগ্রহপূর্ব্বক) রাধাপ্রিয়প্রীতয়ে (শ্রীরাধাকান্তের প্রীতিসাধনার্থ) মহামতিমতে (সুবুদ্ধিমান্ বা অত্যুদার-হৃদয়) সারজুষে (সারগ্রাহীকে) দত্তঃ (প্রদত্ত হইল)।

অন্বয়—খ। দত্তস্য (অর্পিতাত্ম) মে (আমাকে) কৌস্তুভেশপ্রদত্তঃ (কৌস্তুভমণির অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রদত্ত) কৌস্তুভঃ (কৌস্তুভমণি) বৈষ্ণবানাং (বৈষ্ণবগণের), বিশেষতঃ (বিশেষভাবে) সারভাজাং (সারগ্রাহিগণের) মুদা (আনন্দসহকারে) শিরোধার্য্যঃ (মস্তকে ধারণযোগ্য)।

টীকা—ক। দুষ্পারেঽপি শাস্ত্রাম্বুধৌ প্রবিশ্য প্রত্যক্ষানুমান-প্রমাণবিধিনা কৌস্তুভমণিরূপো বিমলঃ সারঃ ময়া কেদারনাথদত্তেন সংগৃহ্য মহামতিমতে সারগ্রাহিণে সারগ্রাহিজনগণায়েত্যর্থঃ প্রদত্তঃ। কথম্ভূতঃ সারঃ ? প্রমাদ-কলিনা সম্প্রদায়রাগদ্বেষ এব প্রমাদঃ স এব কলিস্তেন

লুপ্তপ্রায়গতিঃ। রাধাপ্রিয়প্রীতয়ে শৃঙ্গাররসাধিকারে জীবানাং মহাভাব-পর্য্যন্তেষু ভাবেষু ভগবৎস্বরূপানন্দরূপিণী যা হ্লাদিনী শক্তিঃ সা এব রাধা, তস্যাঃ প্রিয়ঃ পরমমাধুর্য্যাধারঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য প্রীতয়ে। (টীকা—ক)

টীকা—খ। শাস্ত্রসমুদ্রোদ্ভূত-কৌস্তুভেশো ভগবান্, তেন দত্তঃ, দত্তস্য কৌস্তুভোঽয়ং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ সারগ্রাহি-বৈষ্ণবানাং শিরোধার্য্যো ভবতি। শ্রীভাগবতাদি-বৃহদ্গ্রন্থেষু প্রবেশোপযোগিত্বেনাস্য গ্রন্থস্য বিশেষাদরণীয়ত্বং ব্যাকরণালঙ্কারাদিদোষেণ ভগবৎপরগ্রন্থানামনাদরো ন স্যাদিতি বাক্যবলাৎ।

মূল-অনুবাদ—ক। প্রমাদরূপ কলিদ্বারা প্রায় লুপ্তজ্ঞান, বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মণি কৌস্তুভ এক্ষণে 'কেদার'-নামক কোন ব্যক্তি-দ্বারা দুষ্পার হইলেও শাস্ত্র-সমুদ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শব্দানুগত প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপ প্রমাণোপায়ে সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরাধাকান্তের প্রীতিসাধনার্থ মহামতি সারগ্রাহিগণকে প্রদত্ত হইল।

টীকা-অনুবাদ—ক। দুষ্পার হইলেও শাস্ত্রসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপ প্রমাণোপায়ে কৌস্তুভমণিরূপ বিমল সার আমি—কেদারনাথ-দত্তকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পরমবুদ্ধিমান্ সারগ্রাহীকে অর্থাৎ সারগ্রাহিজনগণকে প্রদত্ত হইল। কিরূপ সার? প্রমাদকলি—অর্থাৎ সম্প্রদায়ে আসক্তি ও বিদ্বেষই প্রমাদ, তাহাই কলি, তদ্দ্বারা যাহার গতি (জ্ঞান বা সন্ধান) লুপ্তপ্রায়। রাধাপ্রিয়প্রীতয়ে—অর্থাৎ শৃঙ্গাররসাধিকারে জীবগণের মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবসকলে ভগবানের স্বরূপানন্দরূপিণী যে হ্লাদিনী শক্তি, তিনিই রাধা, তাঁহার প্রিয় পরম মাধুর্য্যের আধার শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে।

অষ্টাদশশতে শাকে পঞ্চাব্দরহিতে ময়া।
নির্ম্মিতং কৌস্তুভং ক্ষুদ্রং ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

অন্বয়—শ্রীপুরুষোত্তমে ক্ষেত্রে (শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে—পুরীধামে) পঞ্চাব্দরহিতে (পাঁচ বৎসরন্যূন) অষ্টাদশশতে (আঠার শত) শাকে (শকাব্দে) ময়া (আমাদ্বারা) ক্ষুদ্রং (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত) কৌস্তুভং (কৌস্তুভগ্রন্থ) নির্ম্মিতম্ (রচিত হইল)।

মূল-অনুবাদ—খ। কৌস্তুভমণির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্পিতাত্ম আমাকে প্রদত্ত (এই) কৌস্তুভ বৈষ্ণবগণের—বিশেষতঃ সারগ্রাহিগণের—আনন্দসহকারে শিরে ধারণযোগ্য।

টীকা-অনুবাদ—খ। শাস্ত্রসমুদ্র হইতে উত্থিত কৌস্তুভের অধীশ্বর ভগবান্, তাঁহা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত দত্তের অর্থাৎ সমর্পিতাত্ম জনের এই কৌস্তুভ বৈষ্ণবগণের—বিশেষতঃ সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণের—শিরোধার্য্য। ব্যাকরণ-অলঙ্কার প্রভৃতি দোষে ভগবৎপর গ্রন্থসকলের অনাদর হওয়া অনুচিত—এই বাক্যবলে শ্রীভাগবত প্রভৃতি বৃহদ্‌গ্রন্থে প্রবেশের উপযোগিতাহেতু এই গ্রন্থের বিশেষ আদরণীয়তা।

মূল-অনুবাদ—পুরীধামে ১৭৯৫ শকাব্দে (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, ১২৮০ বঙ্গাব্দে) আমাদ্বারা এই সংক্ষিপ্ত কৌস্তুভ (গ্রন্থ) রচিত হইল।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ